দার্জ্জিলিং সাথী

অধ্যাপক শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার, এম-এস্-সি, প্রণীত

মূল্য ২॥০

প্রকাশক—কৃষ্টি প্রকাশনা
পাইকপাড়া-নদীয়া
জেলা নদিয়া

দ্বিতীয় সংস্করণ
ইং ১৯৪৫

—প্রাপ্তিস্থান—

১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২। বি, পি, ঘোষ এণ্ড সন্স,
জজবাজার, দার্জ্জিলিং
৩। গ্রন্থকার শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার
১২৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

—গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

Industrialisation of India—Reprinted from the Hindusthan Standard. —Price 6 annsa.

ক্লাসিক প্রেস
২১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যাঁরা ভারত সম্বন্ধে নানা বিষয় জ্ঞাত হয়ে বিরাট সৃষ্টি
কল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে ব্যাপৃত আছেন, সেই
তরুণ আন্দোলনের, সাধকদিগের করকমলে
এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গ করা হল।
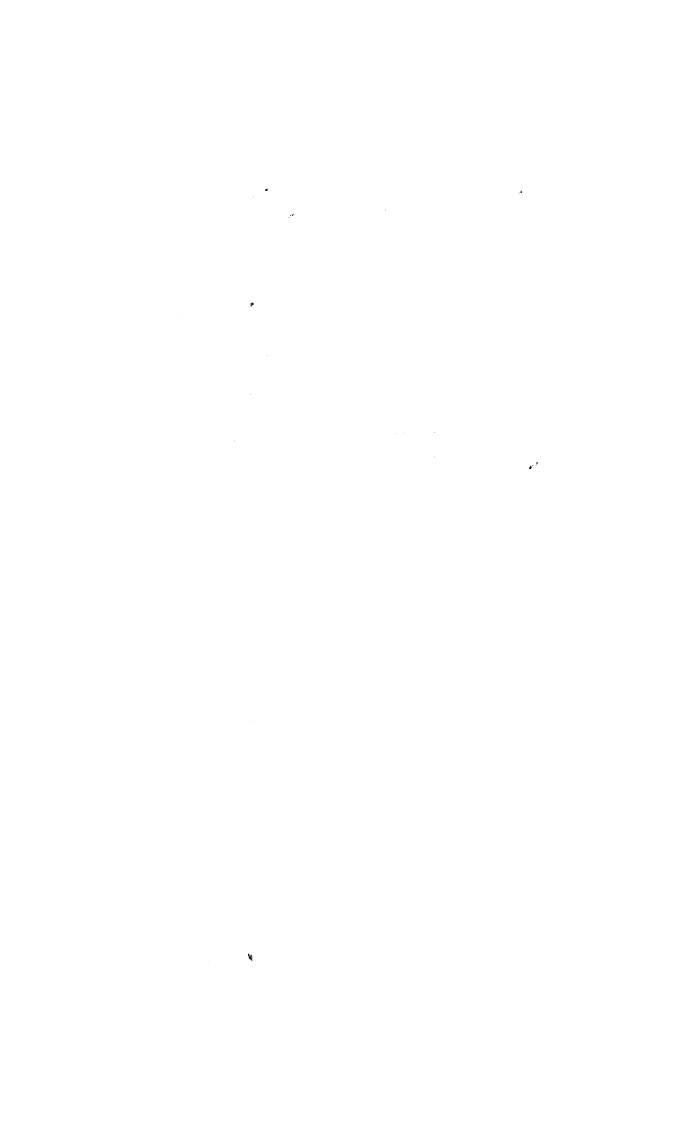
ভূমিকা

জাতি গঠন করতে হলে এই বিশাল দেশ ও উহার অধিবাসী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। বিশেষতঃ সীমান্ত দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞতা লয়ে স্বরাজরাষ্ট্র পরিচালনার কথা চিন্তা করা যায় না।

জার্ম্মাণীতে 'উড়োপাখীর দল' (Wander Vogel) নিজদেশে এবং জগতের নানাদেশে গিরি, নদী, মরু, কানন, কান্তার ও লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই সময় তারা স্বাস্থ্য, দুঃসাহসিকতা ও প্রচুর বিমল আনন্দ লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের ও জগতের সকল দেশের লোকজন সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। জগতের কোথায়ও কোন নূতন আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা অর্থনৈতিক সম্পদ থাকিলে, তার খবর সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে যায়। তারপর কর্ম্মজীবনে ঐ সব জ্ঞান দিয়ে দেশের সমৃদ্ধি বাড়ায়। যেমন ব্যবসা ক্ষেত্রের কথা ধরা যাক। উড়োপাখীর দল দেশ বিদেশে ভ্রমণের সময় নানাশ্রেণী বিশেষতঃ জনসাধারণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ পায়। উহাতে ভবিষ্যতে তাদের পণ্য বিক্রয়ের বিস্তৃত বাজারের সৃষ্টি হয়। আর কোথায় কি প্রকারের তৈরী মাল কাটে, কোথায় বা তার কাঁচা মাল পাওয়া যায়, এই ভাবে ব্যবসা সম্বন্ধে নানা জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারে। গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে ঐ উড়োপাখীর দলের আমাদের দেশেও কত প্রয়োজন।

ভারতের কতস্থান অজ্ঞাত, কত উপজাতি ও অধিবাসী অপরিচিত ও অবজ্ঞাত তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই

গর্ব্ব করে বলে থাকি, ভারতে তেত্রিশ কোটী লোক। রাশি
বহির্ভূত য়ুরোপের মত ইহার আয়তন। কিন্তু ভাবি ন
ভারতের যে অংশে আজ নব জাগরণের সাড়া স্পন্দিত হচে
তার লোক সংখ্যা কত কম, তার আয়তন কত ক্ষুদ্র।

কিরূপে ভারতের অনুন্নত অংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদা
বিশেষতঃ পার্ব্বত্য উপজাতি সমূহকে ভারতীয় রিনেসান্সে
ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে আনয়ন করা যাবে, তার বাস্তব পন্থা আবিষ্কা
করা এক্ষণে প্রয়োজন! তাই বাঙ্গালা ভাষায় ঐসব অঞ্চলে
ভ্রমণকাহিণী প্রচার করা আবশ্যক। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচে
ঐ জন্যই।

ভারতের সকল অংশের ভাল ভাল সৃষ্টিগুলি সমন্বয় ক
ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। উহা ভারতের সকল সম্প্রদ
ও উপজাতিরই গৌরব করবার মত নিজস্ব সম্পদ। তাই ক
এই অঞ্চলের নানা উপজাতি ভারতের অপরাপর অংশ হ
সভ্যতার কি কি দান লয়ে বিশাল ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্ভু
হয়েছিল; আর প্রতীতাই বা ভারতের অপরাপর অংশ
নিজের কি সৃষ্টি উপহার দিয়েছিল, তা এই পুস্তকে সম্ভব ম
সঙ্কলিত হয়েছে। যেখানে ইতিহাস নীরব সেখানে ইঙ্গিতে তা
আভাষ অনুমান করবার চেষ্টা করেছি।

বিগত ৭।৮ বৎসর কাল সিকিম ও দার্জ্জিলিং জেল
সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করবার সময় ঐসব চিন্তাই আমার বিশে
ভাবে মনে উদয় হয়েছিল। এজন্য আমি প্রথমে সিকিম ভ্র
বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখবার মনস্থ করি, কিন্তু উহা আর
করে দেখি যে বাঙ্গালা ভাষায় দার্জ্জিলিঙ সম্বন্ধে কে
আধুনিক বই নাই। অথচ ইহার প্রয়োজন কম নহে। বৎস
বৎসরে হাজার হাজার বাঙ্গালী নরনারী হাওয়া বদলাবার ঐ

আজকাল দার্জ্জিলিঙ যায়। তাঁদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি ঐ সিকিম ভ্রমণ উপলক্ষে সংকলন করে দেখি যে ইহাই একখানি পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশ যোগ্য। এইভাবে এই পুস্তকখানি লিখবার সূত্রপাত হয়।

দার্জ্জিলিঙে যাবার ও থাকবার জন্য যে সব সংবাদাদি দরকার যথাস্থানে উহা সন্নিবেশিত আছে। দার্জ্জিলিং যাত্রীদের মধ্যে এমন অনেক ভ্রমণকারী আছেন, যাঁরা দুই একদিন মাত্র দার্জ্জিলিঙে অবস্থান করবার সুবিধা পান। একদিনে দার্জ্জিলিঙের কতটা দেখা যায়, দুইদিনেই বা কতটা শেষ করা যায়, উহা পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণকারীদের পক্ষে উপযোগী করে পর্য্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ আছে। বেশীদিন সময় পেলে পর পর কোনদিন কতখানি পরিভ্রমণ করা যায়, তাহাও বিবৃত হয়েছে। মোট কথা যাঁরা দার্জ্জিলিঙে বেড়াতে আসেন, তাঁরা যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলের লোকজন সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করে নিয়ে যেতে পারেন তার জন্যই আমার এই সামান্য উদ্যম।

আর এই পুস্তকখানি পড়ে যদি পাঠকের দার্জ্জিলিঙে না এসেও, দার্জ্জিলিং সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়, তবে আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো।

বাঙ্গালী তরুণ আজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। তাদের কর্ম্মের ফল স্বরূপ সৃষ্টির ব্যঞ্জনা আজ জাতির সকল অঙ্গে মূর্ত্ত হচ্ছে। দার্জ্জিলিঙের হিমালয় বাঙ্গালীর ঘরের কাছে। বাঙ্গালী তরুণ দলে দলে নানা ভাবে যৌবন পূজার অর্ঘ্য লয়ে হিমালয় রাজ্যে অভিযান করুক—ইহাই এই ক্ষুদ্র লেখকের ঐকান্তিক অভিলাষ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে ভূ-বিজ্ঞান, টপোগ্রাফি, লোকতত্ত্ব, কৃষ্টি এ
ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব সংযোজিত হয়ে
দার্জ্জিলিং জেলার নদীর খাদগুলিতে ও যেখান থেকে নদীগু
পাহাড় ছেড়ে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে, সেখানে বাঁধ দি
বিপুল পরিমাণে হাইড্রোইলেক্ট্রিক আহরণের প্রশ্ন অ
উপস্থিত। সিবোকের নিকট তিস্তায় বাঁধ দিয়ে উহার সম
জল মহানন্দায় ঢেলে দিলে প্রচণ্ড বিজলী শক্তি উৎপাদন ক
যায়।

দার্জ্জিলিং হিমালয়ের ৬০০।৭০০ মাইল উত্তরে দুইটি প্র
রাষ্ট্রীয় শক্তি বিস্তারিত ও উদ্ভূত হচ্ছে; উহা সোভিয়েট রুশি
এবং সোভিয়েট চীন। উহাতে দার্জ্জিলিং সীমান্ত অঞ্চলে ব
সমস্যা উত্থিত হবে। এজন্য ও হাইড্রোইলেকট্রিক স্থাপনে
স্থান সম্বন্ধে জানবার জন্য এতদঞ্চলের লোক তত্ত্ব এব
টপোগ্রাফি বিষয়ে জনসাধারণের কৌতুহল ও আগ্রহ বৃদ্
প্রাপ্ত হয়েছে। আশাকরি এই পুস্তক সেই কৌতুহল নিবৃত্
করতে পাঠককে কিছুটা সাহায্য করবে।

এই পুস্তক খানির প্রথম সংস্করণ যুদ্ধের মধ্যে ফুরিয়ে যায়
'কন্ট্রোলের' বাঁধনজনিত কড়া কড়িতে ইহার পুনর্মুদ্রণে
নিমিত্ত কাগজ পেতে দেরী হয়েছে। তবু যে ইহা শারদীয় পূজার
পূর্ব্বে প্রকাশিত হল, তজ্জন্য ক্লাসিক প্রেস ও অন্যান্য সাহায
কারিগণকে ধন্যবাদ। ইতি

প্রকাশকস্য

আশ্বিন ১৩৫২ সাল।

সূচীপত্র

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিং-সাথী

—:o:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিংলীলা ও দার্জ্জিলিং-হিমালয়ের কথা।

বাঙ্গালার উত্তরে অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যের খনি হিমালয়। উহার কোলে অগণিত নির্ঝর ও বিহঙ্গের গীতি-মুখরিত গিরি, নদী, কন্দর ও শ্যামল বনভূমি। আর এই সকলেরও উত্তরে হিমালয়ের তুষারকিরিটী হিমগিরিশ্রেণী। উহা বারমাস বরফ (১) ও তুষারে (২) আচ্ছন্ন থাকে, এই সব বুকে নিয়েই সিকিম রাজ্য হিমালয়ের বক্ষনীড়ে অতি গোপনে লুকিয়ে আছে। পাশ্চাত্য জাগরণের স্পর্শ তার গায়ে লাগে নাই বললেই হয়। তবে সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। সিকিম রাজধানী গান্টুকে (Gangtok 5,900 ft) সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হাইস্কুল স্থাপিত হয়েছে।

---

(১) বরফ—কঠিন চাঙ্গারি অবস্থায়।

(২) তুষার—বরফ-কণা সমষ্টি।

এই সিকিমেরই উত্তরাংশে বিরাট স্তম্ভের মত কাঞ্চনজ
শৃঙ্গ (২৮,১৪৬ ফুট) দাঁড়িয়ে। পিরামিডের মত তার চূড়
এই কাঞ্চনজঙ্ঘার দক্ষিণ পশ্চিম কটিদেশের কয়েক মাইল দ
দক্ষিণে চুঙ্গার্মো পাশ বা গিরি-সঙ্কট। ক্যাংলা গিরি
এই গিরিসঙ্কট হতে উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্য্যন্ত প্রসারি
আর শিংলীলা অদ্রিশ্রেণী দক্ষিণে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃ
চুঙ্গার্মো গিরি-সঙ্কটের সর্ব্বোচ্চ স্থানটী সমুদ্রের উপরিভাগ হ
প্রায় ষোল হাজার ফুট উপরে। দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থ
পর্য্যন্ত সচরাচর সভ্য লোকের আনাগোনা হয়ে থাকে
অথচ দার্জ্জিলিং তুষার প্রদেশ হতে মাত্র ৩০।৪০ মাইল দক্ষিণে
কিন্তু চুঙ্গার্মো একেবারে তুষার রাজ্যের মধ্যে। তাই হুক
সাহেব (১) শরৎদাস (২) প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত হিমা
পর্য্যটকগণ এখান থেকে চারিদিককার প্রাকৃতিক নক্সা দে
স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা এখান থেকে দেখা বহু
বিস্তারিত দৃশ্য-সম্পদকে জগতে অদ্বিতীয় বলে গিয়েছেন।

এখান হতে অদূরে, উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরহিমানী-মণ্ডি
'হিমাল' (৩) প্রদেশ। তার পশ্চিমে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বো
শৃঙ্গ এভারেষ্ট (২৯,০০২ ফুট) সমন্বিত হিমাল। চুঙ্গার্মো
উত্তরে, শুভ্র স্ফটিকবৎ তাহাদের হিমাচ্ছাদিত শিখরগু

---

(১) হুকার—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ।

(২) শরৎচন্দ্র দাস—১৮৭৮-৮১-৮২ খৃষ্টাব্দ।

(৩) হিমাদ্র—Group of glaciers.

অগণিত সংখ্যায় স্তরে স্তরে মেঘ মালা ভেদ করে ঊর্দ্ধে উত্থিত। ভারত মহাসাগর হতে নীত শত শত ক্রোশ ব্যাপী মেঘসকল ঐ সব শিখরমালার শীতল ও কঠিন অঙ্গে বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাস ধরে বাধা পেতে থাকে। বাধা পেয়ে উহা. কখনো তুষার, কখনো বা তরল বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। কল্পনাতীত ব্যাপক ও বিরাট ভাবে এই সব গুলির অনুষ্ঠান এই গিরি-সঙ্কট হতে দৃষ্ট হয়, যদি নিকটস্থ আকাশ পরিষ্কার থাকে। আর এই সব তুষারাবৃত পাহাড় গুলির নীচে স্থানে স্থানে নগ্ন নীরস পাষাণের কালো কালো দেহ। তার মাঝ দিয়ে হিমনদী গুলি নেমে এসেছে। এখানকার নির্ম্মম পাষাণ শৈলের বুক চিরে' এই সব প্রায় প্রস্তরীভূত অতিশুভ্র হিমাল-চু (১) বা হিম-নদী গুলির ধীর প্রবাহ। এমনি দৃশ্য হিমালয়ের ১৫।১৬ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয়ের বরফ সেখানেও শেষ হয় না।

১৫।১৬ হাজার ফুট উপরে হিমাল চু গুলির দুই তীরে সারি সারি তুষারাবৃত শিখর। তুষার দেখতে ধবধবে শাদা, গুঁড়ো লবণের মত। তুষারের চাপে ক্রমে নীচে বরফের চাঙ্গাড়ি জমাট বাঁধে। তুষার ও বরফে ঢাকা ঐ রকম শৃঙ্গগুলির দুই সারির ভিতরকার খাদ দিয়ে হিমনদী বা গ্লেসিয়ার প্রবাহিত। আড়াআড়ি দেখলে ঐ খাদ কলার খোলার ন্যায় দেখায়—অর্থাৎ করাত দিয়ে আড়াআড়ি কাটলে 'U' আকারের মত হয়।

(১) হিম (নেপালী কথায় হিমাল)--বরফ ও তুষার। হিমাল-চু—গ্লেসিয়ার।

এই রকম উপত্যকার বুকের উপর দিয়া হিমাল-চু ঘণ্টায় ২।১ ফুট বেগে বহে যায়। সেই অবস্থায় উহার তলায় ও বুকে অনেক ছোটবড় প্রস্তর খণ্ড প্রোথিত অবস্থায় ভেসে যেতে থাকে। ১৫।১৬ হাজার ফুট উচ্চোচ্ছ্রিত উপত্যকা হতে ২।১ হাজার ফুট নেমে আসার পরেই নীচের অপেক্ষাকৃত গরম বাতাসের মধ্যে উহা এসে পড়ে। তখন উহা ধীরে ধীরে গল্‌তে আরম্ভ করে। তখনও ঐ গলিত জলধারার উপর দিয়া মাঝে মাঝে বরফের টুক্‌রা ও চাঙ্গাড়ি ভেসে যেতে থাকে। হিমনদীর জমাট বুকে যে সব ছোট বড় পাষাণখণ্ড প্রোথিত ছিল, তাহা বেরিয়ে পড়ে ও সেই খানেই পড়ে থাকে। আর ত্যর আশ পাশ দিয়ে বরফগলা জলের ধারা গুলি বহে যায়। হিম-নদী গলে যাবার মুখে ঐ সব পাথর ২।১ মাইল ব্যাপিয়া পড়ে থাকে। এই স্থানকে ইংরাজীতে মোরেন (moraine) বলে। বাঙ্গালায় হিমাল-চুর মোড় (১) বা প্রান্ত বলা যেতে পারে।

হিম-নদী গলেই কবির ঘুম ভাঙ্গানো কত নির্ঝরিণী ও কল্লোলিনীর জন্ম হয়। তাদের অবিরাম উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রখর গতি দেখেই বাঙ্গলার কত কবি, ভক্ত ও দার্শনিকের মনে যুগ যুগান্ত ধরে নানা বিচিত্র ভাবের উদ্রেক হয়ে এসেছে। তৎকালীন তাদের আপনহারা প্রখর গতিবেগ কালের প্রভাবে ক্ষুরের অগ্রভাগের ন্যায় কাজ করে। লাঙ্গলের

(১) মোড়—মোরেনের সমধ্বনি বিশিষ্ট।

কলা দিয়ে চষ্‌বার মত উপত্যকার পাষাণ বক্ষও স্বচ্ছন্দে চিরে বহে যায়। উপত্যকার বুকের তখন কলার খোলার আকার থাকে না। আড়াআড়ি V আকারের হয়। এই রকম দৃশ্যাদির সমাবেশ কাশ্মীর হতে উত্তর ব্রহ্ম অবধি হিমালয়ের সর্ব্বত্র ১২।১৩ হাজার ফুট উপরে দেখা যায়। ১৩ হাজারের উপরে লোক জনের বসতি নাই। ১৬ ষোল হাজার ফুট উপরে হিমালয়ের কোন কোন নিভৃত স্থানে সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে।

চুঙ্গার্মো'র চারিদিককার তুষার ঢাকা শৈল গুলির পরেই দক্ষিণে সিকিম ও নেপালের তরঙ্গায়িত গাঢ় নীল পর্ব্বতরাজি। পূর্ব্বে, দার্জ্জিলিঙের ঠিক উত্তরে অবস্থিত সিকিম। পশ্চিমে নেপাল। আর সুদূর দক্ষিণে দিক্‌ চক্রবালে বাঙ্গালার চির-হরিৎ সমতল ভূমি,-- আভাস মাত্র নীল পাহাড়গুলির পর পারে দেখা যায়। এই হল চুঙ্গার্মো থেকে দেখা দৃশ্য পটের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য। উত্তর হতে দক্ষিণ পানে যেখানেই দেড় হাজার মাইল লম্বা গোটা হিমালয়টী পাড়ি দেওয়া যা'ক না কেন, মোটা মুটি ঐ একই প্রকারের দৃশ্য দেড়শো মাইলের মধ্যে পর পর দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।

এই চুঙ্গার্মো গিরিসঙ্কটের নিকিট হতে শৃঙ্গলীলা বা শিঙলীলা নামে একটী গিরিশ্রেণী প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপি দক্ষিণ দিকে প্রসারিত। কাঞ্চনজঙ্ঘা আর শিঙলীলার সম্বন্ধ অতি নিবিড়। কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন কোন প্রাচীন বট-বৃক্ষের

বিরাট কাণ্ড; শিঙলীলা সেই কাণ্ডের পাদদেশ থেকে নির্গত বহুদূর প্রসারিত একটি শিকড়। শিকড়েরই ন্যায় উহার গা থেকে ছোট বড় বহু পাহাড় শাখা প্রশাখা রূপে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেক পাহাড়েরই আবার অনেক গুলি শৃঙ্গ। কোন সুদূর প্রাচীনকালে—ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মাপ কাটিতে-এক সময়ে পৃথিবী ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের গা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। সেই থেকে এই গিরিশ্রেণীর শৃঙ্গ বেরিয়ে পড়েছিল। তাই উহার শিঙলীলা নাম সার্থক হয়েছে। ভূতত্ত্ব-বিদ্‌গণের মাপকাটিতে ঐতিহাসিক, প্রাগৈতিহাসিক, প্লিষ্টোসিন, প্লিওসিন ও মিওসিন এই ৪।৫টি যুগ পূর্ব্বে ওলিগোসিন যুগে হিমালয় পর্ব্বতের জন্ম হয়। তখন উহা টেথিস নামীয মহাসাগর হতে উত্থিত হতে আরম্ভ করে। শিংলীলার পশ্চিম ঢালুতে তম্বর; উহা কুশী নদীর উপনদী। কুশী নেপাল পাহাড় ছেড়ে যোগবানির নিকট সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে। তার ২৫।৩০ মাইল উজানে কোকাখোলা নামে একটি উপনদী কুশীর সহিত কোকাতীর্থে সংযুক্ত হয়েছে, ঐখানে ভগবান বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহদেবের পীঠস্থান ছিল। উহার চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তৃত অঞ্চল গুপ্ত যুগ পর্য্যন্ত বরাহ বা কোকা খণ্ড বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

পশ্চিমে কুশী ও তম্বরের এবং পূর্ব্বে তিস্তা ও রঙ্গীত নদীর সুগভীর খাদ; ইহাদের মধ্যস্থ তুঙ্গ ভূ-পিণ্ডটিই শিংলীলা অদ্রিশ্রেণী। ঐ নদী গুলি যেখানে সমতল ভূমিতে প্রবেশ

করেছে, তার ৬০।৭০ মাইল উজানে হিমালয় অভ্যন্তরেও উহাদের খাদগুলি খুব গভীর এবং সেখান পর্য্যন্ত উহাদের খাদের তলদেশের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে হাজার ফুটের নিম্নে। এই সকল খাদ মধ্যে উৎরাই চড়াই বাদ দিয়া নেপাল প্রবেশ করতে হলে চুণ্ঠামের্গা অতিক্রম করাই প্রশস্ত। সেজন্য চুণ্ঠামের্গা গিরিসঙ্কট এত গুরুত্ব পূর্ণ।

শিঙলীলার পশ্চিমে নেপাল। পৌরাণিক যুগে ঐ অংশ কিরাত খণ্ড বলে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে কাটমুণ্ডু অঞ্চলেও ঐ নামে উহার পরিচয়। এই কিরাতগণের বংশধর মধ্যে বর্ত্তমানে এই অঞ্চলে লিম্বু, রায়, মগর প্রভৃতি উপজাতির বাস আছে। উহাদের আদি পুরুষ সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ থেকে একটা অনুমান করা যেতে পারে। কিরাতগণ বোদো বা বোড়ো উপজাতির এক শাখা। এই কিরাতখণ্ড এবং সিকিম, ভুটান, উত্তর বাঙ্গালা, ব্রহ্মপুত্র ও সুর্ম্মা উপত্যকাদ্বয় ব্যাপিয়া বিরাট ভূখণ্ডে এক কালে বোদো উপজাতির বিভিন্ন শাখা অধিকার ও বসতি স্থাপন করেছিল। বিশাল কোচ সাম্রাজ্য তাহাদের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তাহাদের বংশধরদিগের অনেকে আজ বাঙ্গালায় অনেক স্থলের বাঙ্গালীসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। বাঙ্গালী তাহাদের কীর্ত্তি কলাপ কদর করা দূরে থাকুক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গোল এই দুই জাতির মিশ্র সঙ্কর জাতি বলে উহাদিগকে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করে। এই ভাবে অন্ধ আত্মপ্রসাদ ও আত্মম্ভরিতায় বাঙ্গালী একেবারে একে

একে ভারতের অপরাপর জাতি গণকে চটিয়ে শত্রু করে ফেলেছে।

শিঙলীলার পূর্ব্বে উত্তরার্দ্ধে সিকিম রাজ্য, দক্ষিণার্দ্ধে দার্জ্জিলিঙ জেলা—লেপচাদের প্রাচীন আবাস ভূমি। ভাল চাষবাস করতে পারে বলে লিম্বু, রায়, মগর প্রভৃতি নেপালী দিগকে ব্রিটীশ আমলে বহু জমি সিকিম ও দার্জ্জিলিঙ জেলায় বিলি করা হয়েছে। ফলে লেপ্চারা কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। নেপালীরা তাহাদের জমিজমা প্রায় অধিকাংশ গ্রাস করে ফেলেছে।

শিঙলীলার যে অংশ দার্জ্জিলিঙ জেলার মধ্যে পড়ে, তার বেশীর ভাগ উচ্চতায় সমুদ্রের গা থেকে ১২ হাজার ফুটের নীচে। প্রকৃতি দেবী তার সব দেহ-খানি আগাগোড়া সবুজ গাছপালা, লতাপাতা দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন। কিছু মাত্র ইহাতে কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু কাশ্মীর, কুমায়ুন প্রভৃতি অঞ্চলস্থ হিমালয়ে সবুজের এতটা ছড়াছড়ি নাই। সেখানে ১০ হাজার ফুটের নিম্নস্থিত হিমালয় পৃষ্ঠের সৌন্দর্য্য এই রিক্ততায় অনেক খানি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। সে সব স্থানে সবুজের অভাবে নগ্ন পাষাণের কঠোর আবরণ থাকায় হিমালয়ের সৌন্দর্য্য একটু বেশী গম্ভীর ও উদাস হয়ে গেছে।

শিঙলীলা আর দার্জ্জিলিঙ জেলার অন্য সর্ব্বত্র ৬।৭ হাজার ফুটের নীচে পাহাড়ের গায়ে গায়ে উপত্যকায় বস্তী। এই বস্তীতে নেপালী ও লেপ্চাদের বাস। সিকিমের অন্তঃপাতী

বস্তী গুলির মধ্যে কোন কোনটীতে জমিদার হিসাবে ভুটিয়া কাজি বা মণ্ডলের বসতি আছে। এই সব বস্তীগুলির আশে পাশে ঝরণার ধারে ক্ষেত। ঢালু পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ির ধাপের মত পর পর ধাপ কেটে ডালার মত তাঁহারা জমি তৈয়ারি করে। পাহাড়ের অবনমনের দিকে পাথর ও মাটির আল্‌সে গেঁথে জমির বীজ, ফসল ও উর্ব্বরা শক্তির ধুইয়ে যাওয়া নিবারণ করে। জমির ছোট টুক্‌রোগুলিতে কোদালের সাহায্যে চাষ করে। বড় খণ্ডের উপর বলদটানা লাঙ্গলের ব্যবহার করে।

ঐ সব জমিতে ধান, ভুট্টা, ও আলু প্রভৃতির আবাদ হয়। এ ছাড়া তাহাদের অনেকের ভেড়া ও গরুর গোষ্ঠ আছে। ৮।৯ হাজার হতে ১২ বার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় মাথায় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে তারা ঐ সব গোষ্ঠ চরিয়ে বেড়ায়। যেমন সুইজর্লণ্ড প্রভৃতি পাহাড়িয়া দেশের ধারা। তখন সেখানে কি দৃশ্য প্রতিভাত হয়!—যার মধ্যে তারা ঘুরা ফিরা করে। দূরে, অদূরে তাহাদের চারিদিকে রডোডেণ্ড্রণ কুঞ্জ। উহাদের ঝোপে মাটির উপরে কোথায়ও মটরের দানার মত চূর্ণ তুষারের স্তূপ। কখনো কোথায়ও বা সদ্যঃপতিত শুভ্র তুষার দ্বারা পাহাড়ের গা আগাগোড়া ঢাকা। আর স্তরে স্তরে সজ্জিত সেই শাদা পাহাড়ের গায়ে কোন কোন স্থানে দাঁড়িয়ে রোডোডেণ্ড্রণ—পেয়ারা গাছের মত তার কাণ্ডের চেহারা, লম্বা লম্বা তার পাতা। তখন তার পাতায় পাতায় আগুনের

ফুল্‌কির মত লাল ফুল ফুটে তাকে। দেখে চক্ষু দুইটী ঝল্‌সিয়া যায়; মনে হয়, শাদা পাহাড়ের গায়ে বড় বড় পান্না পাথর জ্বল্‌ছে। তারি মধ্যে, তার নিম্নে গোষ্ঠ চারকরা গান গেয়ে, শিঙা ফুঁকে গরু ভেড়া চরিয়ে বেড়ায়। উহা-দিগকে তখন দেখ্‌লে আমাদের মত সভ্যতার নরম কোলে পালিত সখের পর্য্যটকদের মনে হয়,—'বা কেমন তাদের লোভনীয় জীবন। এমন সব অপূর্ব্ব দৃশ্যরাজির মধ্যে তারা হেসে, গেয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।' কিন্তু তারাই জানে, এ অবস্থায় তাহাদের ব্যথা—তাদের জীবনের ভার কেমন। কত ঝড়, জল, বৃষ্টি বাদল, তুষার পাত, এভালাঞ্চ (১) বিদ্যুৎপাত তাদের মাথার উপর দিয়ে নিরন্তর বহে যেতেছে। তবু উহাদের পেট ভরে না, পরিধানের শতচ্ছিন্ন লেংটী, ঝোলা, আলখিল্লা ঘুচে না। তাহাদের মধ্যে যাহারা লেপচা,—তাহারা এত গরীব যে, মর্‌বার পর, মৃতদেহ দাহ কর্‌বার সামর্থ্য তাহাদের নাই। মৃতা কোন রকমে পুতে রেখে দেয়। অথচ অবস্থাপন্ন লেপচারা তাহাদের মৃতদেহ দাহ করে। লামা পুরোহিত ডেকে বৌদ্ধমতে অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করে।

সুকিয়া বাজারের অদূরস্থিত নেপাল সীমান্তে সীমানা বস্তী। তার কাছ থেকে শিংলীলার একটী শাখা ঘুম পাহাড় নামে পূর্ব্বদিকে প্রসারিত। কোন ঘুমন্ত দেশের ন্যায় অধিকাংশ

(১) পর্ব্বত প্রমাণ বরফ পাহাড় ধ্বসা।

সময়ে মেঘে ঢাকা থাকে বলে ইহার নাম ঘুম হয়েছে। হয় মেঘ, নয় ঝপ্ ঝপ্ বৃষ্টি সেখানে লেগেই আছে। সুকিয়া হতে ৭ মাইল পূর্ব্বে ঘুম পাহাড়ের উপর ঘুম ষ্টেশন 'দার্জ্জিলিঙ-হিমালয়ান রেলপথে'। ষ্টেশনের কাছে ঘুম পাহাড়ের পিঠটা ঘোড়ার পিঠের জীনের মত একটী ক্ষুদ্র গিরিসঙ্কট বিশেষ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে উহার প্রান্ত দুইটী উঁচু হয়ে গেছে। আর দক্ষিণ ও উত্তর পিঠটা ঢালু—নীচের দিকে। জীনের পূর্ব্বে সিঞ্চল পাহাড় নামে একটা শিখর উঠেছে। পূর্ব্ব দিক থেকে সিঞ্চলের পায়ের তলা বেয়ে রেলপথ শিলিগুড়ি হতে ক্রমশঃ ৭॥ সাড়ে সাত হাজার ফুট উপরে উঠেছে। তারপর এই খানে এই জীন ডিঙ্গিয়ে উহা ঘুম পাহাড়ের দক্ষিণ গা ছেড়ে উত্তর গায়ে পাঁচ ছয় শত ফুট নেমে গেছে। এখান থেকে ৪ মাইল পরেই দার্জ্জিলিঙ সহর।

ঘুমজীন থেকে উত্তর দিকে একটা পাহাড় বেরিয়েছে। দাঁতভাঙ্গা তাহার নাম—দার্জ্জিলিঙ-জলা পাহাড়। ৬।৭ মাইল লম্বা। তার দুই গায়ে দার্জ্জিলিঙ সহর।

সিঞ্চল ও দার্জ্জিলিঙ জলাপাহাড় ব্যতীত আরও দুইটী পাহাড়—এই জীনের পূর্ব্ব হতে নির্গত হয়েছে। তার একটি তাকদা পাহাড়, সিঞ্চলের উত্তর দিয়ে। অপরটী জীন হতে দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রসারিত—নাম সিঞ্চল-মহাল্দিরাম। এই ৪টি পাহাড় লয়ে একটি বিরাট পিণ্ড; উহার পশ্চিমে ছোট রঙ্গীত, উত্তরে বড় রঙ্গীত, পূর্ব্বে তিস্তা আর দক্ষিণে বাঙ্গালার সমতল ভূমি।

এই পিণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ উক্ত নদী গুলির খাদের তলা উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে হাজার ফুটের মধ্যে। পশ্চিমে ঘুম জিন দ্বার ইহা শিঙলীলার সহিত সংযুক্ত। প্রায় সমগ্র দার্জ্জিলিং ও কার্সিয়াং মহকুমা ব্যাপী এই পিণ্ডটি অবস্থিত।

কার্সিয়াঙ সহর এই সিঞ্চল-মহাল্‌দিরাম পাহাড়ের দক্ষিণ গায়ে বাঙ্গালার দিকে মুখ করে অবস্থিত। মহানন্দার পশ্চিম পাড়ের পাহাড় গুলির উপর দিয়ে দার্জ্জিলিঙ গামী রেলপথ দুধারে চা বাগিচার ভিতর দিয়ে উহারই স্কন্ধে আরোহণ করেছে।

কেহ কেহ সীমানাবস্তীর পূর্ব্বস্থ চারিটী পাহাড়কে শিঙলীলা গিরিশ্রেণীর শাখা বিবেচনা করেন না। যাহা হোক এই পাহাড় গুলির গায়ে উত্তর ও পূর্ব্বে যে বৃষ্টি পড়ে, তার ধোয়ানি বড় রঙ্গীত, ছোট রঙ্গীত, রমম প্রভৃতি উপনদীতে গড়িয়ে পড়ে ইহাদের খাদের দুই ধারে নেপালী :বস্তীওয়ালাদের কমলালেবু আবাদ। এই সব উপনদীর জল পরে শিলিগুড়ি ও জলপাই-গুড়ির পূর্ব্ববাহী তিস্তা দিয়ে শেষে ব্রহ্মপুত্রে পড়ছে। ঐ পাহাড় গুলির দক্ষিণ গায়ে যে বৃষ্টি পড়ে তাহা মহানন্দা, বালাসন, মেচী হয়ে সর্ব্বশেষে গঙ্গায় যায়। হিমালয়ের পাদ-দেশে শিলিগুড়ির চারিদিকটা সমতল। রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের দেশ। কিন্তু তার মধ্য দিয়াও ঈষৎ স্ফীত একটা ভূভাগীয় রেখা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। খালি চোখে উহা সহসা টের পাওয়া যায় না। ইহার পশ্চিম ও পূর্ব্ব গড়ানে যথাক্রমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র তাহাদের নানা ধোয়ানি ধারা সমেত বয়ে

যাচ্ছে। উহার উপর দিয়াই কলিকাতা-শিলিগুড়ি রেলপথের সর্ব্বশেষ প্রান্ত প্রসারিত।

আজ ভারতমাতার অঙ্কস্থিত কত স্থান, কত উপজাতি বহুকাল ধরে অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত। আজ তাহাদের খোঁজ পড়েছে। জাতি গঠন করতে হলে ঐ সব কত অজানারে জানতে হবে, অচেনারে আপন করতে হবে। বিশেষতঃ সীমান্ত প্রদেশ বলে ইহার গুরুত্ব অত্যধিক। তারপর আজ তরুণ জাগরণের যুগ। কত দুঃসাহসিক কাজে আমাদের তরুণদের অভিযান আরম্ভ হয়েছে। ঐ সব অঞ্চলে তরুণদের গতিবিধি আরম্ভ হলে, অচেনা ভাইদের আপন করা আরম্ভ হবে, সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে ভৌগলিক জ্ঞানের প্রচার হবে। অন্ন সমস্যা সমাধানের কোন সম্ভাবনা থাকলে তাহারও প্রচার হবে। তাই শিঙলীলা হিমালয়ের কথা আলোচনা আমাদের উপেক্ষণীয় নহে।

বঙ্গোপসাগর হতে প্রায় ৪০০ মাইল উত্তরে হিমালয়ের ঠিক পাদদেশে শুক্‌না ষ্টেশন। উহার ৭ মাইল দক্ষিণে কলিকাতা হতে ৩১৮ মাইল উত্তরে শিলিগুড়ি, কলিকাতা হতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কিঞ্চিদধিক ছয় টাকা।

দার্জ্জিলিং, সিকিম ও তিব্বতে ঢুক্‌বার মুখে শিলিগুড়ি দ্বার স্বরূপ। ইহা দার্জ্জিলিং জেলার অন্যতম মহকুমা সহর। বাঙ্গালারই আর পাঁচটা সহর যেমন—এও তেমন। সেই শস্যশ্যামলা সমতল ভূমি ইহার চতুর্দ্দিকে। লোকজন, গাছ

পালা, ঘাস, জীবজন্তু, চাষ আবাদ সব বাঙ্গালা দেশের। যাহা কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয়, তাহা ইতস্ততঃ নেপালী চলাফিরা দেখে মনে হয়। এই স্থানটী ধান, পাট ও ক বড় মোকাম। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে উচ্চতা প্রায় ৩০০ দার্জ্জিলিং মেল ও এক্‌স্‌প্রেস ট্রেণগুলি ১০।১২ ঘণ্টায় কলি হতে এখানে পৌঁছে দিতে পারে। শিলিগুড়ি থেকে ৩টি শৃঙ্গ দেখা যায়; যথা—কাঞ্চনজঙ্ঘা, সিনিয়লচুম ও আন্দেন।

শরৎকালে অতি ভোর বেলায় দার্জ্জিলিং মেল যখন পাইগুড়ির কাছাকাছি হয় তখন উত্তরে এক অপূর্ব্ব প্রতিভাত হয়। ভোরের অস্ফুট আলোর মধ্যে পা আকাশের তলে হিমালয়ের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। তা একটুও নিরাশ হতে হয় না। বরং হিমালয়ের সঙ্গে ভাবে পরিচিত হবার আকাঙ্খা শত গুণে বেড়ে উঠে। আলো আধো ছায়ার মধ্যে হঠাৎ হিমালয় তার বিরাট ক লয়ে সম্মুখীন হয়। গাঢ় নীল ও ঈষৎ ধূসর রঙে তখন আপাদ মস্তক আবৃত। পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা এক বিশাল রের মত ভারতভূমিকে ঘেরিয়া বর্ত্তমান। মাঝে মাঝে স্কন্ধদেশের উপর দণ্ডায়মান নানা অভ্রভেদী তুষার ধবল প্রভাতের প্রথম কিরণ স্পর্শে তখন তাহাদের তপ্ত কা মত বর্ণ। মনে হয়, সত্যিই কেবা তখন উহাদের মাথায় কিরীট বসিয়ে দিয়েছে।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালা থেকে দার্জ্জিলিং আসতে হলে ফুলছড়ী ঘাট হয়ে পার্ব্বতীপুর দিয়া আসতে হয়। পশ্চিমে পুর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ হতে একটা লাইন নেপাল তরাইয়ের পাশ দিয়ে শিলিগুড়ি এসেছে। উত্তর বিহার থেকে আস্‌তে হলে ঐ পথই প্রশস্ত। অথবা কাটিহার-পার্ব্বতীপুর পথ অবলম্বন পূর্ব্বকও শিলিগুড়িতে বিহার থেকে পৌছান যায়।

শিলিগুড়ি হতে ৫২ মাইল ঈষৎ পশ্চিমস্পর্শী উত্তরে দার্জ্জিলিং সহর (৬৮১২ ফুট উচ্চ) অবস্থিত। ঈষৎ পূর্ব্বস্পর্শী উত্তরদিকে ৩২ মাইল দূরে কালিমপঙ রোড ষ্টেশন বা তিস্তা-ব্রীজ (৭০০ ফুট)। উভয় স্থানে পার্ব্বত্য রেলপথ বা মোটর যোগে গমনাগমন করা যায়। শিলিগুড়ি থেকে মোটর যানের উপযোগী ৫।৬টি রাস্তা চতুর্দ্দিকে বেরিয়েছে।

পরিমান ফল—

দার্জ্জিলিং জেলার পরিমাণ ফল ১১৬৪ বর্গ মাইল। উহার উত্তরে সিকিম রাজ্য, পশ্চিমে নেপাল, পূর্ব্বে ভুটান। এই জেলার উত্তর ভাগ সাধারণতঃ আট হাজার থেকে ৪।৫ চার পাঁচ হাজার ফুট উঁচু নানা পাহাড়ে পরিপূর্ণ। কোন কোন জায়গায় যথা শিংলীলার স্থানে স্থানে—প্রায় বার ১২ হাজার ফুট উঁচু শৃঙ্গাদিও আছে। এই জেলার মধ্যস্থলে ঘুম পাহাড়। এর পর হতেই পাহাড়গুলি তাড়াতাড়ি খাটো হয়ে সত্বর বাঙ্গালার সমতল ভূমিতে মিশে গিয়েছে। বাঙ্গালার সমতল ভূমি শিলিগুড়ি অঞ্চলে সমুদ্রের পিঠ থেকে মাত্র ৩০০

ফুট উঁচু। দার্জ্জিলিং জেলাস্থ অঞ্চলে পূর্ব্বে লেপচাদেরই বাসভূমি ছিল তাহারা ইহাকে মোরুঙ নামে অভিহিত করত। মোরুঙের পূর্ব্ব সীমায় তিস্তা ও পশ্চিমে মেচী নদী। দার্জ্জিলিং জেলার দক্ষিণে পূর্ণিয়া ও জলপাইগুড়ি জেলা।

আবহাওয়া—কলিকাতায় গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ ১০৫° ডিগ্রী পর্য্যন্ত আবহাওয়ার উষ্ণতা বা টেম্পারেচার উঠে থাকে। শীতকালে উহা নেমে সাধারণতঃ ৭২° ডিগ্রীর কাছাকাছি থাকে। গড়ে কলিকাতার টেম্পারেচার ৭৯° ডিগ্রী। মোটা-মুটি বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই এইরূপ উষ্ণতা। সেই তুলনায় খাস দার্জ্জিলিং সহরে ৭০° ডিগ্রী হইতে ৩২° ডিগ্রী পর্য্যন্ত আবহাওয়ার উষ্ণতা উঠা নামা করে। এই সংখ্যা গুলি সব ফারেন হীট মাপে। অনেকেই হয়তো জানেন যে ৩২° ডিগ্রী উষ্ণতায় জল জমে বরফ হতে বা বরফ গলতে সুরু হয়। আবহাওয়ার এই উষ্ণতায় তুষার-পাত আরম্ভ হয়।

দার্জ্জিলিং সহরে গড়ে উষ্ণতা ৫৬° ডিগ্রী; এবং বৎসরে ১২০ ইঞ্চি বারিপাত হয়। শীত, বসন্ত, বৃষ্টি ও হেমন্ত এই চারিটি এই অঞ্চলের প্রধান ঋতু।

কার্সিয়াঙ দার্জ্জিলিং থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নে অবস্থিত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি উহার উষ্ণতা ৬৩°।৬৪° ডিগ্রী হয়। খুব গরমের সময় ৮০° ডিগ্রী পর্য্যন্তও উষ্ণতা চড়ে থাকে বৎসরে প্রায় ২০০ ইঞ্চি বারিপাত হয়। পুঞ্জীকৃত মেঘ সাগর থেকে বাঙ্গালার উপর দিয়ে উড়ে এসে এখানেই

হিমালয়ের কাছে প্রথম ধাক্কা খায়। তাতেই এখানে এত বারিপাত। হুকার সাহেব তদীয় "হিমালয় জর্নালে" ইহার এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

পাহাড় গুলির মাঝে মাঝে গভীর উপত্যকা। দার্জ্জিলিং জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই উহা বর্ত্তমান। ঐ গুলির তলদেশ ৪০০ ফুট থেকে ৮০০ ফুট মাত্র সমুদ্রের পিঠ থেকে উঁচু। সেখানে বাঙ্গলাদেশের মতোই ঋতু। অধিকন্তু গরমের গুমোটটা হয়তো কিছু বেশী।

ভূতত্ব—নীস (Gneiss), ডালিং সিরিজ (Daling series), বক্সা সিরিজ (Buxa series) গোন্দয়ানা (Gondwana), এবং টার্সিয়ারি সিরিজ (Tertiary sereis), এই পাঁচ প্রকার প্রস্তর নিয়ে দার্জ্জিলিঙ জেলার ভূপৃষ্ঠ গঠিত। ভূতত্ববিদ্গণের মাপ কাটিতে সুদূর প্রাচীন কালে,—অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে প্রচণ্ড ভূকম্পন পৃথিবীতে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। সেই যুগে (Oligocene) ভূপৃষ্ঠের বারংবার আলোড়ন ফলে হিমালয় পর্ব্বতের জন্ম হয়েছিল। তখন গয়াবাড়ীর কাছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের প্রস্তরাবলী নীচে চাপা পড়ে যায়। প্রাচীনযুগের প্রস্তরাবলী উপরে উঠে পড়ে। তাই গয়াবাড়ী ভূতত্ববিদ্ ছাত্রগণের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

এই জেলার স্থানে স্থানে কয়লা, তামা, এবং লৌহশিলা হেমাটাইট প্রভৃতির সন্ধান মিলেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে উহাদিগকে কাজে লাগাবার কোন চেষ্টা নাই।

উদ্ভিদ্ সম্পদ—বাঙ্গালার সমতল ভূমি থেকে তিন হাজ
ফুট উঁচু অঞ্চল অবধি হিমালয় পাহাড়ের গাত্রদেশ বাঙ্গালা
স্বভাবজাত নানাজতি উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলে
উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু মালয় জাতীয়। মিওসিন যুগের পূ
লেমুর বা গোন্দয়ানা নামে এক বিরাট মহাদেশ দক্ষি
আফ্রিকা, ভারতমহাসাগর, দাক্ষিণাত্য, মালয় ও অষ্ট্রেলি
ব্যাপী বিদ্যমান ছিল। ভারতের আধুনিক জীবজন্তু ও উদ্ভি
সেই প্রাচীন মহাদেশের বাসিন্দাদের বর্ত্তমান বংশধর। এজ
ইহারা মালয় জাতীয় নামে অভিহিত হয়। আবহাওয়
জলীয়ভাগ বেশী বলে এখানকার গাছপালাগুলি অধিকত
সতেজ, ও তাহাদের বাড়্তি খুব বেশী এবং প্রকার ভেদ
অসামান্য। এই অঞ্চলের অরণ্য সম্পদ্ জগৎপ্রসিদ্ধ। এ:
বিচিত্র তরুলতা ও পরগাছা জগতে আর কুত্রাপি আছে কি
সন্দেহ। এখানকার পরগাছাগুলি আমেরিকান টুরিষ্ট
পর্য্যটকগণ অতি আদরের সহিত বহু মূল্যে ক্রয় করে থাবে
উচ্চতার উক্ত সীমা মধ্যে শাল, সেগুন, শিশু প্রভৃতি বাহাদু
কাঠ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। তাছাড়া বাঁশ, খড়, খয়ে
ডুমুর, পিঠুলি, টুন, তেঁতুল, আদা, তুঁত, ২০ ফুট লম্বা না
জাতীয় ঘাস, পরগাছা, কমলা নেবু, পাইন (৩), পীচ প্রভৃ
স্থানীয় অরণ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

তিন হাজার হতে আট হাজার ফুট উঁচু সীমার মা

(৩) ঝাউ বিশেষ।

শিমুল, কমলা, সাস্থক্রেটিয়া, বনজাম, ইউরেলিয়া, মিরসিন, একুইলেরিয়া, বেচ, নানা জাতি কচু, লাইকেন, [illegible] পোস্তা, হেলউইদা, নানা জাতীয় গোলাপ, ঝাল, নাসপাতি, অলিভ, চেরীগাছ, হলি, ম্যাগ্নোলিয়া, আঙ্গুর, কলা, ফার্ণগাছ, হরিতকী, বওড়া, আমলকী, শিশু, বাবলা, বার্চ, ম্যাপল, ওক, এলডার, নানা জাতি তাল, থুনবার্জিয়া জাতীয় নীল লতা, পল্‌তে মাদার প্রভৃতির অফুরন্ত সমাবেশ আছে। আট হাজার থেকে তের হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঁচু পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে আবির গাছ (Symplocus), শাদা গোলাপ, রুবার্ব শাক, বাঁশ, স্থলপদ্ম, বারবেরী, দারচিনি, ডুমুর, চাঁপা, ভুলীচাঁপা, চেষ্টনাট, ওক, পানসী, রজনীগন্ধা ও গোলাপ জাতীয় হরেক রকম ফুল, এবং ফার ও জুনিপার জাতীয় ঝাউ ইত্যাদি খাটো খাটো গাছ পালার জন্ম।

চিরতুষার (১৬ হাজার ফুট) মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী স্থানে অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলের গাছ পালা ধীরে ধীরে বড়ই ছোট হয়ে গিয়েছে। অত বড় যে বাঁশের ঝাড়, আর ১২´।১৩´ ফুট উঁচু রডোডেণ্ড্রণ, সবই উচ্চতার সঙ্গে খাটো হতে হতে অবশেষে ৩´´।৪´´ ইঞ্চি লম্বা গুল্মে পরিণত হয়েছে। জুন জুলাই ও আগষ্ট মাসে ১২ হাজার ফুট উপরে হিমালয়ের গায়ে গায়ে মকমলের ন্যায় মসৃণ রঙ বেরঙের নানা জাতি ফুল ফোটে, তাহাকেই হিমাচলের সুবিখ্যাত আল্পাইন পুষ্প বলা হয়। এ যাবৎ এতদঞ্চলে ৫৮০ জাতীয় ফুল গণনা ও বাছাই

করা হয়েছে। ১৮,৩০০´ ফুট উঁচুতে পর্য্যন্ত কোন কো
জাতীয় ফুলের সন্ধান মিলেছে

শস্যাদি—বাঙ্গালা যেমন 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' দার্জ্জিলি
এবং সিকিমও সেইরূপ। চার পাঁচ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উ
পাহাড়ে রোপা ধান, যব, বাকহুইট জাতীয় গম, মারোয়া
ভুট্টা, মৌরী, বড় এলাচ, কমলানেবু, আনারস, পেয়ারা
কপি প্রভৃতির আবাদ হয়ে থাকে। হিমালয়ের এই অঞ্চলে
এক বিচিত্র দৃশ্যের কখনো কখনো সাক্ষাৎ হয়। একই
পাহাড়ের গায়ে নীচের দিকে ধানের আবাদ, তার উপরে
যথাক্রমে বাহাদুরী কাঠের বন, নরম কাঠের জঙ্গল, মেরু ব
আল্পস্ প্রদেশীয় ছোট ছোট বাঁশ, ঝাউ প্রভৃতির ঝোপ, আ
সকলের শেষে মাথার উপরে বরফের মুকুট, সবই এক দৃষ্টিতে
চোখে পড়ে।

জীবজন্তু—দার্জ্জিলিঙে যাবার পথে তিনধেরিয়া তিন হাজা
ফুট উপরে অবস্থিত। তিন হাজার ফুটের নীচে জঙ্গলে নান
হিংস্র ও অন্যান্য জন্তুর বাস; যথা—বাঘ, হাতী, গণ্ডা
৪৭ জাতি সাপ, বনছাগল, নানা জাতি বানর ও হরিণ প্রভৃতি
তিন হাজার ফুটের উপরে ভালুক, শূকর, ও জঙ্গলী কুকু
কখনো কখনো দেখা যায়। ভুট্টা পাকবার সময় ভুট্টা ক্ষেতে
নিকটবর্ত্তী ঝোপে ভালুকের আবির্ভাব হয়। শেক্‌পা নাম
অতিকায় বনমানুষের প্রাচীন কালে দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতি স্থানে
আনাগোনা ছিল বলে প্রবাদ আছে। আর অতিকায় পাহাড়ে

বোরাসাপও দার্জ্জিলিঙের তরাই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। কালিমপঙ মহকুমার পূর্ব্বাংশে রচিলা ও তোড়ে নামক বিরাট গিরিপিণ্ড। উহাদের শিখর প্রদেশ ৯।১০ হাজার ফুট উঁচু। সেখানে গ্রীষ্মকালে বহু বন্য হস্তী, কুক্কুর এবং ব্যাঘ্রাদি আশ্রয় লয়; আর শীতকালে উহারা নিম্নে ডুয়ার্স অঞ্চল পর্য্যন্ত নামিয়া আসে।

টীয়া, মুর্গী, কলিজ ও মণ্যাল প্রভৃতি নানা জাতি ফেজ্যান্ট এবং কাটঠোকরা ইত্যাদি নানা রঙ বেরঙের ৫০০।৬০০ জাতীয় পাখী এই অঞ্চলে বর্ত্তমান। আর কীট পতঙ্গের মধ্যে ৬০০ জাতীয় বিবিধ বর্ণের প্রজাপতি ও দুই হাজার বিভিন্ন প্রকারের ফড়িং ইত্যাদি বিদ্যমান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিলিগুড়ি থেকে রেলপথে দার্জ্জিলিঙ।

শিলিগুড়ি হতে দার্জ্জিলিঙ পর্য্যন্ত রেলপথের না' 'দার্জ্জিলিঙ-হিমালয়ান রেল' (D.H.Ry)। ইহার ইঞ্জিনিয়ারিং বা নির্ম্মাণকৌশল জগৎ প্রসিদ্ধ। এই রেলপথটী এঁকে বেঁকে হিমালয়ের প্রথমগিরিশ্রেণীর মাথায় সাড়ে সাত হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঠেছে। কোথায়ও ঘুমতী বহে, কোথায়ও বা সাপ যেমন প্যাঁচে প্যাঁচে খুঁটি বয়ে উঠে সেইরূপ ইহাও পাহাড়ের মাথায় আরোহণ করেছে। এই রেলে ভ্রমণ করবার সময় মাঝে মাঝে বহুদূর প্রসারিত অতি রমনীয় প্রাকৃতিক নক্সা (১) পথিকের চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠে। তা ছাড়া সমস্ত পথ ব্যাপি কত না বিচিত্র বনভূমি ও পার্ব্বত শোভার অধিষ্ঠান।

শিলিগুড়ি থেকে শুক্‌না পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য রেলগাড়ী ও মোটর যানগুলি বাঙ্গলার সেই পরিচিত শস্য শ্যামলা সমতল ভূমির উপর দিয়ে যাতায়াত করে। শিলিগুড়ি ষ্টেশনটি ছাড়বার ২।৩ মিনিট পরেই পূর্ব্বদিকে একটা বিস্তী

(১) (Panoroma)

মাঠ। ১৯০৪।৫ খৃষ্টাব্দে তিব্বত অভিযানের প্রধান আড্ডা (১) এখানেই স্থাপন করা হয়েছিল। এই মাঠের মাঝ দিয়ে কালিমপঙের রেল রাস্তাটী বেরিয়ে গিয়েছে। মোট মাইল খানেক যাবার পর মহানন্দার পুল। তারপর দুইপাশে ধান ও চায়ের সবুজ ক্ষেত। প্রাচীন কালে এই সকল অঞ্চলে ধীমল ও মেচ জাতি বাস করত। এদানীক উহাদের আর বড় এ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় না। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে আজও বহু মেচের বাস আছে। এই সব অঞ্চলের মেচ ও ধীমল জাতি গেল কোথায়! একথা নিয়ে বাঙ্গালী কখনো মাথা ঘামায় কি?

ওয়াডেল (Waddel) সাহেব এই দিককার হিমালয় সম্বন্ধে বহু তথ্য পূর্ণ একখানি সুন্দর পুস্তক লিখেছেন। উহাতে এই সব অঞ্চলের অধিবাসী সম্বন্ধে মোটামুটি বিবরণ আছে। তিনি এই সব অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটু মুরব্বীয়ানা চালে প্রশংসা গীতি লিপিবদ্ধ করেছেন। কারণ তিনি ইহাদের মধ্যে যাহাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তাহাদিগকে তিনি বুড়বকই দেখেছিলেন। আর এই অঞ্চলে বাঙালীদিগকে চলাফেরা করতে দেখে তিনি তাহাদের প্রতি তীব্র শ্লেষ বর্ষণ করেছেন। কারণ তখন থেকেই বাঙ্গালীর নানা বিষয়ে চোখ ফুটছিল। এই শ্রেণীর লেখকেরা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনের সম্বন্ধসূত্রকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলেন আর আমাদের

(১) (Military base)

স্থানীয় বিশিষ্টতা ও ব্যবধানগুলিকে অতিরিক্তরূপে তাঁহার ফুটিয়ে তুলেন। উহাতে ভারতবাসী অসংখ্য পৃথক পৃথ অচলায়তন কোটরে নিবদ্ধ জনসমষ্টি মাত্র, একটা জাতিগঠনে উপযুক্ত সমষ্টি নহে, এই ধারণা আমাদের ও জগতের লোকদে পেয়ে বসে। আমরাও অবোধ শিশু জাতির মত তাহাদে শেখান বুলি আওড়ে আওড়ে ঘরের লোক গুলিকে পর কে ফেলেছি। নেপাল, মিথিলা, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, আসা আজ বাঙ্গালা কৃষ্টি বা কাল্চার মণ্ডলের বাহিরে চলে গিয়েছে পদ্মসম্ভব, দীপঙ্কর প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিত ও আচার্য্যগ বাঙ্গালা সাহিত্যের গাথা, দোঁহা, পদাবলী এবং ধর্ম্ম, ভাস্ক প্রভৃতি কৃষ্টির বহু উপকরণ দিয়ে যে কৃষ্টি মণ্ডলের স্থ করেছিলেন তাহা আজ মাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার ব দাঁড়িয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে আমরা তা ভুলে গিয়েছি অনেক জাতি অনেক ভুল করে বটে, কিন্তু পদে পদে এম মারাত্মক ভুল করে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল আর বে মারে কিনা সন্দেহ।

যাক এখন আবার পথের কথা বলি। শিলিগুড়ির মাইল দূরে পঞ্চানই জংসন। এখান থেকে পশ্চিমে কিষেণগ লাইন বেরিয়ে গিয়েছে। এখান হতে ৬৬ মাইল দূরে কিষে গঞ্জ। এই লাইনের দুধারে চায়ের আবাদ। তার মাঝে মা সাঁওতাল, ওরাঁও প্রভৃতি ছোট-নাগপুরী কুলিদের ঘর বাড়ী তারা এখানকার চা কামানের মজুরের কাজ ও বিশেষ

ক্ষেতের চাষ আবাদের কাজগুলি অধিকার করে ফেলেছে। ওরা ছাড়া আর বড় কেহ একটা এখানকার আবহাওয়া ও জল সহ্য করতে পারে না। এসব স্থানের স্বাস্থ্য এতই খারাপ। ম্যালেরিয়ার এক রকম হাবোড় বলা যেতে পারে। ধান ও পাট এই অঞ্চলের প্রধান ফসল।

শিলিগুড়ি হতে সাত মাইল দূরে শুকনা ষ্টেশন (Sukna, ৫৩৩´ ফুট উচ্চতা)। এর পর থেকেই গাড়ী পাহাড়ের উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। প্রথমে দুধারে বড় বড় শাল গাছের বন। তাহাদের গায়ে জড়িয়ে কত তরুলতা ও পরগাছা। তার ভিতর দিয়ে ছোট ছোট গাড়ীগুলি ছুটে চলে যায়। আর মাঝে মাঝে বনের ভিতরকার গাছগুলির ফাঁক দিয়ে বহু দূরবর্ত্তী প্রাকৃতিক নক্সাও দেখা যায়। কখনো কখনো নিমেষ তরে তিস্তা নদীর দৃশ্য বড় চমৎকার রূপে পূর্ব্ব দিকে চকিতে দেখা যায়। আর দক্ষিণে কত উজ্জ্বল সবুজ রঙের মাঠ—কোথায়ও দূরে মাঠের চারিধারে গাঢ় নীল অরণ্য ও চা বাগান—এই রকমের আরো কত দৃশ্য একে একে রেল-যাত্রীর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠতে থাকে। আবার কখনো পর মুহূর্ত্তে গভীর অরণ্য মাঝারে গাড়ী অন্তর্হিত হয়; তখন সে সব অপরূপ দূরবর্ত্তী দৃশ্য সম্মুখ থেকে অপসারিত হয়। পরক্ষণেই হয়তো কোথায়ও বা পার্ব্বত্য ঝরণার উচ্ছল ধারা-গুলি বজ্র নির্ঘোষে বনস্থল কাঁপিয়ে গভীর উপত্যকার তলদেশে অদৃশ্য হচ্ছে। এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে গাড়ী একে একে

রঙটঙ (১৪০৪´ ফুট) ও চুণাভাটি (২২০৪´ ফুট) ছাড়িয়ে যায় রঙটঙের পরেই রেলপথের প্রথম প্যাঁচের (১) সাক্ষাৎ হয়।

চূণাভাটি হতে প্রাকৃতিক দৃশ্য একটু বদলিয়ে গিয়েছে এখান থেকে রেলপথ কোথায়ও পাহাড়ের মাথা, কোথায় বা বুক, এবং কখনো কাঁধের উপর দিয়ে গিয়েছে। চূণাভা শিলিগুড়ি থেকে (১৬॥) সাড়ে ষোল মাইল দূরে। সা সতেরো মাইলের কাছে গাড়ী "Z" আকারের ধাপ বে খানিকটা খাড়া উপরে উঠে।

২০ মাইল অতিক্রম করবার পর তিনধেরিয়া (২,৮২ ফুট)। একটী বড় ষ্টেশন। এখানকার সোরাবজীর দোকা চা খাওয়া যেতে পারে। এখানে গাড়ী শিলিগুড়ি থেকে প্রা দুই ঘণ্টায় আসে।

শুকনার পর এই পর্য্যন্ত রাস্তার দুইধারে বাহাদুরী বা শ কাঠের বন। তিনধেরিয়ার একটু আগে থেকেই ঐ বনে চেহারা ও উহার বাসিন্দা জানোয়ারাদির সবিশেষ পরিবর্ত্ত হয়েছে। এখান থেকে দেশলাই, পেন্সিল প্রভৃতির উপযোগ নরম কাঠের অরণ্য আরম্ভ। বর্ত্তমানে লাইনের নিকটবর্ত্তী সমুদয় পাহাড়গুলির দেহ ব্যাপি চায়ের আবাদ হয়েছে।

তিনধেরিয়াতে এই পার্ব্বত্য রেলপথের (D. H. Ry লোকো (২) কারখানা ও অফিস স্থাপিত। তদুপলক্ষে অনে

(১) (Loop বা Screw)

(২) (Loco)

বাঙ্গালী কেরাণী এখানে বাস করে। তজ্জন্য বাঙ্গালীর পাঠশালা, বালিকা বিদ্যালয়, থিয়েটার, ক্লাব, লাইব্রেরী প্রভৃতি কৃষ্টির অনুষ্ঠান এখানে বর্ত্তমান। পূজার সময় বারোয়ারি ভাবে দুর্গা পূজাও খুব ধুমধামের সহিত নির্ব্বাহিত হয়ে থাকে।

তিনধেবিয়ার হাজার ফুট উপরে গয়াবাড়ী (৩৫১৬´ ফুট) ষ্টেশন। শিলিগুড়ি হ'তে ২৪ মাইল পরে। এই ষ্টেশন ছাড়িয়ে এক মাইল এইরূপ যাবার পরই ভীমনাদী পাগ্‌লা ঝোরার সাক্ষাৎকার হয়। আগে ইহার কলেবর ভীষণ ছিল। বর্ত্তমানে ইহাকে ২।৩ দুই তিনটি ধারায় বিভক্ত করে নিস্তেজ করে ফেলা হয়েছে। নতুবা একটী মাত্র ধারা বহে বর্ষার জল নামবার সময় রেল লাইন বহু স্থানে ধ্বসে যেত। কিন্তু বর্ত্তমানেও যা আছে, তাও বর্ষায় একটা দেখবার মত জলপ্রপাত হয়। সহস্র ধারা ছেড়ে এসে মহানদী ষ্টেশন (৪১২০´ ফুট)।

কার্সিয়াঙ—মহানদীর পরে কার্সিয়াঙ ষ্টেশন (৪,৮৬৪´ ফুট)। শিলিগুড়ি থেকে ৩২ মাইল দূরে। গাড়ীতে আস্‌তে সাড়ে তিন ঘণ্টা আর মোটর গাড়ী বা বাসে দুই ঘণ্টা লাগে। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ওখান থেকে মেলে দুই টাকা এগার আনা; মোটর বাসে তিন, চার টাকা। কলিকাতা থেকে ভাড়া প্রায় আট টাকা। এ লাইনে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী নাই। ডাক গাড়ী গুলিও এখানে আধ ঘণ্টার কম থামে না। কাজেই জলটল খাবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। ষ্টেশনেই প্ল্যাট ফরমের

উপরে উঠলে চা, লুচি প্রভৃতি জল খাবার পাওয়া যা তা'ছাড়া সোরাবজীর বড় রকম খানা পিনার ঘর ত আছেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কার্সিয়াঙ সিকিমের অন্তঃপাতী এব ক্ষুদ্র বস্তী বা গ্রাম মাত্র ছিল। পরে নেপালীরা ইহা কে নেয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মোরুঙ ইজারা নেবার সময় ই ইংরাজের অধিকারে আসে। তদবধি ইহা দার্জ্জিলিঙ জেল সামিল। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে সিকিমের রাজা এখা অন্তরীন অবস্থায় থাকেন।

বর্ত্তমানে কার্সিয়াঙ একটী মহকুমা সহর। একজন বিলাত সিবিলিয়ান হাকিমও সাবডেপুটীর কোর্ট আছে। দার্জ্জিলিং অপেক্ষা শীত ও বাড়ীভাড়া উভয়ই কম বলে অনেকে এস্থান পছন্দ করেন। ইহার গড় পড়তা তাপ ৬০° ডিগ্রীর কিছু বেশী! রেলপথ হবার আগে শিলিগুড়ি থেকে পাঙ্খাবাড়ী দিয়ে পৃথক একটা টাট্টু পথ (১) তৈয়ারী হয়েছিল। উহা ২১ মাইল মাত্র লম্বা, কার্সিয়াঙ পর্য্যন্ত। বর্ত্তমানেও উহা এই মহকুমার একটী প্রধান রাস্তা।

শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত রেল বসবার পূর্ব্বে লোকে কলিকাতা হ'তে ই, আই রেল ধরে সাহেবগঞ্জ আসতো। তারপর কারগোলা ঘাটে গঙ্গা পার হ'তো। অবশেষে পূর্ণিয়া ও কিষেণগঞ্জের ভিতর দিয়ে তারা শিলিগুড়ি পৌঁছিত। মোটর ও সাইকেল ভ্রমণকারীর দল আজকালও ঐ রাস্তা ধরেই

(১) Pony road

দার্জ্জিলিঙ পৌঁছায়। বর্ত্তমানে কার্সিয়াঙে ইউরোপীয় বালক বালিকাগণের নিমিত্ত দুটি হাইস্কুল আছে। যথা ভিক্টোরিয়া ও ডাওহিল। দুইটীই সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত। তদ্ব্যতীত একটী ফরেষ্টারী বা বনবিদ্যার জন্য বিদ্যালয় আছে। বাঙ্গালী ও দেশীয়গণের জন্য হাইস্কুল, মাইনর স্কুল, বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি বর্ত্তমান। গুর্খা ও বাঙ্গালীদের জন্য পৃথক পৃথক লাইব্রেরী ও নিজস্ব হলঘর আছে। প্রতি বৎসর বাঙ্গালীরা দুর্গা পূজাদি খুব ধুমধামের সহিত এখানে বারোয়ারি ভাবে নির্ব্বাহিত করে থাকে।

এখানে দু'টী ধরমশালা, বর্দ্ধমানের রাজবাটী ও তৎসংলগ্ন একটী মন্দির আছে। সনাতনীদের মন্দির মোট ৪।৫টি। তা'ছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন, কপিলআশ্রম সম্প্রদায়ের আশ্রম, এবং গীধা'র পাহাড়ের নিকট একটী নির্জ্জন মন্দির ও উহাতে এক সন্ন্যাসীর বাস আছে। তা'ছাড়া মসজিদ, বৌদ্ধ মন্দির, সেণ্টহেলেন নামীয় খৃষ্টান সন্ন্যাসিনীদের মঠ, বালিকা বিদ্যালয়, ও কলেজ, সেণ্টমেরী নামীয় জেস্যুট রোমান ক্যাথলিক পাদরীদের কলেজ ও ইউরোপীয় অনাথ বালকবালিকাগণের গোথেল মেমোরিয়াল্ নামীয় স্কুল বিদ্যমান। রুটীতৈরি, ডায়েরী, তরকারির আবাদ প্রভৃতির শিক্ষার বন্দোবস্ত শেষোক্ত অনাথালয়ে আছে—যাতে এই বিদ্যালয়ের ছেলেরা বড় হলে এদেশে উপনিবেশ গড়তে পারে।

কার্সিয়াঙে এই পার্ব্বত্য রেললাইনের আফিস অবস্থিত।

তদুপলক্ষে বহু বাঙ্গালী কেরাণীর অন্ন সংস্থান হয়ে থা৻
মোট বাঙ্গালী বাসিন্দা ১০০০এক হাজার এইরূপ। কাসি৻
সহরের লোক সংখ্যা প্রায় ১৪,০০০ হাজার।

এই রেল লাইন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। ১৮
খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। ২৯" ইঞ্চি লাইন ধরে গেলে পরে
ইঞ্চি ঠিক খাড়া উপরে উঠা হয়। মাইল প্রতি ৫৩ হাজার টা
খরচ পড়েছিল। রেল পাতার পূর্ব্বে লর্ড নেপীয়ার ক৻
প্রথমে মিলিটারী রোড তারপর গোগাড়ীর রাস্তা সর্ব্ব প্রথ
এই পথে নির্ম্মিত হয়। সেই জন্য সর্ব্বশেষে উহাতে ে
পাততে এত কম খরচ পড়েছিল। মোট ৫২ মাইল রেলপ৻
জন্য সাড়ে সতেরো লাখ টাকা মূলধন ও ষোল লাখ টাক
ডিবেঞ্চার ঋণ খাটছে। এই লাইনের অনুরূপ হিল কার্টরে
তৈরি করতে মাইল প্রতি ১ লাখ টাকা খরচ যুদ্ধের পূ৻
পড়িত।

কাসিয়াঙ থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ চমৎকার। নীল
সবুজ রঙের গাছ পালা বিশেষতঃ চা গাছ দিয়ে মোড়া পাহা
চারিদিকে। দক্ষিণে ছবির মত বাঙ্গালার শ্যামল সমত
ভূমি। সমুদ্র বলে' ভ্রম হয়। আর উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা
তিনটী পর্ব্বত শিখর। তুষার ও বরফ দিয়ে ঢাকা। উহাদে
নাম পশ্চিম থেকে যথাক্রমে জহ্নু, কাব্রু ও কাঞ্চনজঙ্ঘা।

এখানকার ঈগল-ক্রেগ শিখর থেকে চারিদিককার দৃ
উপভোগ্য। উত্তরে সুকিয়া হতে সুবিস্তৃত নাগরীদাঁড়া

মহাল্‌দিরাম পাহাড়। ঐ দুটীর মাঝখান দিয়ে ৪০০০ চারি হাজার ফুট নীচে গভীর খাত মধ্যে বালাসন নদী। মহাল্‌দি-রামের গায়ে কার্শিয়াং সহর। আর দক্ষিণে ঈগল ক্রেগের পায়ের তল বেড়ে পাঙ্খাবাড়ী-শিলিগুড়ি সড়কটা কাসিয়াং শৈলছড়ার (Spur) গা বয়ে দক্ষিণে নেমে গিয়েছে। পাঙ্খা-বাড়ী এখান থেকে ৭ মাইল নীচে। ঐ পথে শিলিগুড়ি ২১ মাইল। উত্তরে কাসিয়াঙ সহরের মাথার উপরে ডাওহিল। সেখানকার ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রাঙ্গনস্থিত ক্রিপ্টোমেরিয়ার কুঞ্জ বেশ সুন্দর এখান থেকে দেখা যায়।

কাসিয়াঙ ছেড়ে গাড়ী দুপাশে এখানকার দোকান পাট ও বাজারের ভিতর দিয়ে যায়। টুঙ ষ্টেশনের আগে সিপাহীধুরার নীচে কাসিয়াঙের বিজলী উৎপাদনের নিমিত্ত জলের বাঁধ ও কল আছে। কাসিয়াঙের পরের ষ্টেশন টুঙ (৫,৬৫৬´ ফুট)। তারপর সোনাদা (৬,৫৫২´ ফুট)। শিলিগুড়ি থেকে ৪২ মাইল। এখানে একজন বাঙ্গালীর বড় রকমের মাখনের কারখানা আছে। সোনাদার দুই মাইল নীচে হোপ টাউন (Hope Town)। উহার ৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রামতাল নামে ক্ষুদ্র এক হ্রদ। ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে হোপটাউন স্থাপিত হয়। কিন্তু সাহেবদের প্রিয় হয় নাই ব'লে বর্ত্তমানে উহা পরিত্যক্ত। সোনাদা থেকেই লাইনের নীচে নীচে কপি ও মটরের আবাদ আরম্ভ। দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত উহা চলেছে। চৈত্র হতে পূজা পর্য্যন্ত কলিকাতার

বাজারে যে সব কপির আমদানী হয়, তা' এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। নেপালী ও ভুটিয়ারাই সাধারণতঃ ঐ স ক্ষেত্রের মালিক। বাঙ্গালীরও কিছু কিছু আবাদ আছে দু একজন সাহেব মালিকও আছে।

সোনাদার পর ঘুম ষ্টেশন (৭৪০৪´)। ইহাই এই লাইনে সর্ব্বোচ্চ রেল ষ্টেশন। এখানে বাজার ও সাহেবদের হোটেল প্রভৃতি বর্ত্তমান। তবে ভাড়াটে বাড়ী মেলা দুষ্কর। ইহ দার্জ্জিলিঙের উপকণ্ঠ সহর ও একই মিউনিসিপালিটি অধীন।

ঘুমের পর লাইন নাম্‌তে আরম্ভ করেছে। ঘুম পর্য্যন্ত আস্‌তে আস্‌তে মাঝে মাঝে বাঙ্গালার সমতল ভূমির নীলাম্বুবৎ দৃশ্যপট চোখের সামনে ভেসে উঠে। কিন্তু ঘুম ছেড়ে এসে গাড়ী পাহাড়ের দক্ষিণ গা ছেড়ে উত্তর গায়ে নেমে পড়ে আর পাহাড়ের আবডাল এসে বাঙ্গালার দৃশ্য একেবারে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিয়ে যায়। তখন চারিদিকে কেবল হিমালয়ের দৃশ্য। উপরে সেই চির নূতন চির পুরাতন অনন্ত আকাশ—তার তলে মেঘ ও কুয়াসার অবিরাম লুকোচুরি খেলা। তার মধ্যে মধ্যে নীল ও সবুজ পাহাড়গুলি ঢেউয়ের মত থেকে থেকে ভেসে উঠছে। আর মেঘ ও কুয়াসার দৌরাত্ম্য একটু কম থাকলে হিমালয়ের সেই বিশ্ব বিশ্রুত তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতরাজির সুবিস্তৃত দৃশ্য, যার তুলনা জগতে আর কোথায়ও নাই। মেরু-প্রদেশ, সুইজর্লণ্ড ও কাশ্মীর থেকে

দেখা বরফ পাহাড়ের দৃশ্য প্রসিদ্ধ বটে ; কিন্তু দার্জ্জিলিং ও সিকিম ছাড়া আর কোন স্থান থেকে এমন শত শত মাইল দূরবর্ত্তী অনেকগুলি বরফ পাহাড় পর পর এক সাথে দেখা যায় না।

কার্সিয়াঙ থেকে রেলে ২॥ ঘণ্টা ও শিলিগুড়ি হতে ৬ ছয় ঘণ্টায় ৫২ মাইল পথ আসবার পর খাস দার্জ্জিলিঙ সহর (৬৮১২´ ফুট)। মোটর গাড়ী ও বাসে কার্সিয়াঙ থেকে দেড় ঘণ্টা এবং শিলিগুড়ি থেকে ৩॥ সাড়ে তিন ঘণ্টায় এখানে পৌঁছান যায়। শিলিগুড়ি থেকে তৃতীয় শ্রেণীব ভাড়া মেলে ৪ টাকা ও কলিকাতা হতে নয় টাকার কিঞ্চিৎ বেশী। শিলিগুড়ি বা কার্সিয়াঙ থেকে মোটর বাসের ভাড়া প্রায় রেলের তৃতীয় শ্রেণীর সমান।

ষ্টেশনের নিকটেই হিন্দুর ধরমশালা, বাজারের মসজিদস্থিত মোসাফির খানা, এবং স্নোভিউ, সেনিটেরিয়াম, মিত্র, হিন্দু প্রভৃতি ভারতীয়দের বোর্ডিং। বোর্ডিংগুলির দালাল ও উর্দ্দিপরা দারোয়ান সকল মোসাফিরগণকে নিজ নিজ বোর্ডিংয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ীর সময় ষ্টেশনে হাজির থাকে।

এখানকার ও কার্সিয়াঙের ধরমশালায় পরিবার সহও ৭ দিন বিনা ভাড়ায় থাকা যায়। খুব পরিষ্কার কল, পায়খানা ও বিজলী বাতি। তবে ইহার ত্রিসীমানার ভিতর কোনরূপ আমিষ রান্না ও খাবার ব্যবস্থা হ'তে পারবে না। কিন্তু অতি

নিকটেই আমিষ আহার বিহার ও অন্নাহারের জন্য রেষ্টুরে ও বোর্ডিং প্রভৃতি বর্ত্তমান। দার্জ্জিলিঙে একসঙ্গে ৩ মাসে জন্য (seasonএর) তিন চারিশত টাকায় বাড়ী ভাড়া পাওয় যায়। এর চেয়ে অল্প দিনের জন্য নিতে হ'লে sub-let ব কোন বড় ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে খানিকটা অংশ ভাড়া কর্‌তে হয়। মোসাফির লোকের ভিড় হ'লে এক মাসের জন্য বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না। এখানকার বাজারে মাছ, ডাল, তরিতরকারি প্রভৃতি বাঙ্গালীর প্রিয় আহার্য্যের পর্য্যাপ্ত আমদানি হয়। সকাল বিকালে মেলামেশা কর্‌বার মত চৌরাস্তায়, হিন্দু পাব্‌লিক হলে ও ষ্টেশনে বিস্তর বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিং সহর

দ্রষ্টব্য স্থান—

মহাকাল (১)—ইহা সিকিম ভুটিয়াদের দ্বারা দর্জ্জি-লিং নামে কথিত। দর্জ্জি = ইন্দ্রের বজ্র + লিঙ = স্থান। এই থেকে দার্জ্জিলিং নামের উৎপত্তি। বর্ত্তমানে বৌদ্ধ ও হিন্দুর তীর্থ-স্থান। চারিদিককার হিমালয়ের শিখরাদি চিনিয়ে দেবার জন্য এখানে নক্সা ও ফটো এবং উহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন চৌকিদার বর্ত্তমান। ইহার অবস্থিতি চৌরাস্তার একটু উপরে উত্তর দিকে।

জলাপাহাড় (৭৫২০´)—এখানে কেল্লায় কয়েক শত গোরা পদাতিকের ব্যারাক আছে। তাদের জন্য ভাল হাসপাতালও এই সঙ্গে আছে। জলাপাহাড় রোডের উপরে স্থাপিত।

কাটাপাহাড় (৭৮৮৫´)—গোলন্দাজ পল্টনের আড্ডা। এখান থেকে এভারেষ্ট শৃঙ্গ দেখা যায়। আর সময়-নির্দ্দেশক তোপও দাগা হয়। জলাপাহাড় কেল্লার একটু উপরে অবস্থান।

সেণ্টপল স্কুল—কুলীন ইংরাজ-বালকদের নিমিত্ত উচ্চ বিদ্যালয়। জলাপাহাড় রোডে অবস্থিত।

---

(১) অবজারভেটরি হিল্ (Observatory Hill)।

চৌরাস্তা (৭০০২´ ফুট)—হাওয়া খাওয়া ও আড্ড দেবার প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে ৫০ হতে ১০০ মাই দূরবর্ত্তী সারি সারি বরফ-পাহাড় দেখা যায়। ঐসব বরফ পাহাড়গুলি ৪।৫ শত মাইলব্যাপী দীর্ঘ হিমানীক্ষেত্রে অবস্থিত। বরফ-পাহাড়গুলির নীচে অসংখ্য নীল পাহাড়—ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত চারিদিকে ছড়িয়ে। দার্জ্জিলি অঞ্চলটী হিমালয়ের প্রথম অদ্রিশ্রেণীর উত্তর গাত্রে স্থাপিত এই অদ্রিশ্রেণীর যে কোন উঁচু শিখা থেকে ঐ একই রকমে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়।

মিউজিয়াম—হিমালয় প্রদেশস্থ মৃত জীবজন্তুর যাদুঘর এভারেষ্ট (১) অভিযানের নক্সা এক মৃৎফলকে খোদাই আছে ওয়েষ্টমল রোডের উপরে স্থিত। ছেলেদের পার্ক (Child-ren's park) বা সেণ্ট এণ্ড্রুজ গার্জ্জার নীচে অবস্থিত।

বার্চহিল্ পার্ক (৬৮৭৪´)—এখানকার প্রধান পার্ক সাহেবদের চড়ুইভাতি করবার জায়গা। দার্জ্জিলিঙ সহ পত্তন হবার পূর্ব্বে দার্জ্জিলিঙ-জলাপাহাড়ময় সমস্ত পাহাড়টা গায়ে সেওলা ঢাকা বড় বড় গাছ ছিল। তার নমুনাস্বরূপ অনেক সেইরূপ গাছ এখানে বর্ত্তমানে সযত্নে রক্ষিত। ওয়েষ্টম বা ইষ্টমল রোড ঐ পার্ক পর্য্যন্ত গিয়েছে।

বাজার—ষ্টেশন হ'তে লেবঙগামী কার্ট রোডের উপর

(১) তিব্বতী নাম Chomokankar। বাঙ্গালায় যম-কিঙ্কর ব যেতে পারে কি ?

উদ্ভিদ সংগ্রহালয়।—বাজারের নীচে উত্তর দিকে। ইহার পুরা নাম লয়েড'স বোটানিক্যাল গার্ডেন।

সেণ্ট জোসেফ কলেজ—গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত জমিতে অপরূপ প্রাসাদ-শোভিত জেসুইট কলেজ। আমেরিকার টাকায় প্রতিষ্ঠিত। লেবঙগামী কার্ট রোডের উপর।

ভুটিয়াবস্তীর গোম্পা—মন্দির ও মঠ। চৌরাস্তা থেকে রঙ্গীত রোড ধরে নেমে যেতে হয়।

রামকৃষ্ণ বেদান্তাশ্রম—এখানে মন্দির, আশ্রম, প্রাথমিক ও এম, ই, এবং হাই স্কুলের কয়েকটি ক্লাশ এবং হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয় ইত্যাদি বর্ত্তমান। ষ্টেশনের দক্ষিণ দিক থেকে নেমে যেতে হয়।

বিজলী কারখানা—বর্দ্ধমান রাজবাটীর নীচে দিয়ে ভিক্টো-রিয়া রোড। প্রাসাদের নীচ দিয়ে এই রাস্তা ধরে বড় পুলটী পার হবার আগেই একটি ঘোড়ার রাস্তা নেমে গিয়েচে তাই ধরে' যেতে হয়। ৪।৫ মাইল নীচে।

ঘুম গোম্পা—এই অঞ্চলের প্রধান বৌদ্ধ মঠ। অতীশ বা দীপঙ্কর এবং লামা পদ্মসম্ভবের মূর্ত্তি এখানে পূজিত হয়। ঘুমপাহাড় রোড পথে ঘুম ষ্টেশন হতে আধ মাইল দূরে।

ঘুম পাষাণ—বিরাট পাষাণ খণ্ড। সুকিয়াগামী মোটর রাস্তায় ৪ মাইল খুঁটির নিকট অবস্থিত। চড়ুইভাতি করবার উপযুক্ত স্থান।

টাইগার হিল্—(৮৫১৪´ ফুট) সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখার

জন্য প্রসিদ্ধ। সেই সময় রঙের যে ছটা খোলে তাহা দেখবা জন্য নানাদেশের পর্য্যটকগণ এখানে ছুটে আসে। এভারে বা যম-কিঙ্কর শৃঙ্গ দেখা যায়। ঘুমজীন থেকে সড়ক আরম্ভ ঘুম ষ্টেশন থেকে আড়াই (২॥) মাইল দূরে।

সিঞ্চল শিখর—(৮১৬৩´ ফুট)। ডাকবাঙলো, পোলে খেলবার মাঠ, ও প্রাচীন সেনানিবাসের ধ্বংশাবশেষের কতকগুলি স্তম্ভ বর্ত্তমান। দৃশ্যাদি টাইগার হিলের অনুরূপ। টাইগার হিল্ পথে।

কেভেণ্টারের গোশালা—ইহাও টাইগার হিল পথে অষ্ট্রেলীয় ও বিলাতি এবং দেশীয় গরু পালা হয়। সহরের অনেক দুধ, মাখন প্রভৃতি এখান থেকে সরবরাহ হয়। বিরাট কারবার,—স্বতন্ত্র চারণভূমি ইহারা গবর্ণমেণ্টের কাছে পেয়েছে।

সিঞ্চল তাল—সহরের পানীয় জল সরবরাহ নিমিত্ত কৃত্রিম জলাধার বা হ্রদ। সিঞ্চল শিখরের দক্ষিণ সানুদেশে ঘুম ষ্টেশন হতে আড়াই মাইল দূরে। ঘুমজীন থেকে রেল পথ বেয়ে আধমাইল নামবার পর উপরের দিকে ইহার সড়ক বেরিয়ে গিয়েছে। উহা টাইগার হিল্ সড়ক ও রেলপথের মাঝ দিয়ে উপরে উঠেছে।

লেবঙ (৫৯৭০´)—এখানে এক ব্যাটালিয়ান বা হাজারখানেক পদাতিক গোরা পল্টনের ব্যারাক ও ঘোড়-

দৌড়ের মাঠ আছে। চৌরাস্তা হতে প্রথমটা রঙ্গীত রোড বেয়ে যেতে হয়। চৌরাস্তা থেকে দুই মাইল নীচে।

দার্জ্জিলিং সহরের টপোগ্রাফী (১)।

পূর্ব্বেই বিবৃত হয়েছে যে দার্জ্জিলিঙ-জলাপাহাড় শিঙলীলার একটি প্রশাখাস্বরূপ। ঘুমজীন থেকে উত্তর দিকে বেরিয়ে গিয়েছে। এই পাহাড়টীর উত্তর প্রান্ত Y আকারের। জলা-পাহাড় জলা বা সেঁতসেঁতে পাহাড়। উচ্চারণ-দোষে জলাস্থানে আজকাল জালা হয়ে পড়েছে। এই পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে খাস দার্জ্জিলিং সহর। থাকে থাকে পাহাড়ের দেহখানি জুড়ে সহরের বাড়ীগুলি তৈরী। উহাদের লাল ছাদগুলি নানাজাতীয় ঝাউগাছগুলির ছায়ায় চমৎকার শোভা পায়। রাত্রিবেলায় রাস্তা ও বাড়ীর বিজলী বাতিগুলি জোনাকি বা উজ্জ্বল দোপটী ফুলের মত ফুট্‌ফুট্‌ করতে থাকে। যেন কোন যক্ষদেশে যক্ষপুরী।

দার্জ্জিলিঙ-জলা-পাহাড়ের চারিদিকে সুগভীর খাত। তাদের তলদেশ সহর থেকে প্রায় ৬ ছয় হাজার ফুট নীচে। ঐ সকল খাতের ভিতর দিয়ে রঙ্গীত, ছোট রঙ্গীত ও উহার উপনদীগুলি বহে যায়। দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ের প্রস্থ খুব কম, সুতরাং উহার গা সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ পূর্ব্বে খুব খাড়াই। এই যুক্ত পাহাড়ের শীর্ষরেখা ঘুম হ'তে উত্তর দিকে বিস্তৃত। তথায় যথাক্রমে

(১) Topography স্থানীয় ভূপৃষ্ঠের উচ্চনিম্ন বৈশিষ্ট্য।

দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে জলাপাহাড় কেল্লা, সেণ্টপল স্কুল চৌরাস্তা, মহাকাল, লাটভবন, ও বার্চহিল উদ্যান অবস্থিত।

সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা।

সহরের বড় বড় সড়কগুলি মোটামুটি একটা প্ল্যান অনুসারে পাতা হয়েছে। সকলের উপরে ঐ পাহাড় দুটীর শীর্ষরেখা বয়ে একটী সড়ক আছে। তার নীচ দিয়ে দুই তিন থাকে সমান্তরালভাবে আরও কয়েকটী বড় বড় সড়ক পাহাড়টীকে সম্পূর্ণরূপে বেড় দিয়েছে। এক থাক থেকে আর এক থাকে যাবার জন্য আবার ছোট বড় অনেক পথ রয়েছে। ঘুম থেকেই প্রধান প্রধান সড়কগুলির আরম্ভ।

ঘুমজীনের উপর জোড়বাঙলো—পাশাপাশি থানা ও ধরমশালা। সেখান থেকে দুটো সড়ক বেরিয়েছে। দুটোই কাটাপাহাড় চুড়ার একটু নীচে নীচে চলেছে। একটা পূর্ব্ব আর একটা পশ্চিম গা ঘেরে গিয়ে পুনরায় জলাপাহাড় ক্যান্টনমেণ্টের কাছে উভয়ে মিলিত হয়েছে। প্রথমটীর নাম জলাপাহাড় কার্টরোড, আর শেষেরটীর নাম ক্যালকাটা রোড। মিলিত হবার পর দুটী মিলে একটী হয়েছে; নাম জলাপাহাড় রোড। তারপর উহা দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ের প্রায় শীর্ষরেখা বহে চৌরাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেখান থেকে পুনরায় দু'ভাগ হয়ে মহাকাল (১) চূড়াটীকে বেড়ে লাট ভবনের কাছে পুনর্মিলিত

(১) (অবসারভেটরি হিল)

হয়েছে। চৌরাস্তা ছেড়ে মহাকাল চূড়ার পশ্চিম তলদেশ বেয়ে যেটা গিয়েছে তার নাম ওয়েষ্টমল রোড; পূর্ব্ব গাত্র বহে যেটা বিস্তৃত তার নাম ইষ্টমল রোড। লাটভবনের দ্বারদেশ থেকে এই সড়কটী ঠিক শীর্ষরেখা ধরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কারণ তাহ'লে লাটসাহেবের বাড়ীর বুকের উপর দিয়ে যেতে হয়। তার বদলে শীর্ষরেখার ঈষৎ নীচ দিয়ে পশ্চিম গা বেয়ে ওয়েষ্ট বার্চহিল রোড নামে বার্চহিল পার্কে উপস্থিত হয়েছে। এই গেল সর্ব্বোচ্চ থাকে যে সড়কটীকে পাতা হয়েছে তার বিভিন্ন নামের পরিচয়।

দ্বিতীয় স্তরে ওল্ড্ ক্যালকাটা রোড়, অক্ল্যাণ্ড রোড, ইষ্ট বার্চহিল রোড এই তিনটী দার্জ্জিলিঙ-জলাপাহাড়ের কটিদেশ বহে দুধারে বিস্তৃত। ঘুমজীন থেকে প্রথম আধমাইল খানেক ক্যালকাটা রোড পূর্ব্ব দিককার ঢালু গা বহে গিয়েছে, তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। তারপর ক্যালকাটা রোড থেকে জলাপাহাড় ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে উপরে উঠে গিয়েছে। কিন্তু ক্যালকাটা রোড সেখান থেকে ওল্ড্ ক্যালকাটা রোড নামে বরাবর দার্জ্জিলিঙ সহরের পূর্ব্ব গা বেয়ে প্রসারিত। এই সড়কটীর দুধারে পাহাড়ের গা বড় খাড়াই ও একটু নির্জ্জন। বাড়ীঘর একটু কম। শেষ পর্য্যস্ত সড়কটী পুনরায় জলাপাহাড় রোডের সহিত মিলিত হয়ে একটু পরেই চৌরাস্তা অবধি বিস্তৃত রয়েছে।

চৌরাস্তা থেকে রঙ্গীত রোড নেমে গিয়েছে। চৌরাস্তা

ছাড়বার একটু পরেই রঙ্গীত রোড থেকে ইষ্ট বার্চাহিল রো
বেরিয়ে বার্চহিল উদ্যান পর্য্যন্ত দেড়মাইল বিস্তৃত। পথিমে
ঐরাস্তা ছেড়ে হার্মিটেজ রোড বেয়ে উপরে উঠ্‌লে প্রথম স্তরে
সড়কটীতে পৌছান যায়। তার দুই পা দূরে ঠিক লাটভবনে
দ্বারদেশে ইষ্ট এবং ওয়েষ্টমল রোডের মোড়ে উপস্থি
হওয়া যায়।

দার্জ্জিলিঙ-পাহাড়ের পূর্ব্ব গা বহে যেমন ক্যালকাটা রো
তেমনি উহার পশ্চিম গা বহে একই সমান্তরাল থাকে বা স্তা
অকল্যাণ্ড রোড। ঘুম ষ্টেশনের একটু উত্তরে রেলরাস্তা থে
বেরিয়েছে। দার্জ্জিলিঙ আসবার সময় গাড়ী থেকেই দে
যায়,—ডান হাতের দিকে রেলপথের একটু উপরের থাক বে
ঐ রাস্তাটী যাচ্ছে। প্রায় ৪ চার মাইল এক নাম ধরে যাবা
পর বড় পোষ্টাপিসের একটু উপরে উহা কমার্শিয়াল রো নাম
সড়কে পড়েছে। তারপর উহা একত্রে চৌরাস্তায় গি
মিশেছে।

দার্জ্জিলিঙ—জলাপাহাড়ের পশ্চিম গায়ে তৃতীয় স্তরে রে
রাস্তা ও উহার সাথী কার্টরোড (১)। ঘুম থেকে খাস দার্জ্জিলি
ষ্টেশন পর্য্যন্ত ৪ মাইল লম্বা। ষ্টেশন থেকে বাজার পর্য্য
উভয়ে এক সাথে সাথী। বাজারের পরে আর রেল যায় নাই
বাজার থেকে কার্টরোড ৫ মাইল দূরে লেবঙ পর্য্যন্ত এক
বিস্তৃত। লেবঙ যাবার পথে উহা বার্চহিল্ পার্ক বা উদ্যানটী

(১) গোযানের উপযুক্ত সড়ক।

বেড়ে ঘুরে গিয়েছে। লেবঙের পাহাড়ী নাম আলিবুঙ অর্থাৎ পাহাড়ের জিহ্বা।

দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ের চতুর্থ স্তরে ভিক্টোরিয়া রোড। দার্জ্জিলিঙ ষ্টেশনের আধ মাইল আগে বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি কার্টরোড থেকে উহা নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। নামবার একটু পরেই ভিক্টোরিয়া প্রপাতের নীচেকার পুল। তারপর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নীচে দিয়ে ক্রমে হ্যাপিভ্যালি চা-কামানের মাঝ দিয়ে গিয়েছে। শেষে ইহার নাম হয়েছে কারমাইকেল রোড। শিঙমারির নীচে রাজা সন্তোষের বাড়ীর পাশ দিয়ে সেণ্ট জোসেফ কলেজের নিকট লেবঙগামী কার্টরোডে মিলিত হয়েছে।

মেকেঞ্জী রোড—

দার্জ্জিলিঙ ষ্টেশন থেকে উত্তর দিকে মিনিটখানেক কার্টরোড ধরে যাবার পর একটি বড় গোছের রাস্তা ডান হাতের দিকে উপরে উঠেছে। উহা মেকেঞ্জী রোড। উহা তের্ছাভাবে কার্টরোড থেকে উপরে উঠেছে। তারপর ২।৩ থাকের উপরকার বড় বড় সড়কগুলি অতিক্রম করে চৌরাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অকল্যাণ্ড রোড ছাড়িয়ে ইহার নাম হয়েছে কমার্শিয়্যাল রো; তারপর উহা চৌরাস্তায় পড়েছে।

সড়কগুলির দুই ধারের বিশেষত্ব।

মেকেঞ্জী রোড—

দার্জ্জিলিঙ সহরের প্রধান অংশের ভিতর দিয়ে মেকেঞ্জী

রোড গিয়েছে। উহার দুই ধারে ভারতীয়দের উপযোগ
বোর্ডিং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস, ইম্পিরিয়াল ব্যাং
সিনেমা বর্ত্তমান। তারপর কমার্শিয়্যাল রো আরম্ভ। উহা
ধারে ধারে কেভেণ্টারের ডায়েরীজাত দ্রব্যাদির দোকা
বার্লিংটন ষ্টুডিও (১), ষ্টীফেন অট্টালিকা, দার্জ্জিলিঙ ক্লাব (২
প্রভৃতি।

কার্ট ও রেল রোড--

ঘুমের পর বাতাসিয়া ঘুমতী (৩)। তার দুই পাশে থাকে থা
কপি ও মটর সুটির আবাদ, বর্দ্ধমানের রাজপ্রাসাদ, স্নোভি
নামক ভারতীয় বোর্ডিং, ষ্টেশন, লুইস সেনিটেরিয়া
(৪), মাড়োয়াড়ী ধরমশালা, রোপওয়ে ষ্টেশন ও সর্ব্বশে
বাজার। এখানেই রেল লাইন শেষ হয়েছে, তারপ
কেবল লেবঙগামী কার্টরোড। উহার দুই ধা
নিকটে ও দূরে হিন্দু টাউনহল, গোপালমন্দির, রাধাকৃষ্ণে
মন্দির, মসজিদ, মকতব ও সুন্দর মোসাফির খানা (৫)
বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবার রাস্তা, লরেটো কনভেণ্ট নামী
উচ্চ বালিকাবিদ্যালয়, কাচারী, সাহেবী গোরস্থান, ডাইওসিশ্যা

(১) ফোটোগ্রাফার

(২) চা-কর সাহেবদের

(৩) প্যাচ Loop

(৪) ভারতীয় বোর্ডিং ও রুগ্ন নিবাস

(৫ মুসলমানদের

নামীয় অপর একটী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, এবং ইউরোপীয় ছাত্রগণের নিমিত্ত সেণ্ট জোসেফ কলেজ। তারপর সর্ব্বশেষে লেবঙের কেল্লা ও ঘোড় দৌড়ের মাঠ। সেণ্ট জোসেফ কলেজের পাশ দিয়ে একটী টাট্টু পথ নীচে সিঙলা বাজার নেমে গিয়েছে। উহা ধরে চাকুঙ হয়ে সিকিমের অন্তঃপাতী পেমিয়ঞ্চি প্রভৃতি স্থানে যেতে হয়।

অক্‌ল্যাণ্ড রোড—

ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াবার উপযোগী। ঘুম ষ্টেশন থেকে মিনিট পাঁচ সাত আস্‌বার পর পাইন হোটেল। সাহেবী কায়দায় পরিচালিত। ইহার চারিদিকে ক্রিপ্টোমেরিয়া জাতীয় ঝাউগাছের কুঞ্জ। স্থানটী বেশ নির্জ্জন। এই রাস্তা ধরে দার্জ্জিলিঙে আসতে গেলে অনেকগুলি নির্ঝরের উপর দিয়ে আসতে হয়। তাদের উপর সুন্দর সেতু। সেতুগুলি পার হবার সময় পার্ব্বত্য নির্ঝরগুলির অবিরাম গতিভঙ্গ খানিক খানিক দাঁড়িয়ে না দেখে যাওয়া যায় না। এই সব নির্ঝর গুলির মধ্যে কত স্রোতধারা চারিদিক ঝঙ্কৃত করে

"শিলা হ'তে শিলান্তরে
লুটিয়ে লুটিয়ে"—

বিরাট বিরাট উপলখণ্ডগুলির তলদেশে উপত্যকা-গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কোতয়ালী ঝোরা, মেরীভিলা, কাগঝোরা, ভিক্টোরিয়া ঝোরা ইত্যাদি তাদের নাম। চারিদিক মৃদু ও শান্ত-

ভাবে আপ্লুত। আর দূরে নেপাল ও সিকিমের নীল পাহাড় গুলির তরঙ্গ, – তাদেরও পরপারে নানা বরফ-পাহাড়।

দার্জ্জিলিঙ সহরে ঢুকবার মুখে অকল্যাণ্ড রোডের উপর বা এল্‌গিন হোটেল, আর ডান দিকে সব চেয়ে সেরা সাহে হোটেল মাউণ্ট এভারেষ্ট (১)। তারপর ভূতপূর্ব্ব প্লান্টার্স দে ক্লাব—বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিঙ ক্লাব নামে রূপান্তরিত। টাউন হলের নিকট অকল্যাণ্ড রোড নিজ নাম হারিয়ে কমার্শিয়া রো নাম নিয়ে চৌরাস্তা অবধি গিয়েছে। এই রাস্তায় মাউ এভারেষ্ট হোটেল পর্য্যন্ত মোটরগাড়ী চলে। দার্জ্জিলিঙে শাসন ব্যবস্থায় দার্জ্জিলিঙ ক্লাব ও জিমখানা ক্লাবের প্রভা অসামান্য।

জালাপাহাড় কার্ট রোড—

সৈন্যদের রসদ ও কামানবন্দুক ইত্যাদি বয়েল-গাড়ী কা বয়ে জলাপাহাড় ও কাটাপাহাড়ে নেবার উপযোগী কা রোড।

ক্যাল্‌কাটা এবং ওল্‌ড্ ক্যালকাটা রোড—

এই রাস্তা দুটী ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার উপযোগী দার্জ্জিলিঙ-জলাপাহাড়ের পূর্ব্ব পার্শ্ব বয়ে গিয়েছে। চা মাইল লম্বা। চারিদিকে বসতি খুব বিরল। পাহাড়ের খাড়াই। অনেক স্থলে বর্ষায় ধ্বসে যায়—তার চিহ্ন সুস্পষ্টরূ বর্ত্তমান। ঘুমজোন থেকে ইহা চৌরাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখ

(১) (Mount Everest Hotel)

থেকে উত্তর ও পূর্ব্বের দূর পাহাড়গুলির দৃশ্য বেশ মনোরম। পূর্ব্বে বড় রঙ্গীতের উপত্যকা, তার পশ্চিম পাড়ে অসংখ্য চা গাছ। দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ের নীচে নিয়ে একটা গভীর খাত। খাতের পর পাড়ে শ্যামল অরণ্যানীতে ঢাকা লোপচু পাহাড়, তার দক্ষিণে টাইগার হিল্ ও সিঞ্চল শিখর। উহার কটিদেশ বেয়ে তিস্তাগামী রাস্তাটী চলে গিয়েছে, স্পষ্ট দেখা যায়।

চৌরাস্তা হতে দেড় মাইল দূরে নেপালী বৌদ্ধদের খারগাতি নামীয় সমাধিস্থান। তার মধ্যে অনেক মণি। মণিগুলি পাকা কয়েক তালা বেদীবিশিষ্ট স্তম্ভবিশেষ। মৃতদেহ দাহ করে তার ভস্মাবশেষের উপর ঐগুলি নির্ম্মিত হয়েছে। তার পর আলুবাড়ী বস্তী। আর একটু পরেই জালাপাহাড় রোড নেমে এসে এর সাথে মিশেছে। তার পর ক্যালকাটা রোড নাম ধরে ঘুমজীন অবধি বিস্তৃত।

জালাপাহাড় রোড—

চৌরাস্তা হতে আরম্ভ। দেড়শো গজ এইরূপ দক্ষিণে যাবার পর তিনটী রাস্তার একটী মোড় দেখা যায়। সকলের ডাহিনের রাস্তাটী জালাপাহাড় রোড। মাঝেরটী ওল্ড ক্যালকাটা রোড। জালাপাহাড় রোডের দুই ধারে গিরিবিলাস (১), সেণ্টপল স্কুল, কুচ্ কাওয়াজের স্থান (২), প্যারেড ও ফুটবল খেলবার মাঠ, গোরা পল্টনের হাসপাতাল,

(১) (দিঘাপতিয়ার রাজ বাটী)
(২) (মেসিন গান ছুঁড়বার)

ব্যারাক, ডিপো প্রভৃতি অবস্থিত। পল্টনদের ফুটবল মাঠ থেকে কাটাপাহাড় শিখর বেড়ে দুধারে দুটী গিয়েছে। উভয় পথেই ঘুমে পৌঁছান যায়। আর শীর্ষরেখা ধরে কাটাপাহাড় হয়ে ঘুম অবধি গিয়েছে।

ওয়েষ্টমল রোড—চৌরাস্তা থেকে বের হয়েছে। দুই পাশে বাঙ্গালা সরকারের দপ্তরখানা, সেণ্ট এণ্ড্রুজ গী নন্দনকানন পার্ক (৩), জিমখানা ক্লাব, যাদুঘর ও সর্ব্বো লাটভবন।

ইষ্টমল রোড—দুই পাশে বাড়ীঘর বেশী নাই। সহ বুকের উপর হলেও রাস্তাটী বেশ নির্জ্জন। দুধারে রডোডেং জুনিপার প্রভৃতি রোপিত বৃক্ষ। উপরে মহাকাল বা অব ভেট্রি হিল্। পথিমধ্যে ওক গাছের ছায়ায় ছাদ-দে একটী হাওয়া ঘর আছে; উহাই পূর্ব্বতন বৌদ্ধ গোম্ নিশানা। এই রাস্তাটী মহাকাল শিখরের পূর্ব্বগাত্র লাটভবন থেকে চৌরাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ওয়েষ্ট ও ইষ্ট বার্চ হিল্ রোড—

লাটভবনের দ্বারদেশ থেকে আরম্ভ হয়ে দার্জ্জি পাহাড়ের পশ্চিম গা বেয়ে বার্চ হিল্ পর্য্যন্ত ওয়েষ্ট বার্চ রোড বিস্তৃত। উহার দুই ধারে হুকার রোডের মোড়, ডাইও সান বালিকাদিগের হাইস্কুল, ইউরোপীয় গোরস্থান, স্নো-ভি রোডের মোড় ইত্যাদি অবস্থিত। তারপর উহা পার্কটি

(৩) Children's Park

দক্ষিণ করেছে। পার্কের পূর্ব্বগাত্রে এসে রাস্তাটি ইষ্টবার্চ হিল রোড নাম ধরেছে। তারপর প্রায় দুই মাইল দার্জ্জিলিঙ পাহাড় বেয়ে দক্ষিণে এসে রঙ্গীত রোডে মিলিত হয়েছে। এই মোড়ের একটু পরেই বিখ্যাত ষ্টেপাসাইড ভবন। এই বাড়ীতে দেশবন্ধু অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেন, এবং এখান থেকেই ভাওয়ালের মেজ কুমার রহস্যময় শ্মশান যাত্রা করেন। রঙ্গীত রোড সেখান থেকে একটু উপরে উঠেই চৌরাস্তায় পড়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দার্জ্জিলিং পরিভ্রমণ।

একদিনের পরিক্রমা :—

দার্জ্জিলিঙ দেখতে একদিন সময় পেলে নিম্নলিখিতভাবে মোটামুটি দেখে শেষ করা যায়। ষ্টেশন থেকে উত্তর দিকে কার্টরোড, মেকেঞ্জীরোড, কমার্শিয়াল রো হয়ে চৌরাস্তা পৌঁছিতে হয়। চৌরাস্তা থেকে চারিদিককার দৃশ্য খানিকক্ষণ দেখা উচিত। তারপর একটু ডানদিকে গিয়ে মহাকাল চূড়ায় উঠতে হয়। পথে ভিন্দামেয়ার হোটেল এই পথে পড়ে। মহাকাল শিখর থেকে যে দৃশ্য দেখা যায়, তাহা বোধ হয় জগতে সতাই অতুলনীয়। উত্তর দিকে দেখা যায়—পূর্ব্ব পশ্চিমে দেড়শো দুশো মাইল লম্বা সারি সারি বরফ-ঢাকা পাহাড়। বরফ-পাহাড়ের এত বড় বিরাট দৃশ্য জগতের আর কুত্রাপি দেখতে

জঙ্ঘার পূর্ব্ব থেকে আরম্ভ করে ঈষৎ পূর্ব্ব দক্ষিণে দিক্‌চক্র রেখায় বিস্তৃত। যথা পন্দিম (১) (২২,১১৭´ ফুট), জুবান্নু, স্বয়ম্ভু (২২৩০০´ ফুট), সিনিয়লচুম ($D_2$২২৩৪৫´ ফুট), চোমিয়োমো (২) (২৩,৩০০ ফুট), কাঞ্চনঝাও (৩) (২২,৫০৯´ ফুট), ডঙ্খিয়া-রি (৪) (২৩,১৩৫´ ফুট)। ডঙ্খিয়া হ'তে পূর্ব্ব-দক্ষিণে বিস্তৃত চোলা অদ্রিমালা তিব্বতের চুম্বি উপত্যকাটীকে সিকিম রাজ্য থেকে পৃথক করে রেখেছে। উহার তুষার ও হিমানী-মণ্ডিত শীর্ষরেখায় যথাক্রমে চো-লা, নাথু-লা (১৪,৪০০´ ফুট), জলাপা-লা (৫) প্রভৃতি তিব্বতগামী পাশ বা গিরিশঙ্কট। পরিশেষে তিব্বত, ভুটান ও সিকিম এই তিন রাজ্যের সংযোগস্থলে গিম্পোচি শিখর (১৪,৫৭৮´ ফুট) (৬)। গিম্পোচির দূরস্ত পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে ভুটানের অন্তর্গত কয়েকটী তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ দেখা যায়; আর নিকট পূর্ব্বদক্ষিণ রচিলা তোড়ে প্রভৃতি কালিমপঙ মহকুমার শিখরগুলি অবস্থিত। এক পশ্‌লা ভারি বৃষ্টি হবার পর বিশেষতঃ প্রাতঃকালে এই সব শিখরগুলি অতি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

---

(১) ৩৬ মাইল দূরে

(২) ৭০ মাইল দূরত্ব

(৩) ৭০ মাইল দূরত্ব

(৪) ৭২ মাইল দূরত্ব

(৫) Jelep la, ১৪৩৯৪´ ফুট

(৬) ৪২ মাইল দূরত্ব

এই থেকে অনুমিত হবে—এ দৃশ্য কত বিরাট, কত গম্ভীর ও মহান্! এ হেন স্থানে বৌদ্ধ সিকিমীরা একটা দেবস্থান প্রতিষ্ঠা করবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। এই মহাকাল শিখরের উপর উহাদের একটা গোম্পা বা মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। গত শতাব্দীর প্রথমভাগে গুর্খা কর্ত্তৃক সিকিম আক্রমণকালে গোম্পা সংশ্লিষ্ট সিকিম রাজ্যের শাসন-আড্ডাটী বিধ্বস্ত হয়। ইংরাজ-আমলে গোম্পাটী সরিয়ে ভুটিয়া বস্তীতে স্থাপনা করা হয়েছে।

বর্ত্তমানে এখানে মহাকাল শিব ও বুদ্ধ মূর্ত্তি তিন চার খানি প্রস্তরের উপর খোদিত হয়ে পূজিত হচ্ছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ সবাই এখানে পূজা দেয়। তাই নেপালী ও বিহারী ব্রাহ্মণ এবং তিব্বতী লামা এক সাথে পাশাপাশি বসে পুরোহিতের কাজ কর্‌ছেন। মহাকাল শিবকে কেহ কেহ দুর্জ্জয়লিঙ্গ শিবও বলে থাকেন।

এই দেবস্থানের চারিদিকে পত্ পত্ করে শাদা শাদা কাপড়ের টুকরো উড়ে। সেগুলি লম্বালম্বিভাবে বাঁশের কঞ্চির সঙ্গে বেঁধে ঝুলান হয়েছে। ঐ কাপড়ের টুকরার উপরে কাল অক্ষর দিয়ে নানা কল্যাণমন্ত্র ছাপা আছে। মন্ত্রগুলি বাতাসে ভর করে উড়ে দেবতাদের কাছে পৌছে যায়—ভুটিয়া-দের এইরূপ বিশ্বাস। এই অঞ্চলে প্রত্যেক বৌদ্ধ ভুটিয়ার বাড়ীতে ঐরূপ মন্ত্রলেখা শাদা কাপড়ের টুকরো উড়ানো থাকে। ভুটিয়াদের বাড়ী চেনবার পক্ষে উহা এক সঙ্কেত বিশেষ।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে ভারতীয় হিন্দু ধর্ম্মের শাখা বিশেষ তাহা এখানকার ঐ দুই ধর্ম্মের এই মিলিত তীর্থক্ষেত্র দেখলে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। বৌদ্ধ বাদে হিন্দুর দেবদেবী ও মূর্ত্তি-পূজার স্থান আছে। বৌদ্ধরা কর্ম্মফল ও জন্মান্তরে প্রকারান্তরে বিশ্বাস করে। হিন্দু পুরাণে লিখিত মত উহাদেরও স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নরক নিয়ে চৌদ্দটী ভুবনে বিশ্বাস আছে। শ্রাদ্ধ তর্পণ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ব্যবস্থা লৌকিক আচারের হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায়। পার্থক্য এই যে তাহারা জাতিভেদ এবং জাতি ও জন্মগত ব্রাহ্মণ পুরোহিত মানে না। দর্শন ও মুক্তির আদর্শও পৃথক।

এখানকার মহাকাল তীর্থে লেপচা, ভুটিয়া, (১) নেপালী প্রভৃতি বহু বৌদ্ধজাতি একসঙ্গে পূজা দেয়। হিন্দুর মধ্যে এখানে পূজা দিতে দেখা যায় বাঙ্গালী, বিহারী, মাড়োয়ারী, নেপালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতিকে। এই অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত চীনা ও তিব্বতীয়দিগকে হিন্দু কিনা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়,—'তাহারা চীনা,' বা 'তিবেতান হিন্দু'। কিন্তু বিকৃতভাবে ইংরাজী শিক্ষা ও কাল্‌চার প্রচারের দরুণ শিক্ষিত বৌদ্ধ সমাজ হ'তে এই বোধ চলে যাচ্ছে।

একবার এক বাঙ্গালী পরিবার ও এক সিকিমী নারীকে পর পর এখানে পূজা দিতে দেখি। উহাদের পূজা দেওয়াটা আগাগোড়া যথোচিত মনোনিবেশ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

---

(১) (তিব্বতী, সিকিমী ও ধর্ম্ম বা ভুটান দেশস্থ অধিবাসীকে ভুটিয়া বলে।

সেবার কিছুক্ষণ বাদে এক জাপানী মেম সাহেব এসেও ঐভাবে পূজা করে চলে গেল।

প্রথমে নেপালী ব্রাহ্মণ ও ভুটিয়া লামা দুই পুরোহিতই বিড়বিড় করে খানিক মন্ত্রপাঠ করল। মাঝে মাঝে ফুল ও জল ছিটিয়ে দিল, আর ধূপধুনার প্রদীপ ঘুরিয়ে নিল। পূজার শেষে তারা মহাকাল শিব ও বুদ্ধদেবের উদ্দেশে প্রণাম করে নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ পেল। তারপর স্থানটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করল। প্রতিবার প্রদক্ষিণের পর একটা বিরাট দোদুল্যমান ঘণ্টা ঠুকে বাজাতে লাগল। তারপর চামর ব্যজন, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, ভোগনিবেদন প্রভৃতি আরো কত কি আনুষঙ্গিক ভাবে আচরণ করল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই সকল আনুষ্ঠানিক আচরণ যথা—সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, জল ছিটান, প্রদক্ষিণ করা প্রভৃতির সাহায্যে ভারতীয় প্রাচীন হিন্দু কাল্‌চারের ইতিহাস আবিষ্কৃত হচ্ছে। নিউজীল্যাণ্ড, পলিনেসিয়া, এবং অষ্ট্রেলীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের ভিতরে পূজা ও উপাসনার ঐ সব অনুষ্ঠান, শিবনৃত্য প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, জাপান ও আমেরিকা মহাদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও ভারতীয় হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার এককালে হয়েছিল। অবশ্য জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, এবং বোর্ণিও, সুমাত্রা, মালাক্কাস প্রভৃতি পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচার শেষ করেই পলিনেসীয় পর্য্যন্ত ঐ সব

ধর্ম্মবিজয়ের গমন সম্ভব হয়েছিল। এসব ভাবলে বাস্তবিক স্তম্ভিত হতে হয়।

বুদ্ধদেব ও মহাকাল শিবলিঙ্গম একসাথে কিরূপে আছে জিজ্ঞাসা করলে ভুটিয়া লামা ভাঙ্গা নেপালী বা বাঙ্গলা "যেই বুদ্ধ সেই শিব" ইত্যাদি বেদান্তবাচক শ্লোক কত আওড়ে যেতে লাগলো। আমি বেশী দূর তার শ্লোকের অ ধরতে পার্লাম না। সে অনর্গল বলে যেতে লাগলো। প্রথ ছত্রেই তার বক্তব্য বেশ ফুটে উঠেছিল। এই সব কারণে আধুনিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ব হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তৎকালে প্রচলিত বহু বৌদ্ধভাবে বেমালুম হজম করে অধুনা প্রচলিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্থাপ করেন। সাঙ্খ্য হ'তে বৌদ্ধবাদ তারপর শঙ্করের বেদান্তবা ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করেছে। সেই জন্যই দেখা যায় বৌ ও হিন্দু মনোভাব ভারতীয় প্রাচীন ও আধুনিক যে কো দেবতা ও মহাপুরুষকে নিজস্ব করে নিতে পারে। ঐ এব কারণে যীশু, মহম্মদ, লাওসে, কন ফুসিয়স, জরথুষ্ট্র প্রভৃতি অবতার বা মহাপুরুষ বলে পূজা ও গ্রহণ করতে তার প কোন কষ্ট হয় না। ইতিহাসে দেখা যায় এগুলি তখনই হয়ে যখন দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সম্মানজনক ভাবে ভাবের আদা প্রদান ছিল। চীন ঐ একই কারণে তার নিজ বিশিষ্ট সভ্য বজায় রেখেও তার নিজ প্রাচীন লাওসে ও কনফুসিওবাদ স বৌদ্ধ ধর্ম্মকে গ্রহণ করতে পেরেছিল।

এখানকার শিখরের নিম্নদেশে এক সুড়ঙ্গ আছে। উহার নাম দুর্জ্জয়লিঙ্গের সুড়ঙ্গ। তার মুখে শিবের এক শিলা লিঙ্গম স্থাপিত রয়েছে। আমরা একবার সুড়ঙ্গ বহে ৫।৭ হাত ভিতরে নেমেছিলাম। আমাদের আগে আগে সেখানকার পূজারী বিহারী ব্রাহ্মণ দুই মানুষ নীচে নেমে গিয়েছিল। প্রবাদ যে সুড়ঙ্গ লাসা অবধি বিস্তৃত। কেহ বা বলে উহা কোচবিহারের কালীবাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

এই শিখরের উপরে কার্সিয়াঙের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রভৃতি আরও কয়েকটী শিলামূর্ত্তি আনুষঙ্গিক ভাবে পূজিত হয়। তাই থেকে কতিপয় নেপালী ও বিহারী ব্রাহ্মণ কিছু কিছু প্রণামী ভুটিয়া, নেপালী প্রভৃতি সকলের কাছ থেকে উপার্জ্জন করছে।

দার্জ্জিলিঙ ও সিকিমের নানা স্থানে নেপালীরা তাহাদের দেবদেবীর শিলামূর্ত্তি স্থাপন করেছে। বিশেষতঃ হনুমানজীর মন্দির ও মূর্ত্তি-শোভিত ফোয়ারা প্রতিষ্ঠা অনেক স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাবেই তারা এই অঞ্চলে তাদের ভিতরকার প্রচলিত ধর্ম্ম, আর্ট, কৃষ্টি বা কালচার এখানে প্রতিষ্ঠিত কর্‌ছে। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীরা যে এতদিন এদের ভিতরে চলাফেরা এবং জীবনযাপন কর্‌লো, তার কোন স্থায়ী নিদর্শন এমন ভাবে পথে ঘাটে সেই তুলনায় সর্ব্বদা চোখে পড়ে না। মাড়োয়ারী কিন্তু তার ধরমশালা দিয়ে পথিককে সর্ব্বক্ষণ তার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কোন বিশিষ্ট পূজা পার্ব্বণ বা উৎসব উপলক্ষে

সব দেশেই ছড়া, গান প্রভৃতি মহা ধুমধামের সহিত সর্ব্বসাধারণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। যেটাকে ফোক সঙ্, ফোক্ ড্যান্স (১) নামে অভিহিত করা হয়। জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে ঐ সব পুন-র্জীবিত করবার জন্য খুব আন্দোলন হচ্ছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের গোঠ উৎসব, ভিটা কুমারীর পূজা প্রভৃতি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এদের এখানে ঐরূপ যে সমুদয় উৎসবাদি আছে, তাতে যোগ দিয়ে এখানকার ভূমি জল, ও বস্তী মানুষের সঙ্গে বাঙ্গালীদের গভীরতরভাবে সম্বন্ধ স্থাপনা করা উচিত। নতুবা বাঙ্গালীরা বিদেশী বলে এদের দ্বারা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হবে। ঐ সব আচরণ দ্বারা পরস্পরের কৃষ্টি ও ধর্ম্মের আদান প্রদান হবে; যদিও কৃষ্টির এই দিকটা বর্ত্তমান রুচিমত খুব চমকপ্রদ, সূক্ষ্ম বা মোলায়েম নয়, তবুও অন্তরের দিক দিয়ে উহাতে অনেকখানি সার্থকতা আছে। এখানকার অধীবাসীদের সহিত মিলেমিশে তাদের দেবস্থানে পূজা, জল ছিটান এবং নির্ম্মাল্য ও অঞ্জলির আদান প্রদান প্রভৃতি দ্বারা যদি এদের সঙ্গে নিবিড়তর সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তবে বাঙ্গালী তাহাতে পশ্চাৎপদ হবে কেন? বাঙ্গালী তার ইতিহাসের শিক্ষা ভুলে গিয়েছে। এইরূপ পরস্পর আদান প্রদান রূপ নিরীহ ও শান্ত প্রথা দ্বারাই পরজাতি, পরদেশ লুণ্ঠন না করেও তার পূর্ব্বপুরুষগণ কত দেশ মহাদেশে তার

---

(১) (Folk song, folk dance)

কৃষ্টি বা ধর্ম্ম প্রচার করেছিল। বখোজকই (১), আফগানিস্থান, মেক্সিকো, বেরিং প্রণালী, বৈকাল (২), আরল, ও কাস্পিয়ান হ্রদের বেলাভূমি, মধ্যএশিয়া, মঙ্গোলীয়া, চীন, জাপান, সুমাত্রা, যাভা, বোর্ণিও, কেরোলিনা, নিউজীল্যাণ্ড, মিশর, আরব প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির (কালচারের) নিদর্শন বেরিয়েছে। ভারতীয় বৌদ্ধ ও হিন্দুভাব, ধর্ম্ম, সভ্যতা এবং সর্ব্বোপরি সার্ব্বজনীন মৈত্রী বারতা অদ্ভুত কর্ম্মা ভারতীয় প্রচারকগণ ঐ সব দেশ বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাই অনৈক পাশ্চাত্য বিদূষী আশ্চর্য্য হয়ে লিখেছেন যে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম দাবানলের ন্যায় বর্ত্তমান জগতের নব্বুই কোটী জন সাধারণের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে বিস্তৃত হয়েছিল। এশিয়ার খৃষ্টীয় প্রথম হাজার বৎসরের ইতিহাস মোটামুটি ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিজয়ের ইতিহাস।

যা'ক প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধে অনেক কথা বলে ফেলা হয়েছে! মহাকালের একটু নীচে এই শিখরেই কতকগুলি মণি বা ছর্টেন আছে। মণিগুলির শীর্ষভাগে শিবের তৃতীয় (১) নেত্রের ন্যায় প্রতিকৃতি আছে। এগুলি এখানকার প্রাচীন বৌদ্ধ গোম্পার বড় বড় লামা সাধুদের ভস্মাবশেষের উপর নির্ম্মিত হয়েছে। এখানে বহুকাল ধরে একজন অতিবৃদ্ধ

---

(১) এশিয়া মাইনরের।

(২) সাইবেরিয়ায় সোভিয়েট মধ্যএশিয়ায়।

(১) জ্ঞান

লামা ভিক্ষুক আছে। ষ্টেট্সম্যান পত্রের মতে ইহার ফো
ভারতে সব চেয়ে বেশী উঠেছে ও বিকিয়েছে। যদিও
ভিক্ষুর জ্ঞান সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারি না, তবু
চেহারা দেখে প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণের চেহারা স
মোটামুটি ধারণা হয়। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, এই
শ্রমণের দলই এককালে পৃথিবীর বর্ত্তমান নব্বুই
জনসাধারণের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্যে সাম্য, মৈত্রী আপ্লুত ভার
ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাই ঐ বৃদ্ধের একখ
প্রতিকৃতি দেওয়া গেল।

এবারে মহাকাল দেখে শেষ করবার পালা। মহাকা
অপর নাম দার্জ্জিলিং। সেই থেকে এখানে যে শিব
মহাকাল আছেন, তার অপর নাম দুর্জ্জয়লিঙ্গম্ দেওয়া হয়ে
দুর্জ্জয়লিঙ্গের শিখর হতে অবতরণ করে চৌরাস্তায় প্রত্যাব
করতে হয়। তারপর সেখান থেকে পূর্ব্বে রঙ্গীত রোড
খানিক নামবার পর বিখ্যাত ষ্টেপাসাইড—দেশবন্ধুর মৃ
ভবন এবং এখান থেকে ভাওয়ালের মেজ কুমার চির রহস্য
পথে শ্মশান যাত্রা করেন। সেখান থেকে ফিরে
পুনরায় চৌরাস্তা হয়ে উত্তর দিকে ওয়েষ্টমল রোড ধ
হয়। বাংলা সরকারের দপ্তরখানা পার হয়ে সেন্ট এণ্ড
গীর্জ্জার কাছে নন্দনকানন (১) বা ছেলেদের পার্ক। পা
নীচেই যাদুঘর। এখানে একখানি মৃৎফলকে এভা

(১) Children's park।

অভিযানের সুন্দর নক্সা খোদিত আছে। এই যাদুঘর বেলা দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে, দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে।

যাদুঘর থেকে সোজা নীচে নেমে বাজারে পৌছান যায়। পরিক্রমাটী শেষ করতে দেড় ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা লাগে। পরিশ্রান্ত হলে বাজার দেখেই নিজ ডেরা বা বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত।

নতুবা সক্ষম হলে এর পরই বোটানিক্যাল গার্ডেনটী দেখা সেরে আসা উচিত। দার্জ্জিলিঙ বাজারের উত্তর প্রান্তে সব্‌জী দোকান। ঐগুলির উত্তর দিয়ে বাম দিকে একটা ছোট পথ নেমে গিয়েছে। সেইটা ধরে উদ্ভিদ্দ্যান বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে উপস্থিত হতে হয়। হিমালয়ের এই অঞ্চলে কোন্ উদ্ভিদ্ ভাল জন্মিবে তাহা এখানকার পরীক্ষাক্ষেত্রে নির্ব্বাচিত হয়। সেজন্য পৃথিবীর নানাস্থান হতে চারা ও বীজ এনে এখানে রোপণ ও পরীক্ষা করা হয়।

বাগানটা পাহাড়ের ঢালু গায়ে সাজান। তাড়াতাড়ি সবটা দেখে শেষ করতে হলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। উপরের গেট বা প্রবেশ দ্বার থেকে শোয়ান "দ" আকারের বহু আঁকাবাঁকা রাস্তা এই উদ্যানের মধ্যেই নীচে নেমে গিয়েছে। ঐরূপ রাস্তা বহে উপর থেকে নীচের দিকে ক্রমাগত এপাশ থেকে ওপাশ ঘুরে দেখতে দেখতে নেমে যাওয়া উচিত। তারপর পুনরায় দক্ষিণ দিকে ঐরূপ

দ্বিতীয় পরিক্রমা—জলাপাহাড় দর্শন।

প্রথম পরিক্রমা সকালবেলার মধ্যে শেষ করতে পারলে খাওয়া দাওয়ার পর অপরাহ্নে জলাপাহাড় দেখতে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এতটা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম যে সে হাড়ে সহিবে কিনা সন্দেহ।

জলাপাহাড় চৌরাস্তা হয়ে দক্ষিণে। চড়াই রাস্তা। চৌরাস্তার পর দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ের পূর্ব্ব গা বয়ে পাহাড়ের প্রায় মাথায় মাথায় যে সড়কটী দক্ষিণে ঘুমের দিকে গিয়েছে তাই ধরে যেতে হয়। খানিক যাবার পর জালা-পাহাড় রোড ডাহিনে উপরে উঠে গিয়েছে। ঐ রাস্তা ধরে মাইলখানেক যাবার পর সেন্ট্‌-পল স্কুল, ও দিঘাপতিয়ার রাজবাটী গিরি-বিলাস। আরও খানিক গেলে পর পল্টনদের হাসপাতাল ও ব্যারাক, বারুদখানা, খেলার মাঠ প্রভৃতি। শেষের যায়গা-গুলি একেবারে পাহাড়ের দাঁড়া বা মেরুদণ্ডের উপর। কাজেই এখান থেকে চারিদিককার দৃশ্য তুজ্জ্যর্য়লিঙ্গ শিখর হতে দৃষ্ট দৃশ্যের অনুরূপ।

জলাপাহাড় দেখে ঐ পথ ধরেই মাইলখানেক উত্তরে ফিরতে হয়। তারপর ইলাইসী পথ বহে বামে নামা যেতে পারে। উহা ধরে গেলে প্রথমে ম্যাকিন্টস রোড, তারপর অবশেষে মাউন্ট-এভারেষ্ট হোটেলের নিকট অকল্যাণ্ড রোডে পড়া যায়। হোটেলের নীচেই আবার উডল্যাণ্ড রোড। এইটী

রে' সোজা ষ্টেশনের দিকে নেমে যাওয়া যায়। এই পথে নামবার সময় পথিমধ্যে দুই পাশে দেখা যায় স্কট্ মিশনের ছাপাখানা, গীর্জ্জা ও দেশীয় নারীগণের আশ্রম ইত্যাদি অবস্থিত। নতুবা সোজা অকল্যাণ্ড রোড ধরে, কমার্শিয়াল রো নামক রাস্তাটীর মোড়ে আসা যায়। মোড় পার হয়ে সামনেই অপর দিকে ওল্ড্ পোষ্টাপিস রোডের মোড়। খুব খাড়া নেমেছে বাজারের দিকে, যেন ডুব দিয়েছে। এই রাস্তার উপরে সেণ্ট্রাল হোটেল। হোটেলের বাম দিক থেকে মাউণ্ট প্লেসাণ্ট রোড নেমে বাজারের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। বাজার থেকে কার্টরোড ধরে ষ্টেশন ৫।৭ মিনিটের পথ। এই পরিক্রমাটী শেষ করতে দু' ঘণ্টা কি আড়াই ঘণ্টা লাগে।

তৃতীয় পরিক্রমা।

ভুটিয়া বস্তী, গোম্পা ও লেবঙ দর্শন।

দার্জ্জিলিঙে ভুটিয়া পল্লী ও তাদের মঠ একটা দেখবার মত জিনিষ। প্রকৃতি যেরূপ তার অপরূপ বৈচিত্র্য নিয়ে এখানে বিরাজমান, মানুষের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা এখানে তার চেয়ে কম নয়। লেপ্চা, সিকিমী, সেরপা, ধর্ম(১), তিবেতান প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ভুটিয়া এই পল্লীতে বাস করে। তাদের আচার ব্যবহার, জীবনযাপন, কৃষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে কত কথাই

(১) ভুটানকে 'ধর্ম' দেশ বলে।

জানবার জন্য সকলের কৌতূহল হয়। আশ্চর্য্য হতে হয় ে
ভেবে যে হাজার বৎসর আগে নিবিড় বন, গভীর উপত
ও তুঙ্গ হিমগিরি পার হয়ে কিরূপে এদের সহিত আমা
দেশের ও সমাজের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ সংযোগ সা
হয়েছিল। বুদ্ধ জীবনের অপার মহিমা। তাই এমন
অঘটন তাঁর প্রভাবে ঘঠে গিয়েছে। আর এতে অক্ষয় কী
রয়ে গিয়েছে পদ্মসম্ভব (১), দীপঙ্কর প্রভৃতি উড়িয়া ও বাঙ্গ
প্রচারকদের। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রপ্রধান জগতে এই চিন্তা
চিন্তাশীলের মন ভারাক্রান্ত করে তুলে যে হিমাচলের হি
ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিককার অধিবাসী এই সব ভুটিয়াদের ভার
নেশনে স্থান নির্দ্দেশ কি ভাবে হবে।

চৌরাস্তা হতে পূর্ব্বদিকে রঙ্গীত রোড নেমে গিয়ে
ক্রমে ষ্টেপাসাইড, তারপর ইষ্টবার্চ হিল রোডের মোড়
হয়ে অবশেষে নর্দান বেঙ্গল রাইফেল্‌স নামে ফৌজী পুলি
আস্তানা। বাঙ্গলাদেশ বহিঃশত্রু বা রাষ্ট্রবিপ্লব হ'তে
করবার জন্য গোরা ও দেশীয় পল্টন আছে। সেগুলি ে
সরকারের অধীনে। আর লুট পাট প্রভৃতি সামান্য রক
অরাজকতা হ'তে রক্ষা করবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের অ
এই সব ফৌজী বা সামরিক পুলিস বাহিনী আছে। এ

---

(১) পণ্ডিত পদ্মসম্ভব উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র ও বিক্র
অন্তর্গত সাভারের রাজজামাতা। পূর্ব্বে এক মত ছিল তিনি আফগানি
মধ্যবর্ত্তী উদয়নের অধিবাসী ছিলেন।

ইহাদের সংখ্যা গেজেটীয়ার মতে ৩ কোম্পানি সৈন্য ও এক কোম্পানি রিজার্ভ সৈন্য। অবশিষ্ট ৬ কোম্পানি কাসিয়াং, জলপাইগুড়ি, চামর্চ্চি, ঢাকা, নাগরাকোট, আলিপুর দুয়ার ও পূর্ণিয়ায় অবস্থিত। ইহাদের বেশীর ভাগ গুর্খা, ও সামান্য কতক কাছাড়ী।

উহার খানিক নীচে চৌরাস্তা থেকে আধ মাইল উৎরাই পরে ভুটিয়া বস্তী। সহরের ডাণ্ডীয়ালা, চাকর, মুটে, মজুর, খানসামা প্রভৃতি বহু শ্রেণীর ভুটিয়ার এখানে বাস। তাছাড়া, কেরাণী, জোলা, দোকানদার প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভুটেও আছে। বস্তীর একটু নীচে গোম্পা। ইংরাজ আমলে উহা মহাকাল শিখর থেকে এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

গোম্পা বা গুম্ফা হচ্চে বৌদ্ধ মঠ। বৌদ্ধ সমাজের সামাজিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম জীবন প্রভৃতি গোম্পার লামা-পুরোহিত দ্বারা নির্ব্বাহিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। গোম্পার চারিদিকে বাঁশের সঙ্গে লম্বাভাবে সাদা সাদা কাপড়ের টুক্‌রো ঝুলান রয়েছে। যেমন মহাকালে আছে। ভিতরে নীচের তালায় বৌদ্ধ শ্রমণ বা লামা এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি, পট প্রভৃতি সজ্জিত। আর গোম্পার উপরের তালায় হস্তলিখিত পুঁথি রক্ষিত আছে। তিব্বতীদের দুইখানি বিশ্বকোষ আছে, নাম ট্যাঙ্গুর ও ক্যাঙ্গুর। প্রতি বিশ্বকোষে ১০৮ খানি করে' খণ্ড আছে। প্রতি খণ্ড এক একখানি বৃহদাকার পুঁথি বিশেষ। সংস্কৃত, পালি এবং তিব্বতী ভাষার মূল পুঁথিগুলির চুম্বক লইয়া

ঐ গুলি তৈরী। ধর্ম্ম, দর্শন, ব্যবস্থা, ভেষজ প্রভৃতি সকল
বিষয় লইয়াই পুঁথিগুলি লিখিত। তিব্বতী অক্ষর হাজার
বৎসর আগেকার ভারতে প্রচলিত অক্ষর হতে উৎপন্ন। ঐ সব
অক্ষর যথা—অ, আ প্রভৃতি ধ্বনি আত্মক অক্ষর। তিব্বতী ও
ব্রহ্মভাষা মূল চীন ভাষা মণ্ডলের। অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উহাদের
অক্ষর চীনাভাষার ন্যায় চিহ্নাত্মক নয়। চীন ভারত হ'তে
ধর্ম্ম ও সভ্যতা কতক গ্রহণ করেছে, কিন্তু অক্ষর লয় নাই
কিন্তু তিব্বত ও ব্রহ্ম উভয় দেশই অক্ষর, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতার
অন্যান্য বহু উপকরণ ভারত থেকে নিয়েছে।

গোম্পার ভিতরে চতুর্ম্মুখ বিষ্ণু, অমিতাভ, গুরুপদ্মসম্ভব
বুদ্ধ, বজ্রপাণি, মহাকাল প্রভৃতির মূর্ত্তি ও পট বর্ত্তমান। ঐ সব
দেব দেবী ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের সংস্কৃত ও ভুটিয়া উভয়বিধ নাম
আছে। সংস্কৃত নাম থেকে বুঝতে পারা যায় যে উহাদের মধ্যে
কতক বর্ত্তমানে প্রচলিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দেব দেবীও
আছেন। ধর্ম্মাচার্য্যগণের ভিতর ভারতীয় ও তিব্বতীয় উভয়ই
আছেন। বৌদ্ধ মতে সনাতন ধর্ম্মের দেবদেবী ও বৌদ্ধ সাধক
বৃন্দ তপস্যা ও কর্ম্মফল প্রভাবে আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিভিন্ন স্তরে
আসীন। বুদ্ধদেব সর্ব্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু
প্রভৃতি তদপেক্ষা নিম্নস্তরে। মুক্তি বা সিদ্ধি সম্বন্ধে সনাতন
হিন্দুর মধ্যেও এইরূপ ক্রমোন্নতির ধারণা প্রচলিত। ইহা কি
আমরা বৌদ্ধদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছি? চীন, তিব্বত
প্রভৃতি দেশে গিয়া বৌদ্ধ প্রচারকগণ তদ্দেশীয় প্রচলিত দেবতা

দিগকে অধ্যাত্মরাজ্যের কোনও এক ক্রমিকস্তরে অবস্থিত বলে স্থান দিয়েছেন; তারপর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করে অতটা সাফল্য লাভ করেছিলেন।

গোম্পায় প্রকোষ্ঠ, গবাক্ষ, জানালা, দুয়ার প্রভৃতি ভারতীয় স্থাপত্যের নমুনা স্বরূপ। হাজার বৎসর আগে ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহাদের শেষ চিহ্ন মুসলমান আক্রমণকালে চূর্ণীকৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বহু জ্ঞান সম্বলিত পুঁথি, মূর্ত্তি ইত্যাদি ভস্মীভূত হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত হিমালয়ের নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি দুর্গম খণ্ড দেশ সকলে ঐ সব বস্তু বর্ত্তমান। এ সবের সংরক্ষণ, ও তালিকা প্রস্তুত করবার জন্য দেশের যথোচিত দৃষ্টি পড়েছে কিনা জানি না। যদি না পড়ে থাকে তবে অবিলম্বে পড়া উচিত। এই সব অঞ্চলে এগুলি একটু গভীর দৃষ্টি ও কল্পনার সহায়তা নিয়ে দেখে শুনে বেড়ালে প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের ভারত সম্বন্ধে বস্তুতন্ত্র মূলক জ্ঞানলাভ হয়।

গোম্পায় কয়েকটা প্রার্থনার ঢাক আছে। উহার ভিতর একটা ঢাকের মধ্যে একটি চক্রের গায় বহুবার বৌদ্ধ জপমন্ত্র লিখিত আছে। ঢাকটা একবার ঘুরালে ঢাকের ভিতরে যতবার মন্ত্র লিখিত আছে, ততবার জপের ফল লাভ হয়। এই উহাদের বিশ্বাস। মন্ত্রটী হচ্ছে—

“হুঁ মনি পদ্মে হুঁ”

গোম্পা ও ভুটিয়া বস্তী ছেড়ে আসবার পর রঞ্জীত রোড

বামদিকে বেঁকে গিয়েছে। তারপর ডানদিকের একটা সো
ও ছোট পথ ধরে' নেমে অন্য একটী টাট্টু পথে পড়া যায়। উ
বরাবর লেবঙে উপস্থিত। এ ছাড়া আরও নীচ দিয়ে কার্টরো
লেবঙ গিয়েছে—তাও স্পষ্ট অনেক জায়গা থেকে দেখা যায়
রঙ্গীত রোড নেমে লেবঙ ছেড়ে বড় রঙ্গীত নদী পর্য্যন্ত গিয়েছে
এই পথ ধরে গিয়ে বাদামতামের নিকট মাঞ্জিটর পুল সাহায্যে
রঙ্গীত পার হয়ে সিকিমের অন্তঃপাতী নাম্চী যেতে হয়
লেবঙের পাহাড়ী নাম আলিবুঙ বা পাহাড়ের জিহ্বা। ফেরব
সময় কার্টরোড ধরে ৫ মাইল আসার পর দার্জ্জিলিঙ বাজার
পৌঁছান যায়। প্রথম ২।৩ মাইল আসার পর বার্চহিলের ঠি
উত্তরে সেণ্ট জোসেফ কলেজ পথে পড়ে। উহার অট্টালিক
ও প্রাঙ্গণাদি খুব জমকালো। আমেরিকার টাকায় তৈরী শু
যায়। কলেজটী জেসুইট শ্রেণীর রোমান ক্যাথলিক পাদরীদে
দ্বারা পরিচালিত।

কলেজের নিকট থেকেই একটী পথ বামে বার্চহিল উদ্যানে
আরোহণ করেছে। ঐ পথ ধরে গেলে এই যাত্রাতেই পার্ক
বেশ ভাল করে দেখা হ'য়ে যায়। এখানে নানারূপ দোলন
এবং চড়ুই ভাতি করবার কুঞ্জ ও ঘর প্রভৃতি বিদ্যমান। চারি
দিকে কত গাছ পালা, লতা, কুঞ্জ; আর নিভৃত আলাপের জ
নানা নিকুঞ্জের ভিতরে বেঞ্চি পাতা। ঐ সব কুঞ্জে কুঞ্জে ক
সুন্দর সুন্দর ফুল। আর ঐ সব নানা শ্রেণীর ফুলের উপ
চুম্বন দিয়ে কত ভ্রমর ও প্রজাপতির দল উড়ে বেড়ায়। আ

মাঝে মাঝে তাদের ভিতর সাহেব মেমের দল কত আনন্দে ভেসে বেড়ায়। কখনো কোথায়ও তারা দল বেঁধে হাসির ফোয়ারা তুলছে। কোন স্থানে বা স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে নিসর্গ-শোভা নিরীক্ষণ করছে। যাহা কিছু বল-দ, স্বাস্থ্যকর ও আনন্দদায়ক সবই উহারা আকণ্ঠ পুরে পান করবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ। মাঝে মাঝে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল এদিক ওদিক খেলায় রত থাকে। তাদের কতক বা দোলনাগুলি অধিকার করে। বাঙ্গালী ছেলেমেয়ের দলও যে এখানে দেখা না যায় এমন নহে। তারাও দোল্‌নাগুলির সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। তাদের দেখাদেখি তাদের সঙ্গী কোন কোন বয়স্ক ব্যক্তিও কাঁচার দলে মিশে তখনকার মত নিজেদের গুরুমশায়ী ভাব ভুলে যান।

"ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা
আধ মরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা"—

এই ভাবে বিভোর হন। আর শৈশবের সেই বিগত সুখ স্মৃতি মনে করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে লম্বা লম্বা হিল্লোলে এই হিমালয় চূড়াস্থিত কুঞ্জবনে দোদুল্যমান হন।

পার্ক দেখে পশ্চিমদিকের যে কোন পথ ধরে মাইল দেড়েক যাবার পর বাজারে উপস্থিত হওয়া যায়। প্রথমে ওয়েষ্ট বার্চ-হিল্ রোড, তারপর হুকার রোড ধরে ফিরলে ডাহিনে ইউরোপীয় কবর খানা পড়ে। সেখানে ভাস্কো ডি করো' নামে জনৈক খ্রীষ্টীয় পণ্ডিতের সমাধি আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে খ্রীষ্টীয় জাতি তিব্বতীদিগের জ্ঞাতি। তাই তিনি

পূর্ব্বে একবার কোন তিব্বতীয় গোম্পায় ৩।৪ বৎসর যাব অধ্যয়ন করেছিলেন। পরে স্বদেশে বহু গ্রন্থ ও তথ্য সংগ্র করে ফিরে যান। তারপর পুনরায় দার্জ্জিলিঙ পথে তিব্ব প্রবেশ করবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সেবারে তাঁর সে চেষ্ট ফলবতী হয় নাই। তিনি দার্জ্জিলিঙেই দেহ রক্ষা করেন।

এই পরিক্রমা পদব্রজে শেষ করতে ৪।৫ ঘণ্টা লাগবে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে এইটা দুবারে দুই বেলায় শেষ করা উচিত। প্রথম বারে এই বর্ণনা মত চৌরাস্তা হয়ে লেবঙ গমন করা উচিত। তারপর লেবঙ দেখে বরাবর কার্ট রোড বয়ে বাজারে প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত। দ্বিতীয় বারে চৌরাস্তা থেকে লাট ভবন, লাট ভবন ছেড়ে ওয়েষ্ট বার্চ-হিল রোড ধরে পার্কে পৌছান যায়। পার্ক দেখে কার্ট রোড দিয়ে অবশেষে বাজারে ফেরা যায়।

চতুর্থ পরিক্রমা।

শ্মশান ও বিজলী কারখানার পথে।

দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ের পশ্চিম গায়ের সমুদয় নির্ঝরগুলির জল একত্র করে প্রায় ৫০০০´ ফুট নীচে জল স্রোতের শক্তি থেকে বিজলী বাহির করা হচ্ছে। ষ্টেশন থেকে ঘুমের দিকে কার্ট রোডে মিনিট দশেক যাবার পর নীচে ডানদিকে বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদ। ভিক্টোরিয়া রোড ধরে নীচে নামতে হয়। রাজ

প্রাসাদটাও এই সঙ্গে দেখে যাওয়া উচিত। ফুল বাগান ও মন্দির সমেত রাজ বাটী একটা দর্শনীয় স্থান।

রাজ বাড়ীর উত্তরে নীচের দিকে একটা গেট। তাই দিয়ে বাহিরে এসে বামে যে রাস্তাটা নীচে নেমে গিয়েছে, তাই ধরে বিজলী কারখানায় যেতে হয়। আর গেটের পরেই ভিক্টোরিয়া রোড। তাই দিয়ে ৫মিঃ যাবার পর ভিক্টোরিয়া প্রপাত আর সেই নির্ঝরের উপরকার সেতু। সেতু পার হয়ে একটা রাস্তা বামে শ্মশানে নেমে গিয়েছে।

দার্জ্জিলিং সহর থেকে ক্রমাগত ৫।৬ মাইল উৎরাই নামার পর বিজলী কারখানা। কখনো কখনো ইহা বাঙ্গালী ইঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। কারখানা একেবারে পাহাড়ের নীচে। এই পরিক্রমা পদব্রজে শেষ করা যে সে হাড়ের সাধ্যায়ত্ব নয়। সাধারণতঃ ঘোড়ায় যাতায়াতই সুবিধা। মিউনিসিপাল রেট মত ঘণ্টা হিসাবে ঘোড়া ভাড়া করা উচিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঘুম উপকণ্ঠে পরিক্রমা।

ঘুমের নিকট টাইগার হিল, সিঞ্চল হিল, সিঞ্চল তাল, ঘুম ডায়েরী, ঘুম গোম্পা, ঘুম পাষাণ, রঙ্গারুণ নার্সারি, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান। সবগুলিই ৩।৪ মাইলের মধ্যে বর্ত্তমান।

টাইগার হিল থেকে সূর্য্যোদয় দর্শন জগতে অতুলনীয়। এভারেষ্ট ওরফে যম-কিঙ্কর শৃঙ্গও দেখা যায়। তা ছাড়া স্তবকে স্তবকে ও অর্দ্ধ বৃত্তাকারে দুশো মাইল লম্বা সারি সারি বরফ পাহাড় আর তাদের উঁচু শিখরাদি সুস্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

ঘুম ষ্টেশন থেকে রেল লাইন ধরে পূর্ব্বে আধ মাইল যাবার পর ঘুম জীন। এখানেই জলাপাহাড় কার্ট রোড ও ক্যালকাটা রোডের মোড়। ঐ দুইটি দার্জ্জিলিঙ-জলা-পাহাড় ঘিরে উহার দুই গা বয়ে উত্তরে চলে গিয়েছে। উহাদের একটু পরেই তিনটী বড় বড় সড়ক দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ের বিপরীত দিকে দক্ষিণ মুখে প্রসারিত হয়েছে। এই তিনটির মধ্যে সকলের বামের সড়কটী তিস্তা ব্রীজে নেমে কালিমপঙ অভিমুখে রওনা হয়েছে। উহার প্রথম ৬ মাইল মোটর গাড়ীর উপযোগী। ছোট মোটর গাড়ী, তিস্তা ব্রীজ পর্য্যন্ত যেতে পারে। তারপর ডান দিকের সড়কটা সিঞ্চল বাঙলো (তাল নহে) হয়ে টাইগার হিল্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা অশ্বারোহণে চলবার উপযুক্ত। তৃতীয়টী মোটর রোড। উহা রেলরাস্তার একটু উপর দিয়ে প্রায় সমান্তরাল ভাবে সিঞ্চল তাল অভিমুখে গিয়েছে।

ঘুম ষ্টেশন হতে পশ্চিম দিকে আর একটা মোটর রোড ৬ মাইল দূরস্থিত সুকিয়া বাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহারই ধারে ঘুম ষ্টেশন হতে ৪ মাইল দূরে ঘুম পাষাণ। এ ছাড়া ষ্টেশ- থেকে ১০।১৫ মিনিট পথ দূরে বিখ্যাত ঘুম গোম্পা। ঘু-

ষ্টেশন হতে দার্জ্জিলিঙের দিকে রেলপথ বেয়ে খানিক আসতে হয়। তারপর পশ্চিমে বাম দিকে বাজারের ভিতর দিয়ে ঘুম পাহাড় রোড উঠেছে। উহার উপরেই আধ মাইল দূরে ঘুম গোম্পা। গোম্পার ভিতরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ব্যতীত বাঙ্গালীর গৌরব তিব্বতে বৌদ্ধ বাদ প্রচারক গুরু পেমা (পদ্ম সম্ভব) এবং দীপঙ্করের মূর্ত্তি আছে ও পূজিত হচ্ছে। গোম্পাটী তিন তালা।—হিন্দু ও তিব্বতীয় দেব দেবী এবং ভারতীয় তথা বাঙ্গালী ধর্ম্মাচার্য্যগণেরও বহু মূর্ত্তি নীচ তালায় বিদ্যমান। তা ছাড়া তারা, মহাকাল প্রভৃতি বহু দেব দেবী ও স্বর্গ নরকাদির দৃশ্যাদি দেওয়ালে চিত্রিত আছে। আর অনেক পুঁথিও আছে।

এখন পরিক্রমার কথা।

পঞ্চম পরিক্রমা—টাইগার হিলে।

শিলিগুড়ির ৭।৮ মাইল উত্তরে পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শস্য শ্যামলা সমতল ভূমি বিস্তারিত। তার উত্তরেই সিঞ্চল মহাল্দিরাম পাহাড়। উহাই স্থানীয় অঞ্চলে হিমালয়ের প্রথম সারি অদ্রিমালা। তার উত্তরে মোটামুটি বলতে গেলে আর একটা প্রায় ১৫ মাইল পরিসর উপত্যকা। তার পরেই হিমালয়ের দ্বিতীয় সারি শিখর শ্রেণী—বার তের হাজার ফুট উঁচু শৃঙ্গাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। তারও উত্তরে আর এক দফা সম

পরিসর উপত্যকা ভূমি। উহার পরেই ভারতীয় হিমালয়ে
শেষ সারি। উহা স্তূপাকার তুষার ও জমাট বরফ দিে
ঢাকা।

এই সারি তিনটীর কোনটীই অখণ্ডিত নহে। সারিগুলি
যেন একটা জমির আইল। জল বাহির করবার জন্য
ঐগুলি যেন মাঝে মাঝে কেটে ফেলা হয়েছে। তার ভিতর
দিয়ে হিমালয়ের ধোয়ানিগুলি নানা নদী বেয়ে ভারতের সমতল
ভূমিতে প্রবেশ করেছে।

প্রথম সারি হিমালয়ের শীর্ষে সিঞ্চল ও টাইগার হিল
ইহাতেই অনুমিত হবে যে, এখানকার দৃশ্য সম্পদ কত বিশাল
ও মনোরম। দার্জ্জিলিঙের নিকটে ইহাই একমাত্র স্থান যেখান
থেকে ১০৭ মাইল দূরবর্ত্তী গৌরীশঙ্কর (?) বা এভারেষ্ট শৃঙ্গ
(২৯০০২´ ফুট) স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এখান থেকে দেখা
সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত জগতে অতুলনীয়। ঊর্দ্ধে মেঘ মালা
নিয়ে উত্তর দিকে পূর্ব্ব পশ্চিম বিস্তৃত তরঙ্গায়িত বিশাল
হিমানী ক্ষেত্র—তার মধ্যে তৎকালে প্রতিফলিত বিচিত্র বর্ণ-
চ্ছটা। হিমানীক্ষেত্রের দক্ষিণে টাইগার হিলের চতুর্দ্দিকে
তরঙ্গায়িত নীল শৈলরাজি। এই এখানকার চারিদিককার
তৎকালীন দৃশ্যের প্রধান বিশিষ্টতা। শুনা যায় মার্কিন ও
ইউরোপীয় পর্য্যটকগণের মতে, ইহার তুলনা জগতে আর
কোথায়ও নাই।

বর্ষার শেষে অক্টোবরের মাঝামাঝি হতে ডিসেম্বরের অর্দ্ধেক

পর্য্যন্ত আকাশ এই অঞ্চলে পরিষ্কার থাকে। তারপর শীতের কুয়াসা।

আবার মার্চ মাসের প্রথম থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত আকাশ প্রায় সব সময়ের জন্য নির্ম্মল হয়ে যায়। তখনই দূরবর্ত্তী পাহাড় পর্ব্বত, তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতমালা, এবং বাঙ্গালার শ্যামল সমতলভূমি, সমস্তই সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। অক্টোবর ও এপ্রিল মাসে এক পশ্‌লা ভারি বৃষ্টি হবার পর টাইগার হিল দেখতে রওনা হওয়া উচিত। নতুবা অনেকে অনেক সময় আকাশ বেশ পরিষ্কার রেখে রওনা হন বটে। কিন্তু টাইগার হিলে উপস্থিত হতে না হতেই কোথা থেকে মেঘ এসে সব দৃশ্য ঢেকে দিয়ে যায়। উপস্থিত হয়ে তখন এভাবে বিফল হাই সিঞ্চল হওয়াটা বাস্তবিকই মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের কারণ হয়।

টাইগার হিলে সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে হলে দার্জ্জিলিঙ থেকে পূর্ব্বদিন বিকালে ৫টার গাড়ীতে চাপা উচিত। তারপর ঘুমে নেমে বিছানা ও খাবার এক মুটের মাথায় চাপিয়ে ঘুমজীন হয়ে টাইগার হিলের রাস্তা ধরতে হয়। মাইল দুয়েক চড়াই উঠার পর সেই রাত্রিতে সিঞ্চল ডাক বাঙলোতে রাত্রিযাপন করতে হবে। তারপর দিন প্রত্যূষে টাইগার হিলে আরোহণ করতে হয়। বাঙ্গলোতে রাত্রিযাপনের দক্ষিণা ৪৲ টাকা করে। সম্পূর্ণ বাঙ্গলোটি রাত্রিবাসের জন্য দখল করতে হলে ১২৲ টাকা লাগে।

অথবা দার্জ্জিলিঙ থেকে পদব্রজে রাত্রি ২টার সময় রওনা হ
৬।৭ মাইল পরে টাইগার হিলে প্রত্যুষে পৌঁছান যেতে পা
যায়।

ঘুমজীন ছাড়িয়ে ঘোড়ার রাস্তাটী সিঞ্চল শিখরে আরোহ
করেছে। রাস্তায় জনৈক সাহেব কোম্পানীর গোশা
আছে। শুনা যায় কোন কোন ব্যবসায়ী এ অঞ্চলে গোয়া
দিগের নিকট হতে দুধ কিনে উচ্চ উষ্ণতায় জীবাণু শূন্য করে
তারপর উহা সহরে বিক্রয় করে থাকে। তা ছাড়া তা
অগ্রিম টাকা দাদন দিয়ে ফালুট প্রভৃতি উচ্চ চারণ ভূমি
গোষ্ঠ হতে মাখন সংগ্রহ করেন। তারপর শোধন করে উ
রুটীদিয়ে বা পাতে কাঁচা খাবার মত করে অধিক মূ
বিক্রয় করে। গা এভারেষ্ট

অতঃপর টাইগার হিলের রাস্তা প্রায় উন্মুক্ত পাষাণ গা
বহে উঠেছে। অল্প একটু যাবার পর রাস্তার দুধারে বিরাট ও
ম্যাগ্নোলিয়া (১), পাইন এবং অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকা
রোডোডেণ্ড্রণ শোভিত অপরূপ বনভূমি। আর সে
বনের মাঝে মাঝে গাছের তলায় লতা, গুল্ম, নানা জাতী
ফার্ণ প্রভৃতি জন্মেছে। এপ্রিল ও মে মাসে রঙ বেরঙে
ফুলের কত খোপা থোকে থোকে উহাদের গায়ে ঝুলে
থাকে। এইরূপে মাইল দেড়েক পাহাড় ভেঙ্গে উঠ্‌বার প
ডানদিকে ত্রিপ্টোমেরিয়া জাতীয় ঝাউয়ের বন। আর বা

(১) চাঁপা ফুল জাতীয় বৃক্ষ

গল্‌ফ্‌ খেলবার বড় মাঠ। তার উত্তরে সিঞ্চলের দুইটী ডাক বাঙলো (৮১৬৩´ ফুট)।

পুর্ব্বে গল্‌ফ্‌ খেলার মাঠে গোরা পল্টনের স্বাস্থ্য নিবাস ও ব্যারাক নির্ম্মিত হয়েছিল। অতিরিক্ত বারিপাত হেতু ভিজে ও অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে এই ছাউনিটী পরে পরিত্যক্ত হয়। সিঞ্চল থেকে উত্তরে দার্জ্জিলিঙ দাঁড়া অতি মনোরম একখানি ছবির মত দেখা যায়। তারপরে চারিদিকে নীল পর্ব্বতমালা। এদের উত্তরে ২।৩ শত মাইল লম্বা সেই পূর্ব্বপশ্চিম রেখায় বিস্তৃত দার্জ্জিলিঙের চিরসঙ্গী তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতমালা।

সিঞ্চল থেকে একমাইল দূরে আর পাঁচশো ফুট উপরে টাইগার হিল (৮৫১৪´ ফুট)। এর পূর্ব্বে যে শিখরটী দেখা যায় উহাই সিঞ্চল মহাল্‌দিরাম পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। তার একটু নীচেই এই টাইগার হিল। কাজেই এখান থেকে চারিদিককার দৃশ্য সিঞ্চল অপেক্ষা আর একটু শ্রেষ্ঠ।

মহাকাল শিখর থেকে যে সকল বরফ পাহাড় দেখা যায়, সিঞ্চল বা টাইগার হিল থেকেও তাই দেখা যায়। উপরন্তু পশ্চিমে নেপালের অন্তঃপাতী এভারেষ্ট, মাকালু প্রভৃতি 'হিমাল' (১) ক্ষেত্র দেখা যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমালের পশ্চিমে শিঙ-লীলা হিমাল, ক্যাঙ্‌ প্রভৃতি উহার শৃঙ্গ। উহার পশ্চিমে মাকালু। মাকালুর হিমমণ্ডিত চূড়া দূর হতে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত দেখা যায়। উহা লুপ্ত আগ্নেয়গিরি গহ্বরের মুখ। উহার

(১) হিমানী

পশ্চিমে যমকিঙ্কর বা এভারেষ্ট। পিরামিড সদৃশ। উহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট বা যমকিঙ্কর (২৯০০২ ফুট)। উহার দুইপাশে দুটী শৃঙ্গ অপেক্ষাকৃত সুঁচলো টাইগারহিলে সূর্য্যোদয় দর্শন করে সেইদিনই সকালে ৭॥০ মধ্যে ঘুম ষ্টেশনে ফিরে আসা উচিত। ৯টার সময় দার্জ্জিলিঙের ফেরা গাড়ী। সুতরাং বাঁকী দেড়ঘণ্টার মধ্যেই আধমাইল দূরবর্ত্তী ঘুম গোম্পা দেখে ফেরা যায়। তারপর সেদিনকার মত দার্জ্জিলিঙে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখা যেতে পারে।

রেলপথে না ফিরে অকল্যাণ্ড রোড, ওল্‌ড্‌ ক্যালকাট রোড, অথবা জালাপাহাড় রোড, পথে ৪ মাইল পদব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়। সঙ্গে যে কুলী থাকবে উহার যুদ্ধের পূর্ব্বে দৈনিক মজুরী ৸০ আনা বা ১৲ টাকা ছিল। অন্যথা রাত্রি ৩টার সময় অশ্বারোহণে দার্জ্জিলিঙ থেকে বেরিয়ে সময়মত টাইগার হিলে পৌঁছে সূর্য্যোদয় দর্শন হতে পারে।

ষষ্ঠ পরিক্রমা

ঘুমপাষাণ ও তালে

ঘুমের নিকটস্থ অবশিষ্ট স্থান সকল দেখ্‌বার জন্য দ্বিতীয় দিন সকালে ৮৷৯টার মধ্যে আহারাদি নিষ্পন্ন করা উচিত। বেলা দশটার কাছাকাছি সময়ে এক্‌স্‌প্রেস ট্রেণ দার্জ্জিলিঙ

ছাড়ে। উহাতে চেপে যথা সময়ে ঘুমে নেমে সুকিয়া বাজার-গামী মোটর বাসের তল্লাস করতে হয়। প্রায় প্রত্যহই বাস যাতায়াত করে। তবে সুকিয়ার হাটবার শুক্রবারের দিন সব সময়েই বাস পাওয়া যায়। বাস ছাড়বার সময়ের সুবিধা দেখা হয় আগে ঘুমপাষাণ দেখবার জন্য ঐ দিকেই যেতে হয়, তারপর ঘুমে ফিরে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী সিঞ্চল তাল দেখ্‌তে যেতে হয়। না হয় আগে তাল দেখে ফিরে পরে ঘুম পাষাণ দেখ্‌তে যেতে হয়। ঘুমপাষাণটী মোটর রাস্তার উপরে অবস্থিত। পাথরের বিরাট খণ্ড। নিম্নে একটি সুড়ঙ্গ আছে। পাথরটী প্রায় ১০০ একশত ফুট উঁচু ঢোঙা বা নোড়াবিশেষ। শিখরে বেশ চড়্‌ই ভাতি করা যায়।

এখান থেকে পূর্ব্ব দক্ষিণে বালাসন উপত্যকা ও বাঙ্গালার হরিৎ সমতল ভূমি বেশ সুন্দর দেখা যায়। তবে উপরে গাছ পালা থাকাতে দার্জ্জিলিঙের দৃশ্য ঢেকে গিয়েছে। ঐ গাছ পালার ভিতর দিয়ে খানিক উত্তরে আসলে দার্জ্জিলিঙ পাহাড় ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। প্রাচীন কালে লেপ্‌চা জাতির রাজত্ব কালে ঘোর অপরাধীদিগকে এখান থেকে ফেলে দিয়ে আছড়িয়ে হত্যা করা হত।

সিঞ্চল তাল দেখ্‌বার জন্য দার্জ্জিলিঙ মিউনিসিপ্যালিটীর অফিস থেকে পাশ বা ছাড় পত্র সংগ্রহ করতে দর্শক যেন না ভুলেন। তালটীতে তিনটী পরস্পর সংলগ্ন জলাধার আছে। ধনুকের বা অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় আকৃতি। মোটামুটি দুইশত গজ

লম্বা ও প্রস্থে ৫০ গজ এবং গভীরতা ২৬´ ফুট। চারিদিক
পাহাড়ের নির্ঝরগুলির জল একত্র করে তালের সৃষ্টি। ত
থেকে বরফ পাহাড় দেখা যায় না।

অল্পকয়েক দিনের ভিতর দার্জ্জিলিঙের দ্রষ্টব্যস্থান গু
সংক্ষেপে দেখে শেষ করতে হলে, পরিক্রমায় লিখিতমত প
অবলম্বন করাই উচিত। আর বেশীদিন সময় পেলে প্রধা
প্রধান রাস্তা ধরে এক এক দিন বেড়াইতে হয়। এই ভা
সারাটী সহর ও উহার উপকণ্ঠ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দে
শেষ করতে আরও কিছুদিন বেশী সময় লাগে।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিঙ সহরের ব্যবস্থা

আমোদ প্রমোদ—অবসরকালে চিত্ত বিনোদনের জন্য সাহেবদের ৭।৮টী ক্লাব বা আখ্‌ড়া আছে। যথা—

১। দার্জ্জিলিঙ ক্লাব। ইহাই ভূতপূর্ব্ব প্ল্যান্টার্সদের ক্লাব। কমার্সিয়াল রো নামক রাজপথে অবস্থিত কেভেণ্টারের দোকানের উপরের দিকে স্থাপিত। নিকটবর্ত্তী চা-বাগান থেকে সাহেবরা আমোদ প্রমোদ ও ভাল খানাপিনার জন্য এখানে মাঝে মাঝে সমবেত হন।

২। দার্জ্জিলিঙ জিমখানা ক্লাব। সেণ্ট-এণ্ড্রুজ গীর্জ্জা ও মহাকাল চূড়ার মাঝামাঝি স্থানে স্থাপিত। উহার কোন সভ্যের প্রস্তাব মত নূতন কোন ব্যক্তি সভ্য হতে পারে। এইটিই দার্জ্জিলিঙের সাহেবী সমাজের কেন্দ্রীয় আড্ডা স্থল। এখানে ৭।৮টী টেনিস কোর্ট, ২।৩টি বিলিয়ার্ড টেবিল, রিঙ্কিং, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলবার বন্দোবস্ত আছে। তা ছাড়া বলনাচ, তাস খেলা ও খানা খাবার প্রশস্ত গৃহাদি বর্ত্তমান। ক্লাবের লাইব্রেরীটী অতি উচ্চ ধরণের। উহাতে সর্ব্ব প্রকার মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদি এসে থাকে। ক্লাবের অধীন লেবঙে পোলো ও সিঞ্চলে গল্‌ফ্‌ খেলবার বন্দোবস্ত আছে। কখনো কখনো এখানে থিয়েটারও হয়।

৩। ট্রেডস্ ক্লাব। টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, বিলিয়া
পিংপঙ প্রভৃতি খেল্‌বার বন্দোবস্ত আছে।

৪। ম্যাডান থিয়েটার। মেকেঞ্জি রোডে অবস্থি
বায়োস্কোপ, কনসার্ট প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়।

৫। হিন্দু পাবলিক হল।

৫। বাঙ্গালীদের টেনিস ক্লাব। উহা সেনিটেরিয়ামে
একটু উপরে স্থিত।

৮। মনোবিনোদ লাইব্রেরী, জজ বাজারে অবস্থিত
পাহাড়ী, ভুটিয়া হিন্দুস্থানী ও মুসলমান প্রভৃতি দ্বারা পরি
চালিত। সঙ্গে সঙ্গীত চর্চ্চার ও থিয়েটারের বন্দোবস্ত আছে।

বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদের জন্
দার্জ্জিলিঙ সহরে নানাস্থানে সাহেবদের জন্য নিম্নলিখিতরূপ
আয়োজন আছে। ইহাতেই প্রতীত হবে, তাহাদের এখানকা
শৈলবিহারের জীবন কতটা আমোদ আহ্লাদের ভিতর দিে
কেটে যায়।

টেনিস কোর্ট। প্রায় ২০ কুড়িটা বর্ত্তমান। বিলিয়াড
টেবিল, মাউণ্ট এভারেষ্ট হোটেল, ম্যাডান থিয়েটার
জিমখানা, প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব প্রভৃতি স্থানে ২।১টী করিয়া
বিদ্যমান।

ব্যাডমিণ্টন।—সহরের সর্ব্বত্রই বহু বাড়ীতে এই খেলা
হয়ে থাকে।

অশ্বারোহণ।—এখানকার ভুটিয়া ঘোড়া পাহাড়িয়া দেশে

উপযুক্ত বলে খুব প্রসিদ্ধ। উহা তিব্বত বা ভোটে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হয়ে দার্জ্জিলিঙ, বাঙ্গালা ও বিহার অঞ্চলে বিক্রীত হয়। উহাদের প্রাচীনপূর্ব্বপুরুষগণের বংশধরগণ আজও তিব্বতের উত্তর ও পশ্চিম ভাগে বন্য অবস্থায় বিচরণ করছে।

দার্জ্জিলিঙে ঘোড়াভাড়া করবার সময় দর জিজ্ঞাসা করলে নূতন লোক বলে সহিসদের কাছে ধরা পড়তে হয়। তাহাতে সহিসরা চড়া দর হাঁকে। সহরের নানা স্থানে মিউনিসিপালিটির নোটিস লম্বিত আছে। উহাতে ঘোড়া ভাড়া করবার দৈনিক ও ঘণ্টা হিসাবে দর লিখিত আছে। অশ্বারোহণে পর্য্যটন শেষ করে ঐ মত হারে দর ও তার সহিত আর দু' আনা বক্শিষ দিলেই ঘোড়াওয়ালা সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করে।

কার্ট রোড ধরে লেবঙ, ঘুম, টাইগার হিল, সিঞ্চল তাল, ঘুম পাষাণ প্রভৃতি স্থানে অশ্বারোহণে গমন করা যায়। অক্ল্যাণ্ড, জলাপাহাড় ও ওল্ড্ ক্যালকাটা রোড পথেও অশ্বারোহণে ঘুমে পৌঁছান যায়। অথবা ঘোড়ায় চেপে উপরোক্ত পথগুলি ধরে ক্রমান্বয়ে দার্জ্জিলিঙ-জলাপাহাড়টাকে দুইবার বেড় দেওয়া যায়। দৈনিক ১৬।১৭ মাইল যেতে পারে এইরূপ সর্ত্তে ঘোড়ার দৈনিক ভাড়া যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল ৩৲ টাকা। প্রথম পরিক্রমা মত দার্জ্জিলিঙের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলি এক দিনেই দেখে শেষ করা যায়। আর দ্বিতীয় দিনে ঘোড়ায় বাঁকী সহরটা প্রদক্ষিণ হয়ে যায়। তাহাতে ২।৩ দিনের মধ্যেই সহরটা দেখা শেষ হয়। ইহাতে সময় সংক্ষেপও

হয়, ব্যয় সংক্ষেপও হয়। কারণ বোর্ডিংগুলিতে বর্ত্তমানে দৈনিক দক্ষিণা ৬৲।৭৲ টাকা।

নিম্নের বর্ণনা মত অশ্বারোহণে দার্জ্জিলিঙ সহরটিকে এক দিনের মধ্যেই বেশ মোটামুটি প্রদক্ষিণ করা যায়।

রাত্রি ২॥ আড়াইটার সময় অশ্বারোহণে রওনা হয়ে রেল রাস্তা ধরে ৪ মাইল যাবার পর ঘুম। ঘুম থেকে আর তিন মাইল যাবার পর টাইগার হিল থেকে সূর্য্যোদয় দর্শন। সেখান থেকে ঘুমজীন পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সিঞ্চল তালে গমন করতে আর ২॥ মাইল যেতে হয়। তাল দেখে ঐ পথে ঘুম-জীনে প্রত্যাবর্ত্তন করতে মোট ১৫ মাইল অতিক্রম করা হয়। তারপর ক্যালকাটা রোড বয়ে আর ৪ মাইল এসে দার্জ্জিলি ষ্টেশনে পৌছান যায়। এখান থেকে খাওয়া দাওয়ার পর আর একটা ঘোড়া নিয়ে চৌরাস্তা হতে বেরিয়ে ক্রমান্বয়ে ওয়েষ্ট মল রোড এবং ওয়েষ্ট বার্চ হিল রোড ধরে বার্চ হিল উদ্যানে উপস্থিত হওয়া যায়। পার্কটি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নীচে নেমে অতঃপর কার্টরোড ধরে লেবঙ অভিমুখে যেতে হয়। ৪ মাইল পরেই লেবঙ। দর্শনান্তে রঙ্গীত রোড বয়ে ভুটিয়া বস্তী ও গোম্পা এবং ষ্টেপাসাইডের ধার দিয়ে ৩ মাইল পরে চৌরাস্তায় উঠে আসতে হয়। এই ভাবে দুই বেলায় ২৬ মাইল অশ্বারোহণে বেড়ালে সারা সহরটি ঘুরা হয়ে যায়। ইহাতে ঘোড়ার ভাড়া দেড় দিনের মত লাগবে।

ঘোড়দৌড়—মে ও অক্টোবর এই দুই মাসে প্রতি বৎসর

ঘোড়-দৌড় খেলা ও উহার সহিত টিপ বা জুয়াখেলা হয়। কেবল ভুটিয়া ঘোড়াকেই রেসে (ঘোড়-দৌড়ে) দৌড়িতে দেওয়া হয়।

পোলো—লেবঙ ঘোড়-দৌড় মাঠে পোলো খেলা হয়। সবিশেষ জিমখানা ক্লাবে জ্ঞাতব্য।

গল্‌ফ্—টাইগার হিল পথে সিঞ্চল প্যারেড ভূমিতে গল্‌ফ্ খেলার মাঠ ও আয়োজন আছে। এক ঋতু বা সারা মরসুম খেলবার দক্ষিণা ১৬৲ টাকা, দৈনিক ২৲। অপরাপর খবর জিমখানা ক্লাবে জ্ঞাতব্য।

কনসার্ট ও থিয়েটার—ম্যাডান থিয়েটার, জিমখানা ক্লাব, হিন্দু পাবলিক হল প্রভৃতি স্থানে থিয়েটার অভিনীত হয়ে থাকে। ম্যাডান থিয়েটার জিমখানা ক্লাব, ও নন্দন পার্কে (Children's Park) কনসার্ট বাজান হয়ে থাকে। তদ্ব্যতীত কখনো কখনো টাউন হলে সপ্তাহে একবার লাট সাহেবের ব্যাণ্ড বেজে থাকে।

নৃত্য—মাউণ্ট এভারেষ্ট হোটেলে প্রতি শনিবার ডিনারের পর নাচ হয়। তা ছাড়া টাউন হল ও জিমখানা ক্লাবে প্রায়ই হয়ে থাকে।

বায়োস্কোপ—ম্যাডানে দৈনিক দুইবার বায়োস্কোপ অভিনীত হয়ে থাকে। তা ছাড়া কখনো কখনো জিমখানা ক্লাবেও ইহার অভিনয় হয়।

কীর্ত্তন (বাঙ্গালা), ভজন, কনসার্ট, থিয়েটার, কুস্তি

প্রভৃতি হিন্দুরা কোন কোন সময় হিন্দু পাবলিক হলে অনুষ্ঠান
করে থাকে।

মৎস্য শিকার—তিস্তা, রঙ্গীত, রমম, ছোট রঙ্গীত ও রোঙ
প্রভৃতি চারিদিককার পাহাড়িয়া নির্ঝরিণী ও কল্লোলিনী
গুলিতে অতি সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়। দক্ষিণা প্রদান
পূর্ব্বক দার্জ্জিলিং সুটিং ও ফিসিং ক্লাব থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ
করে ছিপ্ বড়শিতে ঐ সব নির্ঝরিণীতে মাছ ধরা যায়
বর্ষার ঘোলা জল ছাড়া পরিষ্কার জলে সব ঋতুতেই মাছ ধরা
পড়ে। এক ঢল ভারি বর্ষার পর নির্ঝরগুলির ঘোলা জল
৫।৭ ঘণ্টার মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন ঐ সব নির্ঝর-
গুলির সহিত বড় নদীর সংযোগ মুখে ছিপ বড়শীতে খুব
মাছ ধরা পড়ে। দক্ষিণা ৫৲ টাকা। শিকার ও মাছ ধরা
সমেত দুইটির দক্ষিণা বাৎসরিক প্রায় ৩০৲ টাকা।

জানোয়ার শিকার—

বাঘ, গণ্ডার, মহিষ, নেকড়ে বাঘ, ভালুক, বড় লাল হরিণ,
সম্বর হরিণ, বন্য শূকর প্রভৃতি বড় বড় শিকার হিমালয়ের পাদ
মূলে তরাই ও দুয়ার অঞ্চলে পাওয়া যায়। তবে তিস্তার পূর্ব্ব
পারে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত 'দুয়ার' নামে কথিত তরাই
অঞ্চলে ঐরূপ শিকার বেশী মেলার সম্ভাবনা। তিন হাজার
ফুট উঁচু পাহাড়ের গায়ে পাকা মকাই (ভুট্টা) ক্ষেতের ঝোপে
কখনো কখনো বন্য ভালুকের আবির্ভাব হয়ে থাকে। গরমের
সময় কালিমপঙের তোডে ও রচিলা শিখরের দশ

হাজার ফুট উচ্চ অঞ্চলে বন্য হাতী, বাঘ, কুকুর প্রভৃতি আশ্রয় লয়।

শিকার যোগ্য পাখীর মধ্যে বর্ষাকালে দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে হরিয়াল ঘু-ঘু ও কালিমপঙ পাহাড়ে বন্য কুক্কুটাদি পাওয়া যেতে পারে। শিকারের জন্য দক্ষিণা দিয়ে উক্ত ক্লাবের ছাড়পত্র গ্রহণ কর্ত্তব্য।

আশ্রয়ের সন্ধান।

১। দার্জ্জিলিঙ সহরে থাকবার জন্য মাড়োয়ারী প্রদত্ত হিন্দুদিগের জন্য একটী সুন্দর ত্রিতল ধরমশালা আছে। তথায় ৫দিন বিনা ভাড়ায় থাকা যায়। তবে অনুমতি লয়ে আরও বেশী দিন থাকা যায়। পায়খানা, বিজলী বাতি, জলের কল প্রভৃতির বন্দোবস্ত খুব সুন্দর। তবে কেবল নিরামিষ রন্ধন ও আহার এই ধরমশালায় হতে পারে। তবে এজন্য আমিষ-ভোজীদের এখানে থাকা বিশেষ অসুবিধা হয় না। কারণ নানা-রূপ আমিষ আহারের জন্য বাঙ্গালী বোর্ডিং, রেস্তরাঁ সোরাবজী প্রভৃতি অতি নিকটেই আছে। ধরমশালার নেপালী চৌকি-দারের মারফৎ কখনো কখনো রান্নার বন্দোবস্ত হতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব্বে নিকটেই রেস্তরাঁটীতে পাঁচ ছয় আনাতে মাংস ও ভাত পাওয়া যাইত। এ ছাড়া ভারতীয়দের নিম্নলিখিত সরাই বা বোর্ডিং বিদ্যমান যথা—

১। লুইস জুবিলী সেনিটেরিয়াম। রুগ্ন ভারতীয় মোসা-

ফিরিদের জন্য। ৭ দিনের কম থাকা চলে না। ষ্টে থেকে ২।৩ মিনিটের রাস্তা।

২। স্নোভিউ হোটেল। ষ্টেশন হতে ২।৩ মিনিটের প দক্ষিণে রেল রাস্তার উপর অবস্থিত।

৩। গ্র্যাণ্ড মিত্র বোর্ডিং।

৪। হিন্দু বোডিং

৫। অন্নপূর্ণা বোডিং।

সবগুলিই ষ্টেশনের অতি নিকটে। তবে মরসুমে মরসুমে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে দৈনিক চার্জ্জ শ্রেণী হিসাবে যথাক্রমে ১৸৹, ৩॥৹ ও ৫৲ টাকা ছিল, মাসিক ছিল যথাক্রমে ৪৫৲, ৮৫৲ ও ১২০৲ টাকা। পূজার ভিড়ের সময় পূরা দক্ষিণা ও অন্যান্য সময়ে সস্তাতেও বন্দোবস্ত হতে পারত। বর্ত্তমানে দক্ষিণা দৈনিক ৬৲ টাকা থেকে ৭৲ টাকা। উহাতে ৪ বারে বাঙ্গালীর সাধারণ আহার্য্য দেয়।

ইউরোপীয়গণের বড় বড় ৭।৮ টা হোটেল আছে। যথা মাউন্ট এভারেষ্ট, সেনট্রাল, নিউ এল্‌গিন্, ভিন্দামেয়ার, স্লিগো, সুইস, পাইন প্রভৃতি। তদ্ব্যতীত বোডিং আছে। দৈনিক চার্জ্জ ৫৲ টাকা হতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত। অনেক মেম সাহেব বাড়ীতে লজার (lodger) রাখেন।

ভৃত্য—যুদ্ধের পূর্ব্বে ভৃত্যগণের আপখোরাকী ৮৲ টাকা হতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা ছিল। তখন মাসিক ৩।৪৲

টাকায় নেপালী কেটা ও কেটী (বালক ও বালিকা) ভৃত্য পাওয়া যাইত।

মেডিক্যাল সাহায্য—ইডেন সেনিটেরিয়াম ১৮৪২ খৃঃ স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ ইউরোপীয় রোগী লওয়া হয়। এক্স-রের বন্দোবস্ত আছে। জনৈক বাঙ্গালী এম, বি ডাক্তার এখানে আছে। তদ্ব্যতীত সরকারী হাসপাতাল, রামকৃষ্ণ বেদান্তাশ্রমের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি বর্ত্তমান।

স্বাস্থ্য—বড় প্লীহা লক্ষণযুক্ত ম্যালেরিয়া রোগীর পক্ষে দার্জ্জিলিঙ খুব উপকারী স্থান! হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস প্রভৃতির ব্যারামে এই স্থান উপযুক্ত কিনা তৎসম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা আছে। স্নানের সময় শরীরের উষ্ণতার চেয়ে ঠাণ্ডা জল মাথায় দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পেটে ও গায়ে ঈষৎ গরম জল দেওয়াই প্রশস্ত। ইহাতে অবহেলা করলে হিল ডায়েরিয়া বা পেটের অসুখ হতে পারে। এখানকার কুয়াসা বা ফগে প্রচুর ওজন গ্যাস বর্ত্তমান। উহা সেবনে শরীরে রক্ত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

স্কুল

দেশীয় বিদ্যালয়—ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে বৌদ্ধ গোম্পা-দিতে পাঠশালা বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমানে এই সহরে দেশীয়দের জন্য একটী মাত্র সরকারী হাইস্কুল বিদ্যমান। বিখ্যাত তিব্বত

পর্য্যটক শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় অত্র স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। তিব্বত পর্য্যটনে তদীয় সহচর ও সরকারী সার্ভে বিভাগের ছদ্ম বেশী আমিন ও গুপ্তচর উগেন গিয়াশো মহাশয়ও এখানকার তিব্বতী ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। এ ছাড়া বর্ত্তমানে মিউনিসিপালিটীর পরিচালিত একটী বড় পাঠশালা আছে। আর সহরের নানাস্থানে কয়েকটী প্রাথমিক বিদ্যালয় মিউনিসিপাল মিশন স্কুল নামে পরিচালিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ বেদান্তাশ্রমও ২টি অবৈতনিক পাঠশালা, মধ্য ইংরাজি স্কুল প্রভৃতি চালাচ্ছেন। তাহাতে খৃষ্টান, বাঙ্গালী প্রভৃতি মোদেশী (হিন্দুস্থানী), নেপালী, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি ভারতীয় সকল উপজাতির ছেলেরাই পড়ে। হাই স্কুলের উপরের ক্লাশের কয়েকটি ক্লাশ ও ইঁহারা খুলেছেন। একটি হিন্দী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও আছে।

স্ত্রীশিক্ষা—মহারাণী হাই স্কুল নামে ভারতীয় বনাম বাঙ্গালীদের একটী উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় আছে।

মিশনারী বিদ্যালয়—প্রথম লেপ্‌চা স্কুল রেভারেণ্ড ষ্টার্ট দ্বারা ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। তাপর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পাদরী ম্যাকফার্লেন সাহেব শিক্ষক তৈয়ারি, হিন্দী পাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়ন ব্যাপারে ব্রতী হন। বর্ত্তমানে উহা কালিমপং স্কটীশ চার্চ্চের তত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। সেই হ'তে প্রায় সমগ্র জেলায় বিশেষতঃ কালিমপঙ মহকুমার প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন ভার মিশনারীদিগের হস্তে অবস্থিত। প্রাচীন

বিদ্যালয়সমূহের ক্ষীণ অস্তিত্বগুলি কোন কোন গোম্পায় আজও বর্ত্তমান।

ইউরোপীয় শিক্ষায়তন।

জলাপাহাড়ের উপর সেণ্টপল স্কুল। কুলীন ইংরাজ বালক ও সাহেব মহলে প্রতিপত্তিবিশিষ্ট ভারতীয় অভিজাতবংশীয় ছেলেরা এখানে পড়ে থাকে। কেমব্রিজের 'সিনিয়র কোর্স' পর্য্যন্ত পড়ান হয়। সিভিল সার্ভিস, সামরিক কমিশন, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষার বন্দোবস্ত এখানে আছে। উহা কলিকাতা হতে এখানে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইহাকে ৬১,০০০৲ টাকা প্রদান করেন।

সেণ্ট জোসেফ কলেজ।—ক্যাথলিক জেসুইট পাদরীদের দ্বারা পরিচালিত। ১৮৮৮ সালে প্রথম স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানের আবাস স্থানটী বাঙ্গালা সরকার ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইহাকে দান করে। তারপর প্রথম মহা যুদ্ধের পরে প্রধানতঃ আমেরিকার অর্থে ইহার বর্ত্তমান প্রাসাদতুল্য কলেজ ভবন নির্ম্মিত হয়। ব্রিটিশ রাজত্বের ভিতর আমেরিকানরা সদনুষ্ঠানে এত টাকা ঢালে কেন? বিগত প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ছোটনাগপুরে জার্ম্মাণ মিশনগুলির গুপ্ত কার্য্য কলাপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

ডাইও সিস্যান হাই স্কুল।—বার্চহিলের নিকট কার্টরোডের উপর স্থিত। ইয়ুরোপীয় বালিকারা পড়ে থাকে।

লরেটো কনভেন্ট।—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। ইহা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত বালিকাগণের নিমিত্ত হাইস্কুল। কাচারীর নিকট কার্টরোডের নীচে অবস্থিত। উপরোক্ত সমুদয় ইউরোপীয় শিক্ষায়তনগুলিতে 'কেমব্রিজ সিনিয়র' পড়াবার ও পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে।

এতদ্ব্যতীত কুইন্‌স্ হিলস্কুল, ফিণ্টোনা প্রভৃতি আরও কয়েকটি ইংরাজ শিশুদের পাঠশালা আছে।

চার্চ্চ বা গীর্জ্জা। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সেণ্টএণ্ড্রুজ গীর্জ্জা স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত সেণ্ট কলোম্বো, ইউনিয়ন চ্যাপেল, লরেটো কনভেণ্টের চার্চ্চ প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় গীর্জা দার্জ্জিলিঙ সহরে বিদ্যমান। এই সকল গীর্জ্জার কার্য্য নির্ব্বাহ ব্যাপার জানতে হ'লে দার্জ্জিলিঙ ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটীয়ার নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত সরকারী পুস্তক দ্রষ্টব্য।

মন্দির ও মসজিদ—বাজারের উপরে সুন্দর পান্থনিবাস সহ এক মসজিদ বর্ত্তমান। মহাকাল ও দুর্জ্জয়লিঙ্গ শিব (১) গোপাল মন্দির (২), ব্রাহ্ম সমাজ, রাধাকৃষ্ণের মন্দির (৩) এবং রামকৃষ্ণ বেদান্তাশ্রমের মন্দির এই কয়েকটী সামান্য ধরণের হিন্দু মন্দির বর্ত্তমান। আর্য্যসমাজীদেরও একটী মন্দির হয়েছে।

---

(১) অবসার ভেটার হিলে

(২) হিন্দু টাইন হলের নিকটে

(৩) বাজারের মধ্যে

লাইব্রেরী। হিন্দু টাউন হলে বাঙ্গালীদের প্রধান লাইব্রেরী অবস্থিত। সাহেবদের জন্য দার্জ্জিলিঙ ক্লাবের সহিত একটী বড় লাইব্রেরী আছে।

মনোবিনোদ লাইব্রেরী—মনোবিনোদ নামে নেপালীদের তত্ত্বাবধানে একটী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সঙ্গে হিন্দী ও নেপালী গান প্রভৃতিরও চর্চ্চা হয়। নেপালী, ভুটিয়া, বাঙ্গালী মুসলমান আদি বৌদ্ধ, সনাতনী, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি যাবতীয় শ্রেণীর সভ্য অল্পাধিক লইয়া উহা গঠিত। একটি হিন্দী লাইব্রেরী ও আছে।

১৯২১ খ্রীঃ অব্দের সেন্সাস অনুযায়ী।

সহরের লোক সংখ্যা।

দার্জ্জিলিঙ সহরের লোক সংখ্যা মোট ২২৩৫০ জন। তন্মধ্যে

	লোকসংখ্যা
খাস দার্জ্জিলিঙ	২১,০০০
লেবঙ	৫০০
জালাপাহড় ও কাটাপাহাড়	৮৫০
	মোট ২২৩৫০

তন্মধ্যে		
হিন্দু	ব্রহ্মবাদী (১)	১৩১৫০
	শূন্যবাদী বা বৌদ্ধ	৫৯০০
মুসলমান		১০০০
খৃষ্টান		২২০০

(১) সনাতনী, শিখ, জৈন প্রভৃতি যাহারা কোন না কোন ভাবের ব্রহ্মোপাসনা করেন সেই সবহিন্দুগণকে ব্রহ্মবাদী বলা হইত।

১৯৪১ সনে লোক সংখ্যা প্রায় ২৭ হাজার হয়েছে।

গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটীর সময় লোক সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার বেড়ে যায়। তার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা হাজার খানেক। সহরে নেপালী, বাঙ্গালা, হিন্দী, ইংরাজী, ভুটিয়া প্রভৃতি ভাষার চলিত বেশী। ভুটিয়া ও নেপালীদের ভিতর জাতিতে জাতিতে (tribe) বিভিন্ন কথিত ভাষা প্রচলিত। তবে নেপালী কথা মোটামুটি সকলেই বুঝতে পারে।

এখানকার বহু বাড়ীর মালিক বাঙ্গালী। তাই ১৯২৮ সালে মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে ১৮টী নির্ব্বাচিত সভ্যের মধ্যে ৮।৯টী বাঙ্গালী অধিকার করে। আর নেপালী, ভুটিয়া, মুসলমান, বিহারী ইউরোপীয়গণ প্রত্যেকে ২।১ টু একটী করিয়া সভ্যপদ অধিকার করে। ইহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদিগের প্রভাব সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিঙ জেলা

অধিবাসীদের কথা—

দার্জ্জিলিঙ জেলার আধুনিক ইতিহাস—দার্জ্জিলিঙ সহর ও উহার নিকটস্থ অল্প একটু স্থান ১৮৩৫খৃঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট 'সীকিমপটীর রাজার' নিকট হতে ইজারা লন। বাৎসরিক খাজনা ৩০০০৲ টাকা এইরূপ ধার্য্য হয়। তখন কিন্তু বর্ত্তমানের দার্জ্জিলিঙ সহরটীতে মাত্র কয়েকঘর লোকের বাস ছিল। সে সময়ে উহা সামান্য একটী বস্তী মাত্র। সিকিম রাজার আদেশে বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ ও সিকিম পর্য্যটক হুকার সাহেব এবং জেলা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাম্বেল এই দুইজন ইংরাজ পুরুষ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সিকিম পরিভ্রমণকালে বন্দী হন। তৎকালে তাঁহারা সিকিমের উত্তরে চোমনাগো ও চোলা গিরিসঙ্কট পথে পর্য্যটনে ব্যাপৃত ছিলেন। সেজন্য ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সিকিমের সহিত ইংরাজের একটা যুদ্ধ বাধে। এবং শাস্তি স্বরূপ সিকিমের অন্তঃপাতী সমগ্র তরাই (হিমালয়ের পাদদেশ) ও বড় রঙ্গীত নদীর দক্ষিণস্থ বর্ত্তমান দার্জ্জিলিঙ জেলার পশ্চিমাংশ অধিকৃত হয়। ১৮৬০।৬১ খৃষ্টাব্দে আর একবার ব্রিটিশ সেনা সিকিম অভিযানে গমন করে। ফলে সিকিমের শাসন ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনেক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয় সেনা জলাপালা গিরিসঙ্কট পথে ঐ প
হতে ১২ মাইল দক্ষিণস্থিত লিঙটু (১২৬১২´ ফুট) অধিক
করে। তখন ব্রিটীশ সৈন্য পুনরায় সমর অভিযানে গম
করে এবং আক্রমণের পর তিব্বতীয়দিগকে জলাপালার অপ
পার পর্য্যন্ত তাড়িয়ে দেয়। সেই অবধি সিকিমরাজ্যে
প্রটেক্‌টোরেট বা ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য করা হয়েছে।

দার্জ্জিলিঙের এত উন্নতি, তাহা শুধু তিন জন ইংরা
রাজপুরুষের জন্য। প্রথম জেনারেল লয়েড। তিনি এ
স্থানে একটি সহর গড়বার কল্পনা নিয়ে এই স্থানটী নির্ব্বাচ
করেন। তজ্জন্য ইহা ইজারা নেবার জন্য ইংরাজ সরকারে
প্ররোচিত করেন। তখন উদ্দেশ্য ছিল—

"At one time, optimistic hopes were ente
tained that a large European colony woul
be established in the district. Berian Hougl
ton Hodgson looked forword.........., also tc

'Agricultural settlements by the Britis
race ; and he hopefully pointed out that wit
the backing of fifty to one hundred thousan
loyal hearts and stalwarts of Saxon moul
our empire in India might safely defy wor
in arms against it.' Bengal District Gazete
—Darjeeling by L. S. S. O'mally I. C. S. Ca
Cutta 1907. pp. 37.

অর্থাৎ "একসময়ে খুব আশা করা গিয়েছিল যে এই জেলায় একটী বড় ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে উঠবে। হগসন সাহেব ইহাও আশাকরেছিলেন যে এখানে ব্রিটিশ জাতির কৃষি-কর্ম্মে নিরত একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হবে; এবং তিনি এই প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করেছিলেন যে 'এ দেশবাসী পঞ্চাশ হাজার বা একলক্ষ বীর ও সাম্রাজ্য ভক্ত এ্যাংলো-স্যাকসন জাতির সহায়তা থাকলে, আমাদের ভারত সাম্রাজ্য সমগ্র পৃথিবীর সশস্ত্র বিরুদ্ধাচরণকে অক্লেশে উপেক্ষা করতে পারবে।"

দার্জ্জিলিঙের উন্নতির দ্বিতীয় কারণ ইহার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্যাম্বেল সাহেবের চেষ্টা। তিনি চা বাগানের প্রবর্ত্তনা করেন ও চাষ এবং মজুরী কাজের জন্য বহু নেপালীর আমদানী করেন। তারপর হতে দলে দলে নেপালীরা এসে দার্জ্জিলিঙ জেলা ও সিকিমে বসবাস স্থাপন করেছে। ইহাদের দ্বারাই দার্জ্জিলিঙ ও সিকিমের নানাদিকে উন্নতি সাধিত হয়। দার্জ্জিলিঙের উন্নতির তৃতীয় কারণ লর্ড নেপীয়র। তিনি তাঁর ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা সমতলভূমি হতে এখান পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যাতায়াতের পথ সুগম করে দেন।

দার্জ্জিলিঙ জেলা ও নিকটস্থ হিমালয় অঞ্চলের ইতিহাস।

দার্জ্জিলিঙ জেলার অন্তর্গত কালিমপঙ মহকুমার পূর্ব্বাংশ পূর্ব্বে ভুটানের অধিকারভুক্ত ছিল। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভুটান কোচ রাজাদের অধীনে ছিল। দার্জ্জিলিঙ জেলার পূর্ব্ব নাম মোরুঙ। মোরুঙ, ভুটান ও দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি

ও রংপুর জেলাত্রয়ের উত্তরাংশ, বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্য, সমগ্র আসাম এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান ব্যাপিয়া সেকালে বোদো বা বড় জাতিগণের আধিপত্য ছিল। অধুনা কোচ, মেচ, ত্রিপুরা, রাজবংশী প্রভৃতি নামে পরিচিত উপজাতিগণ ঐ বোদো জাতির শাখা প্রশাখা। কোচবিহার রাজের সেনাপতি মহাবীর চিলারায় উক্ত সমগ্র ভূখণ্ড এককালে (১) অধিকার-পূর্ব্বক কোচরাজ্যের অধীনে আনয়ন করেন। পৌরাণিক যুগে ঐ সমগ্র ভূভাগ প্রাগজ্যোতিষ রাজ্য নামে অভিহিত ছিল। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভুটান তিব্বতীয় জাতিগণের এক শাখা জাতি বা ট্রাইব দ্বারা অধিকৃত হয়। তখন টেফুনামীয় কোচ-জাতির এক শাখা উহার অধিবাসী ছিল। বর্ত্তমানে তিব্বতী ভুটিয়াদের বংশধরদের সংখ্যাই ভুটানে বেশী। কোচরাজত্ব পর্য্যন্ত ভুটানে তন্ত্রশাস্ত্রের খুব চর্চ্চা ছিল। গুরু পেমা বা পদ্ম সম্ভবও ওখানে গমনপূর্ব্বক একটি গোম্পা প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে এক বিদ্রোহী কোচ রাজপুত্র গোপনে মোরুঙে পলায়ন করেন। তাঁহাকে ধরে পাঠাবার জন্য কোচ রাজা মোরুঙ রাজার উপর এক আদেশ প্রেরণ করেন, এই কথা ইতিহাসে আছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে তৎকালে মোরুঙের সহিত কামরূপ, কোচবিহার প্রভৃতি রাজ্যের পরস্পর আদান প্রদান ছিল। প্রাচীন যুগ হতে এই সকল অঞ্চল যে ভারতীয় কৃষ্টিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা এই সব সম্বন্ধ

(১) ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে।

দ্বারাই নির্নীত হয়। উহাদের চিহ্নস্বরূপ আজও চিলা-
পাতার অরণ্যে বানিয়াগড়ে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব
বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত জলপাইগুড়ির পশ্চিমে অসুরগড়,
কোকাতীর্থস্থ বরাহখণ্ড, এবং পূর্ব্বে জল্পেশ মন্দির, চিলাপাতাস্থ
বানিয়াগড় প্রভৃতি এই অঞ্চলেই অবস্থিত। এখানকার ইট-
গুলি টালি আকারের এবং দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বেকারও
হতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে প্রাচীনতর পীঠস্থানের উপরে
পরবর্ত্তী যুগে ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরাদি সাধারণতঃ নির্ম্মিত হয়।
অথর্ব্ববেদে, ও নানা পুরাণে যে নরকাসুর ও দেবাসুর-সংগ্রাম
প্রভৃতির কাহিনী আছে, তাহাদের ভৌগলিক পীঠস্থান এই
পূর্ব্বভারতেই পাওয়া যায়। এই সব ভৌগলিক সাক্ষ্য প্রাচীন
আর্য্য ও তাহাদের প্রতিবেশী অসুরদের আদি বাসভূমি সম্বন্ধে
কতটা আলোক সম্পাত করতে পারে, তাহার আলোচনা মল্লি-
খিত "পৃথিবীর ইতিহাসে" সন্নিবিষ্ট করবার বাসনা থাকল।
কোচবিহারের রাজসরকার এবং গৌরীপুর ও বিজনী প্রভৃতির
রাজগণ যদি এ বিষয়ে একটু মনোনিবেশ করেন, তবে বাঙ্গালার
ইতিহাসের এক গৌরবজনক পৃষ্ঠার পুনরুদ্ধার সাধিত হবে।
বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও এ বিষয়ে
অগ্রসর হতে পারেন। ইংরাজাধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে
হিমালয়ের এই সব তরাই অঞ্চল দুর্ভেদ্য অরণ্যে আচ্ছাদিত
হয়। উহাতে ব্যাঘ্র, গণ্ডার, হস্তী ও তদপেক্ষাও ভীষণ তরাই
জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়! হয়তো তিব্বতীয় জাতি দ্বারা ভুটান

প্লাবন সময়ে উহাই চীনের দেওয়ালের ন্যায় তৎকালে বাঙ্গালাকে রক্ষা করতে কতকটা সাহায্য করেছে। এই রক্ষা ব্যাপারে কোচ, রাজবংশী, মেচ প্রভৃতি উপজাতির বাহুবলের কথা ভুললেও অন্যায় হবে।

তিব্বত, সিকিম প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমানে পীত উষ্ণীষধারী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশী। এই মতে ভিক্ষুগণ বিবাহ করতে পারে না। গত সপ্তদশ শতাব্দীতে এই তন্ত্র তিব্বত হতে সিকিমে প্রবর্ত্তিত হয়। সিকিমের বর্ত্তমান রাজবংশ ভুটিয়া বা তিব্বতীয় বলে বিবেচিত হয়। তাহা কতটা সমিচীন বিবেচ্য। এই বংশ প্রাচীন ভারতের সূর্য্যবংশীয় কৌশল নৃপতি প্রসেন-জিতের বংশধর বলে আত্মপরিচয় দেয়। আর একটা কিম্বদন্তী আছে যে এই রাজবংশ শাক্যসিংহের বংশধর। তিব্বতীয় প্লাবন ও অধিকারের পূর্ব্বে সিকিমের অধিবাসী লেপ্‌চা উপজাতীয় ছিল। রাজাও ঐ জাতীয় ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজপুত্র ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত সাভারের রাজজামাতা পণ্ডিত পদ্মসম্ভব নেপাল, তিব্বত, ভুটান এবং সম্ভবতঃ সিকিম দেশেও লাল উষ্ণীষধারী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা করেন। শুনা যায়, ইংরাজাধিকারের পর হতে লেপ্‌চা জাতি পূর্ব্বাপেক্ষা নির্জীব হয়েছে ও লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ হতে নেপালের গুর্খারা কাশ্মীর থেকে ভুটান অবধি সমুদয় হিমালয় প্রদেশে ক্রমশঃ নিজ আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নেপালীরা সমগ্র

ভারতভূমি হতে ইংরাজ ও মুসলমান রাজের উচ্ছেদপূর্ব্বক হিন্দু রাজত্ব স্থাপনাকল্পে গোপনে মহারাষ্ট্রকে আহ্বান করে। এই সঙ্কল্প পূর্ব্বাহ্লে অবগত হয়ে ইংরাজগণ জেনারেল অক্টারলোনীর অধীনে যুদ্ধ ঘোষণাপূর্ব্বক সিকিম ও তিহরী রাজ্যকে নেপালের গ্রাস হতে মুক্ত করেন। তদবধি নেপালের রাজ্যবিস্তার পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে যথাক্রমে সিকিম ও তিহরীর ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য দ্বারা সীমাবদ্ধ ও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কথিত আছে, নেপালের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি জঙ্গবাহাদুর সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজকে এই আশায় সাহায্য করে যে, পরে ইংরাজ নেপালকে সিকিম ও ভুটান অধিকারে বাধা দেবেন না। যাহা হো'ক পরে ইংরাজের অসম্মতিতে সিকিম ও ভুটান নেপালের গ্রাস হতে রক্ষা পেয়েছে।

সিকিম, ভুটান ও তিব্বতের লিখিত ভাষা প্রায় এক, এবং অক্ষর ও বর্ণমালা ভারতজাত। চীনজাত নহে। কিন্তু তিব্বতী, ব্রহ্ম, চীন ও জাপানী ভাষা একই মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন। নেপালের উত্তরাঞ্চলের ট্রাইব বা উপজাতি সমূহ, এবং লেপ্‌চা, তিব্বতী, সিকিমী, চীন প্রভৃতি জাতিসমূহ এক মহা মোঙ্গোলীয় জাতির শাখা প্রশাখা। উহাদের মাথা চওড়া। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী মহাবীর চেঙ্গিসখাঁ এই মোঙ্গোল জাতীয় ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি প্রথমে মধ্য এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় ও একীকরণপূর্ব্বক এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তারপর চীনসাম্রাজ্য, খলিফাদিগের মুসলমান

সাম্রাজ্য, এবং অবশেষে হাঙ্গেরী, রুশিয়া প্রভৃতিসহ অর্দ্ধেক ইউরোপ বিজয় করেন। নিজে বৌদ্ধ বলে হয়তো বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতের দিকে তিনি অভিযান করেন নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে চেঙ্গিস খাঁর ন্যায় বিজয়ী বীরের সমকক্ষ আর কেহ নাই। ইন্দোলজিষ্ট (১) পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে, মধ্য এশিয়ার প্রাচীনতর তোকারী, ভারতীয় ও ইরাণীয় অধিবাসী-দিগের সহিত এই মোঙ্গোল জাতির মিশ্রণ হয়ে বর্ত্তমান তুর্কী জাতির সৃষ্টি হয়েছে। কেহ কেহ বলেন, তুর্কী ভাষার সহিত দ্রাবিড় ভাষার মিল আছে। মোঙ্গোল জাতীয় বলে ভুটিয়া, মগ প্রভৃতিকে অনেক বাঙ্গালী হেয়জ্ঞান করে। তাই তাদের পূর্ব্ব গৌরবের কথা একটু উল্লেখ করা গেল।

ধীমল, মেচ প্রভৃতি উপজাতি মোরুঙ প্রদেশের হিমালয়ের পাদদেশস্থ তরাই প্রদেশে বাস করে। তরাইয়ের ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জঙ্গলেই তাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকত। ইংরাজ আমলে তরাইয়ের জঙ্গল পরিষ্কার আরম্ভ হলে উহাদের স্বাস্থ্য সেখানে ভাল টিকে নাই। বর্ত্তমানে কামরূপ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় মেচ জাতি ছড়িয়ে পড়েছে। মেচ জাতীয় সাধারণ লোকের মধ্যে কালিপূজা ও এক সর্ব্বপ্রভু ঈশ্বর ইত্যাদি সম্বন্ধে হিন্দু-মতের অনুযায়ী ধারণা ও পূজা আজও প্রচলিত আছে। কোচ দিগের সুবিস্তৃত রাজ্য বিস্তার এই সকল জাতির কৃষ্টির দ্বারাই সাধিত হয়েছিল। তাঁহাদের অভ্যুদয় সময়ে কামরূপ প্রভৃতি

(১) হিন্দুতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণাকারী পণ্ডিতগণ।

অঞ্চলে তন্ত্রশাস্ত্রের অভ্যুত্থান ও সবিশেষ চর্চ্চা হয়। কালক্রমে তাহাদের রাজ্য নষ্ট হয়ে যায়, এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অবনতি আরম্ভ হয়। কালিপূজা প্রভৃতি বর্ত্তমানে প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলি উহাদের তৎকালীন কৃষ্টির স্মৃতিস্বরূপ ক্ষীণ চিহ্ন মাত্র।

দার্জ্জিলিঙ জেলার লোকসংখ্যা।

১৯২১ সালে মোট লোকসংখ্যা ২,৮২,৭৪৮ জন ছিল। তন্মধ্যে সদরে লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশী, প্রায় এক লাখের উপর। কালিমপঙ মহকুমায় ৬০ হাজার, কার্সিয়াং মহকুমায় ৪০ হাজার ও শিলিগুড়ি মহকুমায় ৭৫ হাজার। মোট হিন্দু সংখ্যা ২,০১,৩১৬। মুসলমান ৮৫১৬। ইহাদের অধিকাংশ শিলিগুড়ির নিকটবর্ত্তী সমতলভূমিতে বাস করে। কার্সিয়াং, দার্জ্জিলিঙ ও কালিমপঙ সহরে কয়েক শত হিল মেহামেডান আছে। যে সকল বিদেশী মুসলমান এ অঞ্চলে প্রবাস যাপন কালে পাহাড়ী কন্যা গ্রহণ করেছিল, তাহাদের সন্তান সন্ততি ঐ নামে পরিচিত হয়। এদেশীয় খৃষ্টান সংখ্যা মোট ৮ হাজার। ভূত প্রেত উপাসক ১২,৬৪১। অধিকাংশ শিলিগুড়ি মহকুমাতে বাস করে। অর্থাৎ ইহারা ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল হতে আগত চা বাগানের কুলী প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৫২ হাজার বৌদ্ধ আছে। উহাদের অধিকাংশ সদর ও কালিমপঙ মহকুমাতে বাস করে। ১৯৩১ সনে জিলার মোট লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৩,৭৬,০০০। খৃষ্টান ও মুসলমান জন সংখ্যা প্রায় পূর্ব্ববৎ আছে।

খৃষ্টধর্ম্মান্দোলন।

দার্জ্জিলিঙ সহরে ২২০০ ও সমগ্র জেলায় ৮০০০ এইরূপ খৃষ্টান ১৯২১ সনে ছিল। ইহাদের মধ্যে গোরা পল্টন, ছাত্র, ছাত্রী ও বাসিন্দা প্রভৃতি নিয়ে ইউরোপীয়গণের সংখ্যা হাজার দেড়েক হবে। দেশীয় খৃষ্টানগণের মধ্যে অর্দ্ধেক সিকিমের আদিম অধিবাসী লেপ্‌চা উপজাতীয়। তা ছাড়া খাম্বু ও তথাকথিত অনাচরণীয় কামী প্রভৃতি জাতির মধ্য হতে বহুতর লোক খৃষ্টান হয়েছে। এতদঞ্চলে প্রথম খৃষ্টীয় আন্দোলন একদল জার্ম্মাণ পাদরী দ্বারা ১৮৪১ খৃঃ আরম্ভ হয়। তাঁহারা মোরাভিয়ান নামে পরিচিত ছিলেন। সহরের উপকণ্ঠে তাকবর পাহাড়ে তাঁহাদের প্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়ার দরুণ উহা পরে উঠে যায়। অতঃপর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডীয় চার্চ সম্প্রদায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের অধীনে দুইজন জার্ম্মান পাদরী তরাই অঞ্চলস্থ মেচ ও রাজবংশী জাতির মধ্যে এবং ম্যাকফার্লেন সাহেব পাহাড়িয়া উপজাতিগণের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহারা প্রচারের সুবিধার জন্য সমগ্র দার্জ্জিলিঙ অঞ্চলটী চারিটী বিভাগে বিভক্ত করেন। যথা—প্রথম,—তরাই ও কার্সিয়াংসহ দার্জ্জিলিঙ বিভাগ; দ্বিতীয়,—ডুয়ার অঞ্চল এবং পূর্ব্ব হিমালয় মিশনসহ কালিমপঙ বা গিল্‌ড্‌ মিশন বিভাগ। ৩য়—ইউনিভার্সিটী মিশন। ইঁহাদের অধীনে সিকিমের প্রচারকার্য্য ও কালিমপঙ সহরের দেশীয় পাদরীগণের শিক্ষায়তনটি পরিচালিত হয়।

চতুর্থ,—মহিলা মিশন বিভাগ। উঁহারা দার্জ্জিলিঙ ও কালিমপঙের পাহাড়িয়া বালিকা ও স্ত্রীলোকগণের ভিতর প্রচার চালিয়ে থাকেন। নেপালী, লেপচা ও তিব্বতীয় ভাষায় প্রচারকার্য্য চালান হয়।

তিব্বতীয়গণের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাবার জন্য স্ক্যাণ্ডি-নেভিয় দেশীয় 'এলায়েন্স মিশন' ঘুমে একটী কেন্দ্র ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্থাপনা করেন। এই গেল খৃষ্টীয় প্রটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা।

রোম নগরের ক্যাথলিক কর্ম্মকর্ত্তৃগণ তিস্তার পশ্চিমপার্শ্বস্থ তরাই অঞ্চলে প্রচারকার্য্য চালাবার ভার কলিকাতার জেসুইট-গণের হস্তে সমর্পণ করেছেন। আর তিস্তার পূর্ব্বপারে কালিমপঙ ও ব্রিটিশ ভূটান অঞ্চলে প্রচারের ভার মধ্য বাঙ্গা-লার মিলান মিশনের উপর ন্যস্ত করেন। এ ছাড়া অপর এক ক্যাথলিক সম্প্রদায় দার্জ্জিলিঙ সহরে এক অবৈতনিক বিদ্যা-লয় ও এক অনাথ আশ্রম স্থাপন করেছেন। পূর্ব্ব তিব্বতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ব্যপদেশে রোমান ক্যাথলিক মিশনের এক কেন্দ্র কালিমপঙের নিকটস্থ পেড়ুঙগ্রামে স্থাপিত। উহার অধীনে কয়েক মাইল মাত্র দূরে এক পাহাড়ের গায়ে মারিয়াবস্তী নামে এক গ্রাম আছে। পাহাড়িয়া খৃষ্টানগণের এক কলোনি বা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টগ্রামখানি পেড়ুঙের মিশনের হাতে সমর্পণ করেছেন। সেখানেও একটী গীর্জ্জা ও বর্দ্ধিষ্ণু খৃষ্ট সম্প্রদায় বিদ্যমান। ফাদার ডেসগোডিনো ১৮৫৬ খ্রীঃ

ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। উদ্দেশ্য ছিল,—ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সিকিমের দিক দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করা। কিন্তু উহাতে তিনি তৎকালে অকৃতকার্য্য হন। অবশেষে চীন ও পূর্ব্ব তিব্বতসীমান্তে চিয়াম্‌দো এবং ব্যাটুম নগরে ২২ বৎসর কাল বাস করেন ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। তারপর অবশেষে ১৮৮২ খৃঃ পেডুঙে বর্ত্তমান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠীত করেন। অদ্ভুত অধ্যবসায় বটে! জেলা গেজেটীয়ার মতে কালিমপঙ মহকুমার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। গেজেটীয়ার মতে সেকালে ৩৪টী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১১০০ বালক বালিকা অধ্যয়ন করত। মিশনরী ও চা বাগানের সাহেবদের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য জেলা অপেক্ষা দার্জ্জিলিঙ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বেশী হয়েছে।

লোক ও জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি

নেপালী হিন্দু—দার্জ্জিলিঙ এবং সিকিম রাজ্যের সমগ্র অধিবাসীর প্রায় বার আনা লোক নেপালী হিন্দু। নেপালী-দের ভিতর নিম্নলিখিত উপজাতি বা ট্রাইব বর্ত্তমান। যথা দামই, গুরং, খাম্বু, কামী, খস, লিম্বু, মগর, নেওয়ার, সেরপা, সুনোয়ার প্রভৃতি। ইহারা সবাই হিন্দু। তাছাড়া উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ, এবং ক্ষত্রিয় জাতিও আছে। নেপালীরা খাদ্যাখাদ্য বিচার পূর্ব্বক নিজেদের মধ্যে কয়েকটা স্তর সৃষ্টি করেছে। ব্রাহ্মণ ও ছত্রীরা (ক্ষত্রিয়গণ) মাছ এবং মেষ, পাঁঠা ও হরিণের

মাংস খেতে পারে। উক্ত উভয় জাতিই ভাত ব্যতীত আর সব রান্নাই অপরাপর আচরনীয় জাতির হাতে খেয়ে থাকে। অর্থাৎ ডাল, রুটী, তরকারি প্রভৃতি রান্না অগ্রাহ্য নহে। যাহারা গরু খায় তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্পৃশ্য বিবেচিত হয়। ব্রাহ্মণ, ছত্রীর পরে গুরুং, নেওয়ার, মগর, প্রভৃতি। ইহারা ব্রাহ্মণ ও ছত্রীর খাদ্য মাছ ও মাংস ছাড়া মুরগীও খায়। যাহারা শূকর খায়, তাহারা এদের চেয়ে নিম্ন বলে বিবেচিত হয়। আর সকলের নীচে—যাহারা গরু খায়। আশ্চর্য্যের বিষয় কামী বা কামার জাতি অনাচরনীয়। বাঙ্গালা দেশে তাহারা সম্পূর্ণ আচরনীয় জাতি। গোখাদক হলেও লেপচার জল অনাচরণীয় নয়। কথিত আছে জনৈক লেপচা জেনারেল এই অঞ্চলে নেপালের অধিকার বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করে।

নেপালীদের ভিতর অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহভঙ্গ ও বিধবার পুনর্বিবাহ প্রথাও বিদ্যমান। অসবর্ণ বিবাহ ব্যাপারে অনুলোম ও প্রতিলোম উভয়বিধ বিবাহ প্রচলিত। প্রতিলোম বিবাহে জাত সন্তানাদি অন্ত্যজ বলে ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হয় না। স্বাধীন নেপালেও এই সব উপনিবেশস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় উহাই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বলে গৃহীত হয়েছে। সিকিম ও দার্জ্জিলিঙ জেলায় ব্রাহ্মণ অবধি যে কোন দুই বিভিন্ন জাতীয় নরনারীই বিবাহ বন্ধনে স্বামীস্ত্রী ভাবে বসবাস করে থাকে। কন্যা সন্তান

মায়েরজাতি এবং পুত্র সন্তান পিতার জাতি প্রাপ্ত হয়। কখনো বা উভয়ে মাতার জাতিও প্রাপ্ত হয়। মোট কথা এই অঞ্চলে কিছুই বাঁধাধরা প্রথায় দাঁড়ায় নাই।

ইহাদের মধ্যে গরীব ও খেটেখাওয়া লোকের মধ্যে সহজেই বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বিবাহে কন্যা পক্ষ পণ স্বরূপ সাধারণতঃ৭০।৮০৲ টাকা পাইত। প্রথমবার বিবাহবিচ্ছেদে পূর্ব্বতন স্বামী সেই অর্থ ফেরৎ পেয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় স্বামীকে উহা প্রদান করতে হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহবিচ্ছেদে দ্বিতীয় স্বামী তৃতীয় স্বামীর নিকট হতে ৬০৲ টাকা এইরূপ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইত। তৃতীয়বারের ক্ষতিপূরণ তদপেক্ষা কিছু কম। চতুর্থবার হতে কিছুই দিতে হয় না। এই ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহগুলি মহাভারতের যুগে প্রচলিত হরণ পূর্ব্বক বিবাহ করার বর্ত্তমান রূপ। নূতন স্বামী তাহার মনোমত ভাবী স্ত্রীকে হরণ করে এনে কিছুকাল লোকনিন্দার মধ্যে বাস করে। তারপর গ্রাম্য সমাজকে সন্তুষ্ট করে এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা একটা শাস্ত্রসম্মত আনুষ্ঠানিক বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করে নেয়।

বৌ-চুরি ধরে ক্ষতিপূরণ আদায়ে সাহায্য করা এই অঞ্চলের পুলিশের একটা প্রধান কাজ। তার কারণ হয়তো এখনো উপনিবেশ স্থাপনের যুগ চল্‌ছে। একজন যেনতেন প্রকরেণ জীবনের একটা সঙ্গিনী জুটিয়ে নিজেদের পাহাড় ছেড়ে

পালিয়ে গেল। তার পর একেবারে বহুদূরে গিয়ে হয়তো ভুটান, আসাম অথবা বর্ম্মায় গিয়ে বসতি আরম্ভ করল।

অনেক নেপালী নানা গুরুতর অপরাধ করে নেপাল হতে পালিয়ে গিয়ে দার্জ্জিলিঙ, সিকিম প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করেছে। নেপালের নেওয়ারগণ কতক বৌদ্ধ কতক সনাতনী হিন্দু এবং উহার এক অংশের স্বাধীন অধিপতি ছিল। উহাদের মধ্যে যাহারা ঐরূপভাবে পালিয়ে আসে, তাহারাও এখানে এসে অপরাপর সনাতনী হিন্দুদের সহিত সমাজভুক্ত হয়ে মিশে যায়। এবং নিজদিগকে একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপালের লোক বলে গর্ব্ব প্রকাশ করে।

সের্‌পা ও লিম্বুর মধ্যে বৌদ্ধ ও সনাতনী হিন্দু, এই দুই শ্রেণীই বর্ত্তমান। উভয়ের মধ্যে খাওয়া ছোঁওয়া আছে। বিবাহাদি হলে পুত্র কন্যাদি এখানকার সাধারণ প্রথামত যথাক্রমে পিতা বা মাতার জাতি প্রাপ্ত হয়। স্থান ত্যাগ করলে পিতা অনেক সময়ে পুত্রকে সঙ্গে করে লয়ে যায়। এবং নিজ সমাজে প্রচলন করে দেয়।

কামী, দামী প্রভৃতি নেপালী জাতিগণ পূর্ব্বে অনাচরণীয় ছিল। আজকাল ঐ প্রথা অনেকটা শিথীল হয়ে আস্‌ছে। কামীদের মধ্যে শিক্ষিত চাকুরে বাবুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ত্তমানে মগর, গুরুঙ প্রভৃতি অনেক উপজাতি ক্ষত্রিয় বা ছত্রী বলে পরিচয় দিচ্চে। তাহাতে উহাদের বাঙ্গালী প্রভৃতি

মোদেশীয় (১) হিন্দুদের গৃহস্থালীতে কাজ জুটে যাচ্ছে। উপরোক্ত প্রথামত সব সময়েই যে ইহাদের আচার ব্যবহারাদি নিয়মিত হয়, এমন কিছু বাঁধাধরা নিয়ম আজও ইহাদের মধ্যে দাঁড়ায় নাই। সময় ও স্থান বিশেষে উহার ব্যতিক্রমও হয়।

এইসব সামাজিক কারণে নেপালী জাতির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। দার্জ্জিলিঙ, সিকিম, ভুটানের দক্ষিণভাগ ও আসামের অনেকস্থান উহাদের বসতি দ্বারা পরিপুর্ণ হচ্ছে। কালে হয়তো কাশ্মীর হতে উত্তর ব্রহ্ম অবধি সমুদয় হিমালয় অঞ্চল উহাদের দ্বারা অধ্যুষিত হয়ে পড়বে। বর্ত্তমানে ঐ সুবৃহৎ অঞ্চলে যে সমস্ত পার্ব্বত্য উপজাতি আছে, তাহারা কালক্রমে নেপালীদের সহিত মিশে যেতে পারে। কারণ—২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বেও নেপাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যেই একটী ক্ষুদ্র রাজ্য তখন থেকে ধীরে ধীরে সমগ্র নেপালে অধিকার বিস্তার পূর্ব্বক বর্ত্তমান নেপাল রাজ্য গঠন করে। পূর্ব্বতন উপজাতিগুলি তাহাদের রাজ্য হারিয়ে বর্ত্তমানে এক বৃহৎ নেপালের অংশ বলে পরিচয় দিতেছে এবং গৌরব ও শ্লাঘা বোধ করছে। যথা সিকিম সীমান্তের পূর্ব্বতন কিরাতগণ। ইতিমধ্যে এই ধারা মত উক্ত বিশাল হিমালয় অঞ্চলের নানা স্থানে নেপালী উপনিবেশ গড়ে উঠছে। পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে নেপালের উপজাতিসমূহ নেপালের বাহিরে গিয়ে, ক্ষত্রিয়

(১) ভারতের সমতল ভূমির অধিবাসীদিগকে নেপালীরা মোদেশী বলে

পরিচয়ে স্থানীয় অঞ্চলের কন্যাদি গ্রহণ করে। তারপর সেই অঞ্চলে নূতন ঘর সংসার পেতে যায়। সেখানে তারা সগর্ব্বে স্বাধীন নেপালের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। বর্ত্তমানের সনাতনী হিন্দু আচারের বহির্ভূত এই সব প্রথাদি কিরূপে এই সব অশিক্ষিত জনগণ গ্রহণ করছে, তাহা চিন্তার বিষয়। মনে হয়, নিজেদের ক্ষত্রিয় বোধ তাহাদের অন্তর্চেতনায় ভাবান্তর ও বিপ্লব উপস্থিত করেছে। রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ এই সব প্রথা অবলম্বন করত। বর্ত্তমানকালে তাহারাও ঐ সব পূর্ব্বপুরুষগণকে অনুসরণ করছে মাত্র, এই মনে করে তাহারা হয়তো তাহাদের কৃতকার্য্যের জন্য সমর্থন ও সাহস পাচ্ছে। হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ উদার সামাজিক ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানের গোঁড়ামিপূর্ণ মনুস্মৃতি শাসিত সমাজ ব্যবস্থা সমগ্র ভারতে প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে কনোজিয়াগণ কায়েম করে। পূর্ব্বে পুষ্যমিত্র প্রভৃতির যুগে তাহাদের চেষ্টা আংশিক সফলতা লাভ করেছিল। বর্ত্তমানের গতি দেখে আমার মনে হয়, পরস্পর লেনদেন দ্বারা সমগ্র হিমালয় অঞ্চলে নেপালী বা তদনুরূপ কোন পরস্পর সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ এক পাহাড়িয়া সমাজ গড়ে উঠবে। পরস্পর লেনদেন শূন্য ও পৃথক পৃথক অচলায়তনে নিবদ্ধ উপজাতিগণের বর্ত্তমানকালীন বিভিন্ন সমাজ থাকবে না।

নেপালীদের এই সব উদার সমাজ ব্যবস্থাকে অনাচার বলে ব্যঙ্গ এবং ঘৃণা প্রকাশ করতে বাঙ্গলা ও পশ্চিমাঞ্চলের রক্ষণ-

শীল সনাতনী হিন্দুদের দেখা যায়। কিন্তু ইহাও সত্য। শেষোক্ত প্রবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ উহাদের মধ্য থেকে উপপত্নী গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হন না। আর উপজাতিতে উপজাতিতে পরস্পর বিবাহ প্রথা সনাতনীদের কাছে এ বিসদৃশ বোধ হবে কেন? ইহাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রয়োজনী সংস্কার—মদ খাওয়া নিবারণ করা। শিক্ষিত প্রবাসিগণ মদ খাওয়ার উল্লেখ করে উহার নিবারণ কল্পে ইহাদিগকে বিদ্রূপ করলে বরং কতকটা সাজে। বাঙ্গালীদের মত দশাই (দুর্গাপূজা), ভাইফোঁটা, সত্যনারায়ণ পূজা নেপালীদের প্রধান পূজা ও উৎসব। আশ্বিন মাস আরম্ভ হলেই পাহাড়ে পাহাড়ে বস্তীতে সন্ধ্যার পর মৃদঙ্গ বেজে উঠে; শারদীয় পূজা ও উৎসবের গান চলে। বিহারী বা মধ্য দেশস্থ হিন্দুরা এ উৎসব এই ভাবে পালন করে না। গ্রাম্য অঞ্চলে কয়েক বস্তীর পর পর নিভৃত বস্তীতে নেপালী বৈষ্ণবগণের বাঙ্গালার ন্যায় আখড়া আছে। বর্ত্তমানের মুখ্য নেপালী ব্রাহ্মণগণ উপাধ্যায় উপাধিধারী এবং তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কনোজ থেকে এসেছিল। এই কনোজিয়া ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমানের মেবার বংশীয় গুর্খারাজ প্রাধান্যের যুগে নিজদিগকে একমাত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রচার করেন, ঠিক যেমন বাঙ্গালা দেশের কনোজিয়া ব্রাহ্মণগণ করেন। পূর্ব্বকালীন রাজার জাতি নেওয়ারগণের ভিতরে শ্রেষ্ঠি প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ আছে; তাহাদিগকে নেপালী কনোজিয়াগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করে না।

নেপালের এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণগণের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের সমতল ভূমিতে প্রচলিত একই নামের গোত্র সকল বর্ত্তমান। উত্তর বাঙ্গালার কোচ ও রাজবংশীয়দের মধ্যে গ্রাম্য দেবতাকে পূজা করবার জন্য নিজেদের স্বজাতি মধ্য হতে তারা পূজক অধিকারী মনোনীত করে। নেওয়ারগণের স্বসমাজস্থ ব্রাহ্মণবর্গ এই প্রথার শেষ পরিণতি বলে মনে হয়। নেপালীদের বিবাহ, শবদাহ ও শ্রাদ্ধ বাঙ্গালী ও অন্যান্য সমতলবাসী সনাতনী হিন্দুদের ন্যায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলে পথ চল্‌তে চল্‌তে কখনো দেখা যায় যে, মুণ্ডিত মস্তক নেপালীতনয় এক ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যে তাঁহার মৃত পিতা বা মাতার উদ্দেশ্যে ঝরণার জলে শ্রাদ্ধের পিণ্ড দিতেছে।

লেপ্‌চা জাতি।

লেপ্‌চা জাতি পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল। এখনও অনেকে তাই আছে। এক লামা পুরোহিতই সিকিমী ভূটীয়া ও লেপ্‌চার পৌরহিত্য কার্য্য সম্পাদন করে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও অনেকটা ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। শুনা যায়, ব্রিটিশ কর্ত্তৃক নেপাল ও সিকিমে অভিযানকালে লেপ্‌চারা খুব বাধা দেয় এবং নেপালরাজের এক লেপ্‌চা জেনারেল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নেপালের জন্য খুব যুদ্ধ করে। তদবধি লেপ্‌চাগণ গোমাংস-ভোজী হয়েও নেপালরাজ কর্ত্তৃক জল আচরণীয় বলে গণ্য হয়। দার্জ্জিলিং ও সিকিমে ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েম হলে

দেখা গিয়েছে যে লেপ্‌চাদের নিজ বাসভুমির জমি নেপালের নিষ্পিষ্ট শ্রমিক, কৃষক ও গোপালক মগর, গুরুং প্রভৃতি জাতিকে দেওয়া হয়েছে। আজও যারা বেচে আছে তাহাদের অধিকাংশই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করছে। অখৃষ্টান লেপ্‌চাদের মধ্যে যাহারা গরীব, তাহারা তাহাদের মৃতদেহ গোর দেয়। সঙ্গতি-পন্ন হলে অন্যান্য সিকিমী ও ভূটিয়া বৌদ্ধের ন্যায় দাহ করে। বর্ত্তমানে অনেক লেপ্‌চা যুবক শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন হলে সিকিমী বৌদ্ধদের সহিত মিশে যেতে চেষ্টা করে।

ইংরাজাধিপত্যের পূর্ব্বে লেপ্‌চারা চাষ, পশুচারণ, কাষ্ঠা-হরণ ও মুটে মজুরের কাজ করত। অবশ্য সব কাজে উহারা নেপালীদের ন্যায় তত নিপুণ ছিল না। অনেক লেপ্‌চা বন্য পশু এবং বন্য ফল মূল খেয়ে জীবন ধারণ করে। বর্ত্তমানেও উহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকের সংস্পর্শেও আসতে চায় না। দূরে নিভৃত অরণ্যে তাহাদের প্রাচীন প্রথা মত নিরঙ্কুশ জীবন ধারণ করতে ভালবাসে। তবে আজ কাল অনেক লেপ্‌চা মুটে মজুরের কাজ করবার জন্য লোকালয়ের কাছে বাস করে। বিশেষতঃ এই অঞ্চলের নিভৃত প্রদেশে সরকারী সড়কগুলিতে উহাদিগকে কাজ করতে দেখা যায়। লেপ্‌চা উপভাষা ও অক্ষর স্বতন্ত্র।

সিকিমী ভূটিয়া

সিকিমী ভূটিয়ারা এতদঞ্চলে জমিদারী, রাজকর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী, পশুগোষ্ঠের চারক ও অধিস্বামী প্রভৃতি পেশা

লইয়া আছে। চাষ বাস বড় একটা কেও করে না। কিন্তু ঐ সব পেশাতেও তাহারা নেপালীদের সহিত পেরে ওঠে না। সিকিমী ভুটিয়া ও তিব্বতীয় ভুটিয়াদের ভদ্রশ্রেণী এক। পরস্পর বিবাহাদি করণ কারণ প্রচলিত আছে। এই দুই শ্রেণী ভুটিয়া-দের কথ্য ভাষা বিভিন্ন। কিন্তু লিখিত ভাষা গোম্পা বা লামা সম্প্রদায়ের কৃপায় এক। ভুটানেরও কথ্য ভাষা পৃথক। কিন্তু লিখিত ভাষা সিকিমী ও তিব্বতী ভুটিয়াদের সহিত এক। তিব্বত, সিকিম ও ভুটানে সহোদর ভাইদের এক সাধারণ স্ত্রী বর্ত্তমান থাকবার প্রথা আছে। ভুটিয়া ও নেপালীরা তিব্বতকে ভোট বলে।

কালিমপঙ অঞ্চলে ভুটানের ডুক্‌পা উপজাতি বাস করে। কারণ পূর্ব্বে কালিমপঙ মহকুমা ভুটানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডুক্‌পারা উপত্যকাগুলিতে চাষ আবাদ করে। সহরে অনেকে ডাণ্ডী টানে। নেপালের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী সের্‌পা ও ভুটিয়ারাও ডাণ্ডি টানে।

বর্ত্তমান কালে নেপালী হিন্দুরাই চাষ, আবাদ, মুটে, মজুর, রাস্তা কন্‌ট্রাক্‌টরের কাজ, ছোট খাটো দোকান, গোয়ালার কাজ প্রভৃতি এক চেটে করে নিয়েছে। বড় বড় ব্যবসা মাড়োয়ারী ও বিহারী মুদীদের হাতে। কমলালেবু, চামড়ার রপ্তানি ও দর্জ্জির কাজে পশ্চিমা মুসলমান নিযুক্ত। বাঙ্গালীরা চাকুরী ও ওকালতি লয়ে এবং ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিক হয়েই সন্তুষ্ট। তবে বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিঙ, কার্সিয়াং,

পঙ, তিস্তাব্রীজ প্রভৃতি স্থানে কেহ কেহ মুদীখানা, কাঠগোলা, মনোহারী দোকান এবং ধনিকরূপে কমলা ও আনারসের আবাদ প্রভৃতিও আরম্ভ করেছে।

পার্ব্বত্য বাঙ্গালী

দার্জ্জিলিঙ, কার্সিয়াং, কালিমপঙ, সাঁইলাবাজার প্রভৃতি সহর ও বাজারগুলিতে কোন কোন বাঙ্গালী পার্ব্বত্য দুহিতা প্রকৃতই বিবাহ করে বসবাস করছেন। তাঁহারা অনেকেই নিজেদের পূর্ব্বতন বাঙ্গালী পরিবার ও নেপালী সমাজের সহিত মিলে মিশেই বাস করছেন। তাঁহাদের আরও সচেতন হয়ে একটি সঙ্ঘ গঠন পূর্ব্বক পার্ব্বত্য প্রদেশের কৃষ্টি ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করা উচিত। ইঁহাদের প্রতি বাঙ্গালী জন সাধারণের কার্য্যকরী সহানুভূতি দেখান উচিত। ইঁহারা যদি তাহাদের বাসভূমি পাহাড়গুলির কৃষ্টি ও ভৌগলিক তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় লিখেন তবে বাঙ্গালা ভাষা সমৃদ্ধ হবে, এবং ঐ পাহাড়ের সহিত বাঙ্গালার প্রতিবেশী সুলভ আত্মীয়তা ও কৃষ্টি সম্পর্ক স্থাপিত হবে। বাঙ্গালী কন্যা কর্ত্তৃক পাহাড়ী স্বামী গ্রহণেও আমাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। এইভাবে প্রতি পাহাড়ে বাঙ্গালী বিনা মূলধনে সহজেই হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার, দোকানদার, ফোটোগ্রাফার, সাইকেল ইলেকট্রিক ও গ্রামোফোন মিস্ত্রী হয়ে পাহাড়ী কন্যা বিবাহ করে বসবাস করতে পারে। বর্ত্তমানের ইউরোপীয় জাতি কাফ্রি, তুর্কোমান, মোঙ্গোল ও চওড়া মাথাযুক্ত

এশিয়াবাসীর মিশ্রণে গঠিত। এরূপ করলে বাঙ্গালা, সিকিম, ভূটান, তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম, মালয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ একই ভারতীয় বা এশিয়াটিক কৃষ্টি মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। প্রাচীনকালে এইরূপ একটা কিছু হয়েছিল। নিকট ভবিষ্যতেও উহাই বাঙ্গালীর দ্বারা সাধিত হতে আরম্ভ হয়েছে।

দার্জ্জিলিঙ জেলার প্রাকৃতিক অবস্থিতি

দার্জ্জিলিং জেলার পশ্চিমে নেপাল। মেচী নদী, মিরিক পাহাড় ও শিংলীলা শৈল রেখা বয়ে এই সীমান্ত প্রসারিত। দার্জ্জিলিঙ জেলার উত্তর সীমান্তে বড় রঙ্গীত, তিস্তা ও রঙপু নদী। এই নদী গুলির উত্তরে সিকিম রাজ্য। পূর্ব্ব সীমান্তে জলঢকা নদী। উহার পর পারে ভূটান রাজ্য। দার্জ্জিলিঙ জেলার দক্ষিণে জলপাইগুড়ি জেলা।

তিস্তা নদীর পশ্চিমে, সিকিমের দক্ষিণে এবং নেপালের পূর্ব্বে অবস্থিত এই জেলার অংশটী শিংলীলা অদ্রিমালার শাখা প্রশাখা দ্বারা আচ্ছাদিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১২ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ শৃঙ্গাদি ইহার মধ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলের উত্তর ভাগে নিপতিত সমুদয় বৃষ্টি বারি ছোট রঙ্গীত, রমম প্রভৃতি দ্বারা তিস্তাতে নীত হয়। কেবল দক্ষিণ ও পশ্চিমের পাহাড়গুলি হতে ধোয়ানি সকল মেচী, বালাসন ও মহানন্দা বহে সর্ব্বশেষে গঙ্গায় গিয়ে পড়ে। দার্জ্জিলিঙ জেলার উত্তর পূর্ব্বাংশ রঙপু ও রিল্লী দ্বারা ধৌত হতেছে। উহারা তিস্তার উপনদী। ভূটান ও দার্জ্জিলিঙ সীমানা বহে জলঢকা প্রবাহিত।

এইটি একটু অপেক্ষাকৃত বড় পাহাড়িয়া নদী। জলঢকা থেকে
বিজলী শক্তি আহরণের চেষ্টা চলছে। তিস্তা ও জলঢকার জল
সর্ব্বশেষে ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে পড়েছে।

দার্জ্জিলিঙ জেলার ভূপৃষ্ঠ সর্ব্বত্র পাহাড় ধ্বসা মৃত্তিকার স্তর
দ্বারা আচ্ছাদিত। তদুপরি ঐ স্তর আবার প্রচুর পরিমাণে
বারিপাত দ্বারা অত্যন্ত সিক্ত হয়। তজ্জন্য এতদঞ্চলে ধান
ভুট্টা, জোয়ার, চা, সিনকোনা প্রভৃতির ভাল আবাদ হয়। চ
কোম্পানীগুলি সাহেবদের। মাড়োয়াড়ী এবং বাঙ্গালীদেরও
৪।৫টা বাগান আছে। গবর্ণমেন্টের ৩।৪টি সিনকোনার আবাদ
আছে। নির্ঝরগুলির দুই তীরে জলের ধারে ধারে মূল্যবান বড়
এলাচের আবাদ হয়। এতদঞ্চলে জলের ধোয়ানি বহে বা
লতা পাতা ভেসে যায়। উহা পচে অবশেষে কালো মাটি
হয়। উহাই কমলা লেবুর পক্ষে উৎকৃষ্ট মাটী। অবশ্য উহাতে
কিছু চূণ থাকা চাই। ৬ হাজার হতে ৭ হাজার ফুট উঁচু
পাহাড়গুলির গায়ে কপির আবাদ হয়। প্রচুর শিশির পাত
হয় বলে ঐ সব স্থানের কপির আবাদে জল সেচন করতে হয়
না। এই অঞ্চলের কমলা ও কপি কলিকাতার বাজারে যথেষ্ট
পরিমাণে রপ্তানি হয়ে থাকে। ৪ হাজার হতে ১ হাজার ফুট
উঁচু পাহাড়ের গায়ে কমলা ও আনারসের আবাদ হতে পারে
তজ্জন্য একটু গরম বাতাসের দরকার। মাখন প্রভৃতি গোঠে
প্রস্তুত হয়। গোঠগুলি ১০।১২ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের
মাথায় চারণ ভূমিতে অবস্থিত। উহা দাদন প্রথা দ্বারা বিহারী

মাড়োয়াড়ী এমন কি ডায়েরী ব্যবসায়ী বড় বড় সাহেব কোম্পানী দ্বারা অধিকৃত। কতকগুলি তরাই ও কালিম্পং মহকুমায় অবস্থিত। এতদঞ্চলে চামড়ার ব্যবসা পশ্চিমা মুসলমান ব্যবসাদারের হাতে। ২।৩ হাজার ফুটের নীচে যে জঙ্গল আছে উহাতে শাল, বাঁশ, টুন ও বেতের লাভজনক সমাগম আছে। ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে ডায়েরী ব্যবসা, পশু পালন, পশমী লোম উৎপাদন এবং আলু, কমলা, আনারস, সিনকোনা প্রভৃতি আবাদের প্রসারের সম্ভাবনা আছে।

কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করার নিমিত্ত রোটেশন (১) প্রথামত উপযুক্ত গাছ ও বাঁশের আবাদ হতে পারে। বিজলী শক্তি আহরণ এবং নিকটস্থ বাঙ্গালার জেলাগুলিতে জল সেচনের জন্য হিমালয়ের পাদমূলে বড় বড় কৃত্রিম তাল বা জলাধার নির্ম্মাণ করা যেতে পারে।

সফরের সন্ধান

দার্জ্জিলিঙ জেলার মধ্যে খাস দার্জ্জিলিঙ সহর, এবং কার্সিয়াং ও কালিমপঙ এই তিনটি সহর উল্লেখযোগ্য ও দ্রষ্টব্য স্থান। কার্সিয়াং সহর সম্বন্ধে একটা সাধারণ বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। যাঁহারা কার্সিয়াঙে কিছুকাল প্রবাস যাপন করবেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সফরে যেতে উৎসাহিত হবেন। আমি এখান থেকে কয়েকটা স্থান দেখতে বেরিয়েছিলাম। তারই বিবরণ এখানে দিচ্ছি।

---

(১) ২।৩টী ফসল কয়েক বৎসর অন্তর পালটিয়ে একই জমিতে আবাদ করা।

"ডাওহিলে"

কার্সিয়াঙ সহরের মাথার উপরে উত্তর দিকে ডাও হিল। উহার উপরে 'ডাওহিল স্কুল' নামীয় ইউরোপীয় বালিকাদিগের জন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। উহার দক্ষিণ দিকে ভিক্টোরিয়া স্কুল। উহাতে ইউরোপীয় বালকরা পড়ে। দুইটাই সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হাইস্কুল। বিলাতের 'সিনিয়র' কোর্স পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ভিক্টোরিয়া স্কুলেরও উপরে পূর্ব্ব দিকে ফরেষ্ট স্কুল। এইগুলি কার্সিয়াঙ ষ্টেশন থেকে প্রায় দুই মাইল উপরে অবস্থিত। ভিক্টোরিয়া স্কুলের কিছু নীচে যক্ষ্মা নিবাস।

ষ্টেশন থেকে "ওল্‌ড্‌ মিলিটারি রোড" নামে একটী সড়ক ডাওহিলের স্কুলগুলির নিকট দিয়ে গিয়ে ২১ মাইল দূরে ঘুমে উপস্থিত হয়েছে। ঐ রাস্তা ধরে ঘোড়ায়, ডাণ্ডী বা পদব্রজে ডাওহিল পাহাড়ে উঠতে হয়।

গিরিডি, দেওঘর প্রভৃতি ভদ্র বাসিন্দা পূর্ণ বাঙ্গালী স্বাস্থ্য নিবাসগুলিতে বঙ্গ রমণীরা বহুকাল ধরে মুক্ত বাতাসে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে আসছে। কার্সিয়াং, দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতি স্থানেও তাই দেখা যায়, তার একটা কারণ এখানকার কড়া সীমান্ত শাসন নীতির ফল স্বরূপ প্যাক্সব্রিটানীয়ার (১) রাজত্ব। আর কতকটা কারণ, বোধ হয় খৃষ্ট, হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী

(১) শান্তিপূর্ণ ব্রিটিশ রাজের।

গণের পরনারীর প্রতি যথেষ্ট সামাজিক সম্ভ্রম প্রদর্শন করবার সাধারণ মনোভাব।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে সীমান্ত শাসননীতির উল্লেখ করা হয়েছে। দেশে আজকাল বিস্তৃততর রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাচীন বাঙ্গালার রাজ্য ব্যবস্থায় মহাসন্ধি-বিগ্রহিকের প্রধান কাজ ছিল সীমান্তে সুব্যবস্থা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। কেন্দ্রীয় রাজ শক্তিকে সীমান্ত প্রদেশে দুর্ব্বল করলে বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা আছে। বেশীদিনের কথা নহে বিগত ১৯২০ সনের আফগান আক্রমণ তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তবে সীমান্ত শাসননীতিও একটু উদার হওয়া উচিত। যেমন—সীমান্ত বাসিগণ যেন রাষ্ট্রের অপরাপর অংশের অধিবাসিগণের কৃষ্টি ও সমাজিক জীবনের স্পর্শ হতে বঞ্চিত না হয়।

কার্সিয়াঙ ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে মিলিটারী রোড ধরে ডাওহিলের উপরে উঠতে হয়। এক মাইল চল্‌বার পর প্রায় পাঁচশো ফুট উপরে উঠা যায়। সেখান থেকে একটি পথ ডানদিকে যক্ষ্মানিবাসে গিয়েছে। এই যক্ষ্মানিবাসে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে মহাশয়ের যথেষ্ট দান আছে। তারপর মিউনিসিপালিটীর এলাকা পার হয়ে ডানদিকে ক্ষুদ্র একটা বনের ভিতর প্রবেশ করা যায়। এই বনের ভিতর দিয়ে অাঁকা বাঁকা পথ বেয়ে লুকোচুরি খেল্‌তে খেল্‌তে পর্ব্বতারোহণ বড় উপভোগ্য। এমন গাছ পালা, নীচে ছবির মত কার্সিয়াঙ সহর, আর সর্ব্বনিম্নে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রবৎ শ্যামল বঙ্গভূমির

শোভা কচিৎ সাধারণ বাঙ্গালীর ভাগ্যে জোটে। কিছুক্ষণ বা
ফরেষ্ট অফিস ছাড়িয়ে যেতে হয়। তারপর ক্রিপ্‌টোমেরি
বীথিকার মাঝ দিয়ে চড়াই পথ। এই পথ বহে খানিকটা উঠে
ভিক্টোরিয়া স্কুলের বিচিত্র প্রাসাদ। উহা প্রায় ৬০০০´ ফু
উপরে স্থাপিত। প্রাসাদের নীচে দুই থাকে পাহাড়ের মা
কেটে চারিটী প্রকাণ্ড ফুটবল প্রাঙ্গণ নির্ম্মিত হয়েছে। প্রাসাদ
দ্বিতল। নিম্ন তলে ক্লাশ আর উপর তলায় ডর্ম্মিটরী
ছাত্রাবাস। বাল্যকালে ৬ মাস শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এ
স্কুলে পাঠাভ্যাস করেন।

এখান থেকে আরও ২।৩ শত ফুট উপরে উঠে—কার্সিয়া
ফরেষ্ট স্কুলে পৌছিতে হয়। এখানে নানা জাতীয় কা
ফুলগাছ ইত্যাদির সংগ্রহ আছে। এখানে অরণ্য বিজ্ঞা
ইত্যাদি বিষয়ে একটু আধটু আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হয়
এখানে শিক্ষা লাভ করে সিকিম, ভুটান ও বাঙ্গালার ছাত্রে
মাসিক ৩০৲ টাকা হতে ১৫০৲ । ২০০৲ টাকা মাহিনা
কাজের উপযুক্ত হয়ে নিজ নিজ স্থানে ফিরে যায়। এখানকা
ছাত্রগণ পূর্ব্বে তরাই ও ডুয়ার অঞ্চলে প্র্যাক্‌টিক্যা
শিক্ষালাভ কালে কুইনাইন খেতে অবহেলা করত। ফ
ঐসব ম্যালেরিয়ার হাবরে বাস কালে অধিকাংশই ম্যালেরিয়া
ভুগতো। সেই অবস্থায় এক তৃতীয়াংশ রণে ভঙ্গ দি
পলায়ন করতো। আজকাল প্যারেড করে প্রতি সপ্তা
বাধ্যতা মূলক ভাবে কুইনাইন সেবন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছে

ফলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ দুই তৃতীয়াংশ কমেছে। আর ছেলেরাও পড়বার কালে কদাচিৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে।

এখান থেকে বেরিয়ে খানিকটা উপরে উঠে পুনরায় খানিকটা অবতরণ পূর্ব্বক ডাওহিল স্কুলে উপস্থিত হওয়া যায়। এটীও ভিক্টোরিয়া স্কুলের ন্যায় বহু টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত। স্কুলের নিকটে দশবারো হাজার ফুট উপরকার পাইন জাতীয় উইলো গাছ অনেক রোপিত হয়েছে। সেগুলি বেশ সতেজ ও দেখতে অতি মনোরম। এখান থেকে আরও ২।৩ মাইল গেলে চিমনী নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। চিমনী মহালদিরাম পাহাড়ের একটী জীনের উপরে স্থাপিত। কাজেই সেখান থেকে বড় রঙ্গীত ও তিস্তা উপত্যকা দেখা যায়। আমি একবার ঘুম থেকে পদব্রজে আসবার সময় চিমনী হয়ে কার্সিয়াঙে আসি। চিমনী থেকে ১০।১২ মাইল নীচে পূর্ব্ব দিকে মানা ফরেষ্ট বাংলো। সেখান থেকে ২।৩ মাইল দূরে একটি জোড়াতাল আছে। ডাওহিলের উপর দিকে পাহাড়ের মাথায় পাগলা ঝোরার উৎপত্তিস্থানে একটী ঝরণা আছে। ইহাই মহানন্দার উৎপত্তিস্থান। ফরেষ্ট স্কুল থেকে মাইল খানেক জলের পাইপ ধরে গেলে সেখানে পৌঁছান যায়।

বালাসন-নদীগর্ভে

কার্সিয়াং থেকে দক্ষিণে পাহাড় রাজ্যের নীচে কতক সবুজ কতক গাঢ় নীল রঙের পোচ দেওয়া দিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি। তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত দেখা যায়—পূর্ব্বদিকে তিস্তা,

তারপর যথাক্রমে মহানন্দা, বালাসন এবং সর্ব্বশেষে নেপা সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত মেচী নদী। এই সব পার্ব্বত্য ন বহুশত নির্ঝরের সম্মেলন দ্বারা উৎপন্ন। ঘুম থেকে মহালদিরা পাহাড় দক্ষিণে বেরিয়েছে। তার গায়ে কার্সিয়াং। আ সুকিয়ার নিকট থেকে দক্ষিণে আর একটা পাহাড় মিরিক হ প্রসারিত হয়েছে। এই দুইটি পাহাড় ধুয়ে জল, ঐ দুইটা মাঝখানকার খাত বয়ে নেমে আসছে। উহাই বালাসন নদী উহা কার্সিয়াং থেকে ১০।১২ মাইল দূরে পাণিঘাটার কাছে পাহাড় থেকে বেরিয়ে বাঙ্গালার সমতল ভূমিতে উপস্থিত কার্সিয়াং থেকে খুব নীচে বালাসনের উপলবহুল বারিগর্ভ দেখা যায়। মনে হয় এখান থেকে ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে ওখানে পৌঁছে পুনরায় ফিরে আসা যায়। পার্শী ভাষায় একটী কবিতা আছে, তার অর্থ—স্ত্রীলোক, পর্ব্বত ও মরুভূমি দূর হলেও অতি নিকট বলে ভ্রম উৎপাদন করে। তার সত্যতা সেবার বালাসনে নেমে আমাদের ভালরূপেই হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল। আমরা বেলা ১২টার সময় কার্সিয়াং থেকে যাত্রা করে রাত ৮টায় ফিরে আসি।

কার্সিয়াং বাজার ছেড়ে কতক চা-বাগানের মাঝ দিয়ে, কতক চোরা পথে, কতক বা টাট্টু পথ ধরে আমরা নামতে আরম্ভ করি। ২।৩টা চা বাগান পার হয়ে একটা নেপালী বস্তীতে পৌঁছিলাম। এই বস্তীতে ভুট্টার ক্ষেত, তাড়িখানা ও ২।৩টা চায়ের দোকান, আর ২০।২৫ ঘর নেপালী বাসিন্দা

আছে। বস্তীর লোকেরা সপ্তাহে ৬দিন কতক সময় নিজ ক্ষেতে আর কতক সময় চা বাগানে মেয়ে পুরুষে কুলির কাজ করে। চাবাগানে যুদ্ধের পূর্ব্বে দু-আনা হতে আট আনা দৈনিক রোজগার করত। এরা রবিবারের দিন হাটে গিয়ে প্রথমে আগামী সপ্তাহের রসদ কিনে রাখে। আর বাকী পয়সাগুলি দিয়ে মদ, সিগারেট ও ভাল কাপড় চোপড় কেনে। আর কখনো বা সোণার গহনা বাড়ায়। আমাদের দুজনকে বাঙ্গালী বাবু দেখে গান্ধী ও সি, আর, দাসের খবর জিজ্ঞাসা করল। কারণ তখন অসহযোগ আন্দোলনের আমল। তার কয়েক দিন আগে কার্সিয়াং বাজারে দেখেছি যে হাটের দিন কংগ্রেস আফিস থেকে কাতারে কাতারে নেপালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি শ্রমিকেরা বাহির হচ্ছে। জিজ্ঞাসায় তখন শুনেছিলাম, নগদ পাঁচসিকা জমা দিয়ে প্রত্যেকে এক একখানি ভাবী স্বরাজের টিকিট কিনে ভারী উৎসাহের সহিত বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। মহামান্য প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশের ফ্রন্টিয়ার শাসনের এলাকায় স্বরাজ আলোচনায় যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অযথা সন্দেহের ধোকা সেদিন তুলবার সাধ আদৌ ছিল না।

আমরা এখান থেকে নেমে "হাওয়া ঘরে" উপস্থিত হলেম। এ গুলি পাহাড়ের কোন উচু টিলার উপরে অবস্থিত—যেখান থেকে চারিদিককার অনেক খানি দৃশ্য একসাথে দেখা যায়। এইরূপ খোলা যায়গার সাধারণতঃ বেশ হাওয়া বয়। সেখানে বৃষ্টিবাদলে দাঁড়াবার মত ছোট একখানি চালাঘর থাকে। তার

ভিতরকার বেঞ্চে বসে ইউরোপীয় পর্যটকেরা একচোট পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরবার পর তাহাদের নব্য পাহাড়পূজার উপচার স্যাণ্ডউইচ, রুটি, মাখন, ডিম ইত্যাদির যথাবিধি শ্রাদ্ধ করেন। আমিও শপথ করে বলতে পারি আমাদের মত বাঙ্গালী পূজকের কাছে ঐ সব বিলাতী নৈবদ্য নিশ্চয়ই আলু বা বেগুন ভাজি ও ডিমের মামলেট-সহ লুচি পরোটার কাছে হার মেনে যাবে। তোপের মুখে যেমন মানুষ উড়ে যায়, তেমনি এসব অঞ্চলে পাহাড় ভেঙ্গে বেড়াবার পর বিরাট ক্ষুধার মুখে ঐ সব উপচার নিঃশেষে মিলিয়ে যায়। তখন জিহ্বার আস্বাদন করবার ক্ষমতাই বা কতখানি খুলে যায়। পাঠকের অভিজ্ঞতা থাকলে লেখকের সহিত তাঁহারও এসব ব্যাপার মনে হওয়া মত্রে মুখে জল আস্‌বে।

"হাওয়াঘর" ছেড়ে আর নীচে নামবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিলনা। সাথীটী এক রকম জোর করে আমায় হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে চল্লেন। হাওয়াঘরের নীচে প্রথমে ঘাসের বনের ভিতর দিয়ে নামলাম। তারপর একটী জলধারার শুষ্ক গর্ভ পার হয়ে মূল বালাসন তীরে উপস্থিত হলেম। সঙ্গীটী বলিষ্ঠ ও অসম সাহসিক। বি-এস্-সি পাশ করে আবার মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষালাভেও তাঁর স্বাস্থ্য কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই। তিনি আমাকে নিয়ে পার হয়ে মিরিকের পাহাড়ে খানিক উঠে কোন একটা প্রমাণ নিয়ে বাসায় ফিরবেন। নতুবা আমাদের আজ এতদূর আসার কথা কেহ সহসা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

বালাসন নদীর স্রোতের বেগ অত্যন্ত তীব্র। উহার জলের মধ্যে শেওলা ঢাকা বড় বড় প্রস্তর খণ্ড আছে। পার হবার সময় পা পিছলিয়ে ভেসে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। এরূপে বড় রঙ্গীত প্রভৃতি কয়েকটি নদীতে পার হবার সময় কয়েকজন সাহেব প্রাণ হারিয়েছেন।

সঙ্গীটী আমাকে এক রকম জোর-জবরদস্তি করে ভেড়া পার কর্‌বার মত ঠেলে পার করিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি মনে মনে গালি দিতে দিতে, কখনো বা নিরুপায় হয়ে, তাঁর উৎসাহে পার হয়ে গেলাম। ২।৩ বার পাও পিছলিয়ে গিয়েছিল। অনুক্ষণ সামাল সামাল ভাবে দুইজন কোমর জড়িয়ে ধরে জোড় বেঁধে উনি এক পা তারপর আমি এক পা, এরূপ ভাবে পার হই। ১৩।১৪ হাত জলধারা পার হতে আমাদের প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল।

এখান থেকে ১ মাইল দূরে পার হবার জন্য একটা ঝোলা লোহার পুল আছে। আমরা শক্ত কিছু করবার স্পর্দ্ধায় আর অতদূর না গিয়ে হেঁটেই পার হলেম। পারের পরে পাহাড়ে উঠে এক চায়ের দোকানে গেলাম। সেখানে দুধের মোটা সর, চা ও এতদঞ্চলের পাহাড়ী জলের সুস্বাদু মাছ ভাজা দ্বারা পাহাড় পূজার এক অধ্যায় শেষ কর্‌লাম। ৩০ বৎসর আগে এই অঞ্চলে থাকবার সময় আমার মার কাছে অনেক নেপালী রমণী মাছ ভাজা, ভাজা মাছের ঝোল রাঁধা প্রভৃতি বাঙ্গালী রান্নার পদ শিখত। তার এতদিন পরে দেখছি ইহাদের ভাজা

মাছের স্বাদ নানা রকম মসলার উপাদানে ভূষিত হয়ে বিলাতী চপ কাটলেটকেও হার মানিয়েছে।

আমার সঙ্গী বাঙ্গবটি আজ বালাসন নদী পায়ে হেঁটে পার হয়ে জয়মাল্য পাবার উপযুক্ত একটা কাজ করে ফেলেছেন বলে নিজে ভাবছেন, এরূপ মনে হল। জেনোফনের দশ সহস্র গ্রীক-সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনকালে এর চেয়ে কষ্টকর ফোর্ড পার হয়েছিল কিনা সন্দেহ। তিনি ট্রফী ও প্রমাণ স্বরূপ খান কতক এই সুস্বাদু মাছ ভাজা তাঁর নবোঢ়া গৃহিণীকে উপহার দেবার জন্য সাগ্রহে ক্রয় করলেন।

তারপর প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। এবারে এক পাহাড়িয়া বালককে গাইডভাবে সঙ্গে নিলাম। তার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজ স্থান দিয়ে নদী পার হলাম। তখন বেলা ৪॥টা। আমাদের সামনে পূর্ব্বে খাড়া চড়াই পাহাড়। তার ৪॥ হাজার ফুট উপরে আমাদের গন্তব্য স্থান কার্সিয়াং। এতখানি পুনরায় চড়াই উঠতে হবে। আমি ৬।৭ মাইল এইটুকু উৎরাই নেমেই ক্লান্ত। তার পর পুনরায় এতটা চড়াই—মনে হল আমার সাধ্যের বাহিরে।

আমরা ঘাসের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উপরে উঠছি, তখন গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম—"হেথা বাঘ আছে কি?" সে ত অম্লানবদনে "হু" বলিয়া উত্তর দিল। কিন্তু আমাদের আত্মা-রাম ত তাই শুনে একেবারে খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম করল। যাহা হউক আধ ঘণ্টার মধ্যে বাঘের এলাকা ছাড়িয়ে

"হাওয়া ঘরে" আরোহণ করলাম। গাইড এর উপরে আর গেল না।

বালাসন গর্ভ চারিদিককার পাহাড়ের মধ্যে একটা বিরাট চৌচেরা কাটল বিশেষ। তারমধ্যে খানিকটা পাহাড় ধ্বসে এক জায়গায় ছিটকিয়ে পড়ে একটা অনুচ্চ টিলা হয়েছে। তার উপর আমাদের এই 'হাওয়া ঘর'। যেখানে বালাসনের উভয় তীরে কাছাকাছি দুইটা পাহাড় রয়েছে, সেখানে বাঁধ দিলে এই ফাটলটা একটা প্রকাণ্ড হ্রদ বা তালে পরিণত হতে পারে। সেই অবস্থায় বাঁধের উপর হতে পড়ন্ত জলের শক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরিত হতে পারে। তা থেকে এ অঞ্চলের শিল্প প্রভৃতি (চা, তারের ঝুলা রেল, কাটচোয়ান প্রভৃতি) বৈদ্যুতিক শক্তি পেতে পারে। সম্প্রতি সিপাহি ধুরার নীচে কতকটা এই ভাবে বিজলী শক্তি আহরিত হয়ে কার্শিয়াং সহরে বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা ক্রমে নেপালী বস্তী ছেড়ে চা বাগানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে রজনীর অন্ধকার, আর তার সাথে মেঘের (fog) আড়াল এসে আমাদের পথে বাধা হল। চা বাগানের ভিতর মাঝে মাঝে নানাদিক থেকে পথ এসে কাটা কাটি করে গিয়েছে। আমরা আন্দাজে আন্দাজে ঘুরে ফিরে রাত্রি ৮টার সময় বাসায় ফিরলাম। তখন অভিভাবকগণ এই বলে একটু ভৎর্সনা করতে লাগলেন যে, সহর থেকে আমরা একজন গাইড লই নাই কেন। সামান্য একটু ভ্রম

হলে চা বাগানের ভিতর পথ হারিয়ে নানা পথের কাটাকাটি-রূপ গোলক ধাঁধায় পড়ে সারা রাত্রির ভিতরও গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারতাম কিনা সন্দেহ। কারণ, মেঘ পথে পড়লে ১০।১২ হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। যাই হোক নির্ব্বিঘ্নে বাসায় ফিরে সে রাত্রি শালগম ও ওলকপি সহ রান্না ছাগ মাংসের যে আস্বাদ পেলাম, তা আজ পর্য্যন্তও আর ভাগ্যে জুটলো না। পাহাড় রাজ্যে যৌবন পূজার এমনি মাহাত্ম্য।

কালিমপঙ।

কালিমপঙ সহর (৪০০০ ফুট) দার্জ্জিলিঙ হতে ২৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা ভূতপূর্ব্ব ভুটানের অধীন ডালিম-কোট পরগণা বা বর্ত্তমান ব্রিটীশ ভুটানের হেডকোয়ার্টার। বর্ত্তমানে ইহা দার্জ্জিলিঙ জেলার অধীন কালিমপঙ মহকুমার প্রধান সহর। ভারত হতে লাসাপথে ব্রিটিশ ভারতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় গঞ্জ। বৎসরে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার পশম, চামড়া, গালা প্রভৃতির কারবার এইখানে হয়। বহুতর খচ্চর ও ঘোড়ার বাহিনী এই সব মাল লয়ে হিমালয়ের বরফ প্রদেশ অতিক্রম করে থাকে। এই সব কারবারের অধিকাংশ মাড়োয়াড়ী ও তিব্বতীয় মুসলমানের হাতে।

কালিমপঙে এংলো ইণ্ডিয়ানদের বসতিস্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তাহা আশানুরূপ সফল হয় নাই। বর্ত্তমানে কলোনিয়াল হোম' নামে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় জাতির,

কুড়ান ছেলে মেয়েদের জন্য অনাথালয় ও শিক্ষালয় আছে। উহার বন্দোবস্ত বিরাট আকারের। ছুতারের কাজ, গো-পালন ব্যবসা, বাগানে আবাদের কাজ প্রভৃতি তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে।

দার্জ্জিলিঙ সহর থেকে যেমন বরফমণ্ডিত পর্ব্বতমালা দেখা যায় এখান থেকে ও তদ্রূপ দৃশ্য দেখা যায়। কলোনিয়াল হোমের উপরস্থ ঝাণ্ডিদাঁড়া হতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে দার্জ্জিলিঙের অতি চমৎকার দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। তখন দেখতে দেখতে সন্ধ্যার আধো আধো ছায়াভেদ করে খদ্যোতের ন্যায় সহস্র সহস্র বিজলীবাতি ঘুম ও দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে জ্বলে উঠে দেখা যায়।

কালিমপঙ সহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত দূরবীণ দাঁড়া। উহা হতে দক্ষিণে তিস্তা ও উহার তীরস্থিত রিয়াং ষ্টেশন অতি নিম্নে ছবির মত দেখায়। তিস্তা হতে কালিমপঙে উঠবার পথে ৭ মাইলের খুঁটির কাছাকাছি একটী 'হাওয়া ঘর' আছে যদিও ঐ ঘরের চালা বা খুঁটি নেই, তবুও 'হাওয়াঘর' বটে, কারণ বসবার বেঞ্চ পাতা আছে। সেখানে বসে হাওয়া সেবন করা যায়। এই স্থান হতে বড়রঙ্গীত ও তিস্তার সঙ্গম স্থান দেখা যায়। এই দৃশ্যের সৌন্দর্য্য ও মহানুভাব লেখনী মুখে প্রকাশ করা যায় না। জগতে এরূপ বাস্তবিকই বিরল।

কালিমপঙ সহরে মন্দির, মসজিদ, ও একটি থিওজফি মন্দির বর্ত্তমান। রাজা উগেনদর্জ্জী নামীয় ভুটানের এক মন্ত্রীর প্রাসাদ ও ঐ সংলগ্ন এক গোম্পা এখানে বর্ত্তমান আছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন দলই লামা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি ঐ প্রাসাদে অবস্থান করেছিলেন। ভুটান সরকার দ্বারা প্রেরিত অনেক বালক এখান থেকে ইংরাজী শিক্ষালাভ করে। ভারতীয়দের জন্য এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটী মিশনারী পরিচালিত হাইস্কুল স্থাপিত হয়েছে। এই পাহাড়ের গায়ে ভাল কমলালেবু জন্মে। বাঙ্গালী ও পাহাড়িয়াদের কেহ কেহ কমলালেবুর আবাদ করে বেশ লাভবান হচ্ছে। কালিম্পঙ হতে রিয়াং ষ্টেশন পর্যান্ত একটি বিজলী চালিত তারে ঝুলা রেল লাইন আছে।

পথে প্রবাশের খবর।

দার্জ্জিলিঙ হতে ঘোড়ায়, ছোট মোটর গাড়ীতে বা পদব্রজে ঘুম ও তিস্তা ব্রীজ হয়ে কালিম্পঙ যেতে হয়। দার্জ্জিলিঙ হতে তিস্তা ব্রীজ পর্য্যন্ত উৎরাই ১৮ মাইল। সেখান থেকে পুনরায় চড়াই ১০ মাইল। তারপর কালিমপঙ সহর। তিস্তাব্রীজ হতে সিকিম রাজধানী গান্দুক (Gangtok) ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। শিলিগুড়ি হতে ৩৩ মাইল উত্তরে তিস্তাব্রীজ। এটুকু যেতে রেলপথে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। তিস্তার ধারে ধারে ঐ পর্য্যন্ত রেল গিয়েছে। শিলিগুড়ি

হতে গান্দুক পর্য্যন্ত বরাবর তিস্তার ধার দিয়ে মোটর রাস্তা আছে। ভাড়া করলে মোটরকার ও বাস যাতায়াত করতে করতে পারে। ভাড়া সম্বন্ধে কিছুই ঠিক নাই। তবে দার্জ্জিলিঙ পথে লোক পিছু যাইলে পাঁচ পাই হতে এক পয়সা ভাড়ার হার। বর্ত্তমানে প্রতিদিন একখানি ডাক মোটর অল্প কয়েকজন যাত্রী লয়ে তিস্তা ব্রীজ হতে গ্যাণ্টক পর্য্যন্ত যাতায়াত করে।

কালিমপঙ বা গান্দুক হতে অশ্বারোহণে তিব্বতের অন্তর্গত চুম্বি ও সিকিম সীমান্তস্থিত জলাপালা (Jelep la, ১৪৫০০´ ফুট) গিরিসঙ্কট অবধি যেতে পারা যায়। উত্তরে তিস্তার মূলধারা লাচেন ও লাচুঙের উৎপত্তিস্থান ডাঙ্খিয়া প্রদেশে (১) ভ্রমণ করতে হলে গান্দুক থেকে রওনা হতে হয়। জলাপালা পাশ অতিক্রম পূর্ব্বক তিব্বতস্থিত গিয়াংসী নগর কালিমপঙ হতে ২০০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত।

দার্জ্জিলিঙ থেকে উত্তর দিকে রওনা হয়ে পেমিয়ঙ্চি নামে সিকিমের প্রধান গোম্পায় যেতে হয়। উহারও উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে গায়ে জঙরী, আলুকথাঙ (১৬,০০০´ ফুট) প্রভৃতি তাম্বু ফেলবার চিহ্নিত স্থান। জঙরী একটী বস্তী ও আলুকথাঙ গোঠ চারকদের আড্ডা ফেলবার একটি স্থান বিশেষ। ঐ সকল স্থানে যাবার জন্য অশ্বারোহণের উপযোগী রাস্তা পেমিয়ঙ্চি থেকে বেরিয়েছে।

(১) উচ্চতা ১৮,০০০´ ফুট।

দার্জ্জিলিঙ সহর থেকে ৪৪ মাইল দূরে ফালুট (১১৪১১´ ফুট)। ঐ পথে সুকিয়া পর্য্যন্ত ৭ মাইল মোটর রাস্তা আছে। তারপর বাঁকী রাস্তা 'টাট্টু পথ'। উহা সীমানা বস্তী থেকে নেপাল সীমান্ত রেখা বহে টোঙলু (১০,০৭৪´ ফুট) ও সান্দকফু ১১,৯২৯´ ফুট) হয়ে ফালুট পৌঁছিয়েছে। সিকিম ও দার্জ্জিলিঙের এই সকল পথে সফরের সুবিধা এই যে ১০।১২ মাইল অন্তরই রাত্রি যাপনের জন্য ডাক বাংলো পাওয়া যায়। দক্ষিণা প্রতি রাত্রের নিমিত্ত সিকিমের ডাক বাংলোতে জনপ্রতি ২৲ টাকা এবং দার্জ্জিলিং জেলায় ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা। বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত 'সিকিম হিমালয়ে' দ্রষ্টব্য। ইতি—

পরিশিষ্ট

সিকিম ও দার্জ্জিলিঙের ডাক বাংলো

১। সিকিম ভ্রমণকারী ইউরোপীয়দিগকে একটি পাস লইতে হইবে। পাস ব্যতীত তাঁহারা দার্জ্জিলিং জেলার বাহিরে যাইতে পারিবেন না। ভারতীয়দের সিকিম ও গিয়াংসী যাইতে পাস বা ছাড়পত্রের দরকার হয় না।

২। এই তালিকার বাংলোগুলির জন্য নিম্নলিখিত ভাবে পাস বা অনুমতিপত্র দেওয়া হইয়া থাকে।

১-৪১ নং বাংলোগুলির জন্য দার্জ্জিলিং জেলার ডেপুটী কমিশনারের নিকট এবং ৫২-৪৭ নং বাংলোর জন্য দার্জ্জিলিং জেলার এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ১২-৪১ নং বাংলোর জন্য সিকিমের পলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকটও আবেদন করা যাইতে পারে।

৩। পাসের জন্য আবেদন ব্যক্তিগত নামে না করিয়া কর্ম্মচারীদের অফিসের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট আবেদন পত্রগুলি—এজেন্সি অফিস, গাঙ্টক (Gangtok), সিকিম ; এবং ডেপুটী কমিশনারের নিকট আবেদনপত্র—ডেপুটী কমিশনারের অফিস, দার্জ্জিলিং ; ও একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের নিকট আবেদনপত্র—একজিকিউটিউ ইঞ্জিনীয়ারের অফিস, দার্জ্জিলিং এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সিকিম ও দার্জ্জিলিং জেলার ভ্রমণকারীরা কার্সিয়াং, পাঙ্খাবাড়ী এবং শিলিগুড়ীর ডাকবাংলোগুলি এবং তালিকায় লিখিত বাংলোগুলি এখন ব্যবহার করিতে পারে।

৪। যাহাদের সহিত পাস আছে, তাহারাই কেবল ডাকবাংলো ব্যবহার করিতে পারিবেন। প্রত্যেক ভ্রমণকারীকে অথবা ভ্রমণকারীগণকে প্রত্যেক বাংলোর জন্য যাইবার ও ফিরিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন পাস লইতে হইবে। স্থান সঙ্কুলান হইলে ভ্রমণকারীগণ বিনা পাসে বাংলো অধিকার করিতে পারিবে। কিন্তু তজ্জন্য দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হইবে।

৫। ভাড়া—প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতি দিবাভাগে বাস করিবার জন্য আট আনা হইতে উর্দ্ধতন ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইবে। রাত্রি বাস করিবার জন্য প্রত্যেককে সিকিমে ২৲ টাকা এবং দার্জ্জিলিং জেলায় ৩॥ টাকা করিয়া দিতে হইবে। সিঞ্চলের নূতন বাংলোর জন্য প্রত্যেকের প্রতি রাত্রির ভাড়া ৪৲, সমুদয় বাংলোর জন্য উর্দ্ধতন ১২ টাকা পর্য্যন্ত। টঙসু, জোর পুকরী ও বাদামতামের বাংলো অধিকারের জন্য প্রত্যেকের দৈনিক ৩।॰ উর্দ্ধতন ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইবে। আর দিনের বেলায় ঐ গুলি অধিকারের জন্য ২৲ টাকা, উর্দ্ধতন ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইবে।

(২) বিনা ক্ষতিপূরণে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ পাস নামঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) পাস দেওয়া হইলে বাংলো ভাড়া ফেরৎ দেওয়া হয় না। পাস বাহির হইবার পর নামঞ্জুর হইলে ভাড়া ফেরৎ দেওয়া হয়।

(৪) চৌকিদারের নিকট পাস দেখাইতে হইবে।

(৫) পাশের জন্য অগ্রিম বাংলো ভাড়া সহ আবেদন পত্র সিকিমের পলিটিক্যাল অফিসার, গ্যাংটক, বা ডেপুটী কমিশনার অথবা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, দার্জ্জিলিং এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

(৬) বিনা ভাড়ায় সরকারী কর্ম্মচারীগণ দার্জ্জিলিং জেলার বাংলো গুলি ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং সিকিমের কোন বাংলো ৭ দিনের বেশী অধিকার করিলে তাঁহাদিগকে পূরা ভাড়া দিতে হইবে।

(৭) ভাড়া দেওয়ার সময় হুণ্ডি দিতে চাহিলে ভাঙাইবার জন্য প্রতি ২৫৲ টাকায় ।০ আনা করিয়া বাটা দিতে হইবে।

৬। আসবাব পত্র—(১) বিছানা, টেবিল, চেয়ার, সলিতা সহ আলো, মোমবাতী, কাঁচের ও রান্নার বাসন পত্র প্রত্যেক বাংলোতে দেওয়া হয়।

(২) ভ্রমণকারীগণ নিজেদের বিছানা, তোষক, মোমবাতী, আলোর তেল, খাদ্য এবং দার্জ্জিলিং জেলার বাংলোতে চামচ ইত্যাদি সঙ্গে লইবেন।

৭। রসদ ও জ্বালানী

(১) সাধারণ বাজারের জিনিষপত্র নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়; সুকিয়া পুক্‌রী, ডেণ্টাম, পেমিয়াঞ্চি, কালিমপঙ, তিস্তাব্রীজ, পেডঙ, নামচী, পাকিয়ং, রেনক, রোঙলী, গান্দুক, এবং শঙ্খ খোলার নিকট সিঙতাম্‌।

(২) নেপাল সীমান্তে স্থিত বাংলোগুলিতে বিনা মূল্যে জ্বালানী কাঠ সরবরাহ করা হয়। কালিমপঙে উহা চারি আনা করিয়া মন। সিকিমের বাংলোতে—জ্বালানীকাঠের মূল্য বাংলোতে লেখা থাকে; মূল্য কাঠ ছাড় করিয়া নেওয়ার পূর্ব্বে দিতে হয়।

৮। মেথর—কালিমপঙ, জোর পুকরী, তিস্তাব্রীজ, রঙপু, শঙ্খখোলা, গান্দুক, পাকিয়ং, নামচী, রেনক, রোঙলী এবং ডেণ্টামের ডাকবাংলো-গুলিতে একজন মেথর ভাড়া পাওয়া যাইবে।

(১) এ ছাড়া অন্যস্থানে ভ্রমণকারীগণ নিজেদের মেথর লইয়া যাইবেন। নচেৎ তাহাদিগকে কোন পাস দেওয়া হইবে না।

(২) কোনো বাংলোতে বাসিন্দা খানসামা নাই।

৯। ডাক বাংলোগুলির অবস্থিতি।

(১) নেপাল সীমান্ত পথে ১ হইতে ১১ নং ডাক বাংলো

(২) সিকিম রাজ্যে ১২ হইতে ৪১ নং ডাক বাংলো

(৩) কালিমপঙ হইতে জেলেপ (গিরিসঙ্কট) পাশ পথে ২৬ হইতে ৩১ এবং ৪২ নং

(৪) তিস্তা উপত্যকা পথে ১৬-১৮ এবং ৪৬-৪৭ নং

(৫) গান্দুক হইতে নাথুলা পাশ পথে ৩২ ও ৩৩ নং

(৬) আপার তিস্তা দিয়া গান্দুক রাস্তায় এবং লাচেন ও লাচুং উপত্যকায় ৩৪—৪১ নং

(৭) দার্জ্জিলিং হইতে নির্গত হয়ে বাদামতাম, ও রঙ্গীত বাজার হয়ে গান্দুক পর্য্যন্ত খচ্চর চলবার পথে ২৩, ২৪, ও ২৫ নং বাংলোগুলি অবস্থিত।

(৮) রিসির উপর ঝুলান সেতু পার হয়ে পেডুঙ—গান্দুক পথে ১১ নং

(৯) কালিমপঙ হতে ডালিমকোট হইয়া সমতল ভূমিতে গরুবাথান পর্য্যন্ত যে কার্টরোড ও খানিক খচ্চর পথ আসিয়াছে তাহার উপর ৭ নং বাংলো অবস্থিত।

১০। কয়েকটী সফর নিম্নলিখিত ভাবে বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

(ক) দার্জ্জিলিং হইতে জোড়পুকরী (বা সুকিয়া পুকরী), টোঙলু, সান্দকফু, ফালুট, ডেন্টাম, পেমিয়াঙ্কি, রিঙ্কিনপুঙ, চাকুঙ, এবং পুনরায় দার্জ্জিলিং প্রত্যাবর্ত্তন; অথবা ফিরিবার পথে পেমিয়াঙ্কি হতে নামচী হয়ে আসা যায়।

(খ) দার্জ্জিলিং হতে বাদামতাম, তিস্তাব্রীজ, পেশক হয়ে পুনরায় দার্জ্জিলিং আসা যায়। কিন্তু বর্ষাকালে প্রায়ই এই রাস্তা বন্ধ থাকে।

(গ) দার্জ্জিলিং হতে পেশক, তিস্তাব্রীজ, রিয়াং, কালিঝোরা,

হতে শিলিগুড়ী এবং তারপর রেলপথে দার্জ্জিলিং ফিরিয়া আসা যেতে পারে।

(ঘ) দার্জ্জিলিং হতে পেশক, কালিমপঙ, পেডুঙ, আরি, রোংলি, লিংতাম, জুলুক, কুপুপ (জেলেপ পাসের জন্য), চাঙ্গু, কার্পোনাং, থাম্বি, ..., ..., সামদঙ, শখখোলা, রংপু, মেল্লি ও লোপচু হয়ে দার্জ্জিলিং।

(ঙ) দার্জ্জিলিং হতে বহির্গত হয়ে বাদামতাম, নামচী, তেমি, সুঙ, পাক্ষ্যক, পাকিয়ং, পেডুঙ, কালিমপঙ হয়ে দার্জ্জিলিং প্রত্যাবর্ত্তন।

(চ) দার্জ্জিলিং হতে বাদামতাম, চাকুঙ, রিঞ্চিনপুঙ, ডেণ্টাম, পেমিয়ংচি, কেজিং, নামচী, এবং পুনরায় অবশেষে দার্জ্জিলিং।

(ছ) দার্জ্জিলিং হতে বেরিয়ে পেশক হয়ে গান্দুক, দিকচু, শিংঘিক, চাঙথাঙ, লাচেন, থাঙ্গু এবং তারপর প্রত্যাবর্ত্তন। অথবা চাঙথাঙ, লাচুঙ, য়ামথাঙ হয়ে পুনরায় চাঙথাঙে ফিরে আসা। তারপর অবশেষে গান্দুক হয়ে দার্জ্জিলিং প্রত্যাবর্ত্তন।

৭। যুদ্ধের পূর্ব্বে দার্জ্জিলিঙে কুলি ভাড়া করিলে প্রতিদিন ১৲ টাকা হইতে ১।৹ করিয়া দিতে হইত। এবং কালিমপঙ কিম্বা সিকিমে ভাড়া করিলে প্রত্যেক কুলির দৈনিক ৸৹ আনা হইতে ১।৹ ভাড়া লাগিত, উহা সময়মত পরিবর্ত্তিত হয়। ঐ ভাড়ার হার দার্জ্জিলিং মিউনিসিপালিটির নানাস্থানে লম্বিত নোটিসে পাওয়া যাইবে।

নং	স্থান	দূরত্ব	উচ্চতা ফুট	শয়নঘরের সংখ্যা	খাটের সংখ্যা	গদীর সংখ্যা
১	সিঞ্চল (পুরাতন)	দার্জিলিং হতে ৬ মাইল	৮১৬৫'	৪	৪	৪
	সিঞ্চল (নূতন)	„ „ ৬ মাইল	৮১৬৫'	৩	৪	৪
২	রঙ্গারুণ	„ „ ৬ মাইল	৭০০০'	২	০	০
৩	বাদামতাম	„ „ ৭ মাইল	২৫০০'	২	৫	০
৪	মিরিক	„ „ ২৫ মাইল জোড়পুকরী হইতে ১২ মাইল	৫০০০'	২	২	২
৫	লোপ্‌চু	দার্জ্জিলিং হতে ১৫ মাইল পেশক হইতে ৪ মাইল	৫৩০০'	২	৫	৪
৬	কালিম্পঙ	পেশক ও টাট্টু পথ হইয়া দার্জ্জিলিং হতে ২৮ মাইল এবং রঙ্গীত ও টাট্টু পথ হইয়া ২৩ মাইল	৪১০০'	৪	৮	৮
৭	রিসিসুম বা রিকিসুম	কালিমপঙ হইতে ১২ মাইল, পেদুঙ হতে ৪ মাইল	৬৪০০'	৩	৪	৪

নং	স্থান	দূরত্ব	উচ্চতা ফুট	শয়নঘরের সংখ্যা	খাটের সংখ্যা	গদীর সংখ্যা
৮	জোড়পুকরী (সুকিয়া পুকরী)	দার্জ্জিলিং হতে ১২ মাইল টঙলু হতে ১০ মাইল	৭৪০০'	২	৭	৬
৯	টোঙলু	জোড়পুকরী হতে ১০ মাইল, সান্দক ফু হতে ১৪ মাইল	১০,০৭৪'	২	৭	৬
১০	সান্দকফু	টোঙলু হতে ১৪ মাইল, ফালুট হতে ১২ মাইল	১১৯২৯'	২	৬	৬
১১	ফালুট	সান্দকফু হতে ১২ মাইল, ডেন্টাম হতে ১৭ মাইল	১১৮১১'	২	৭	৫
১২	ডেন্টাম	ফালুট হতে ১৭ মাইল পেমিয়াঙ্কি হতে ১১ ,, রিঙ্কিন পঙ হতে ১৩ মাইল	৪৫০০'	২	৪	[illegible]
১৩	পেমিয়াঙ্কি	ডেন্টাম হতে ১১ মাইল রিঙ্কিনপঙ হতে ১০ মাইল	৬৯২০'	২	৪	[illegible]

নং	স্থান	দূরত্ব	উচ্চতা ফুট	শয়নঘরের সংখ্যা	খাটের সংখ্যা	শয্যার সংখ্যা
১৪	রিশ্বিনপঙ	পেমিয়ংচি হতে ১০ মাইল, চাকুঙ হতে ১৩ মাইল ডেণ্টাম হতে ১৩ "	৬৩০০'	২	৪	•
১৫	চাকুঙ	রিশ্বিনপঙ হতে ১৩ মাইল, সিঙ্গলাবাজার ও রমম ব্রিজ হয়ে দার্জ্জিলিং হতে ২০ মাইল, বাদামতাম হতে ১৩ মাইল	৫১০০	২	৪	•
১৬	মেল্লি	বাদামতাম হতে ১১ মাইল, রঙপু হতে ১১ মাইল, তিস্তাব্রিজ হতে ৩ মাইল কালিমপঙ হতে ৫ মাইল	৮০০.	২	৪	•
১৭	রঙপু	মেল্লি হতে ১১ মাইল, পাকিয়ং হতে ৯ মাইল, শঙ্খথোলা হতে ৫ মাইল	১২০০	৪	৪	•
১৮	শঙ্খথোলা (বারমল)	রঙপু হতে ৫ মাইল	১৪০০'	৩	৪	•

নং	স্থান	দূরত্ব	উচ্চতা ফুট	শয়নঘরের সংখ্যা	খাটের সংখ্যা	গদীর সংখ্যা
		কালিম্পঙ হতে ১৮ মাইল				
১৯	সামদঙ (গিডিঙকাম্প)	পশ্বখোলা হতে ৭ মাইল, গান্তুক হতে সোজা রাস্তায় ৯ মাইল এবং গরুর গাড়ীর রাস্তায় ১২ মাইল	২৩০০'	২	৪	•
২০	গান্তুক বা গ্যাংটক	সামদঙ হতে সোজা রাস্তায় ৯ মাইল, গরুর গাড়ীর রাস্তায় ১২ মাইল, পথ অনুযায়ী দার্জিলিং হতে ৫১—৬৩ মাইল। মেল্লি, ছাপর ব্রীজ ও বারামতাম হয়ে গেলে সব চেয়ে কম রাস্তা	৫৮০০'	৫	৪	•
২১	পাকিয়াং	রঙপু হইতে ৯ মাইল, গান্তুক হতে ১১ মাইল, পেড়ঙ হতে ১৪ মাইল, রোড়াথাঙ হতে ৬ মাইল	৪৭০০'	২	৪	•

নং	স্থান	দূরত্ব	উচ্চতা ফুট	শয়নঘরের সংখ্যা	খাটের সংখ্যা	গদীর সংখ্যা
৩৫	সিংথিক	দিকচু হতে ১১ মাইল	৪৬০০'	২	৪	০
৩৬	টুঙ	সিংথিক হতে ৮ মাইল	৪৮০০'	২	৪	০
৩৭	চাঙথাঙ	টুঙ হতে ৫ মাইল	৫৩৫০'	২	৪	০
৩৮	লাচেন্	চাঙথাঙ হতে ১৩ মাইল	৮৮০০'	২	৪	৪
৩৯	থাঙ্গু	লাচেন হতে ১৩ মাইল	১২৮০০'	২	৪	৪
৪০	লাচুঙ	চাঙথাঙ হতে ১০ মাইল	৮৫০০'	২	৪	৪
৪১	যামথাঙ	লাচুঙ হতে ৮ মাইল	১১৭০০'	৪	৪	৪

নিম্ন লিখিত ডাকবাংলো গুলির পাশ দার্জিলিং বিভাগের এক্জিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, দার্জিলিং কর্ত্তৃক মঞ্জুর করা হয়।

নং	স্থান	দূরত্ব	উচ্চতা ফুট	শয়নঘরের সংখ্যা	খাটের সংখ্যা	গদীর সংখ্যা
৪২	পেডুঙ	কালিমপঙ হতে ১২ মাইল, রিগিসুম হতে ৪ মাইল, রেনক হতে ৫ মাইল	৪৯০০'	৬	৪	০
৪৩	পেশক	দার্জিলিং হতে ১৮ মাইল, লোপচু হতে ৪ মাইল,	২৬০০	৪	৬	০

নং	স্থান	দূরত্ব	উচ্চতা ফুট	শয়নঘরের সংখ্যা	খাটের সংখ্যা	গদীর সংখ্যা
৪৪	তিস্তা ব্রিজ	তিস্তাব্রীজ হতে টাট্টু পথে ৩ মাইল দার্জিলিং হতে ২৩ মাইল, পেশক হতে ৩ মাইল, কালিম পঙ হইতে ৬ মাইল, বাদামতাম হতে ১১ মাইল রিয়াং হতে ৫ মাইল	৭১০	৩	৩	
৪৫	রিয়াং	তিস্তাব্রিজ হতে ৫ মাইল, বিরিক হতে ৪ মাইল	৬২৫	৪	৪	
৪৬	বিরিক	তিস্তাব্রিজ হতে ১০ মাইল, কালিঝোরা হতে ৫ মাইল		২	৪	
৪৭	কালিঝোরা	বিরিক হতে ৫ মাইল, শিলিগুড়ি হতে ১৬ মাইল	৫৫০	৩	৪	

চিত্র সূচী

———